চার্চ রোপণ এবং চার্চ পুনর্নবীকরণ জন্য একটি ম্যানুয়াল

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

পবিত্র আত্মা, পবিত্র বাইবেল, প্রেরিতগণ, ভাববাদীগণ, ঈশ্বর, পিতা, পুত্র, বাক্য, প্রকাশিত

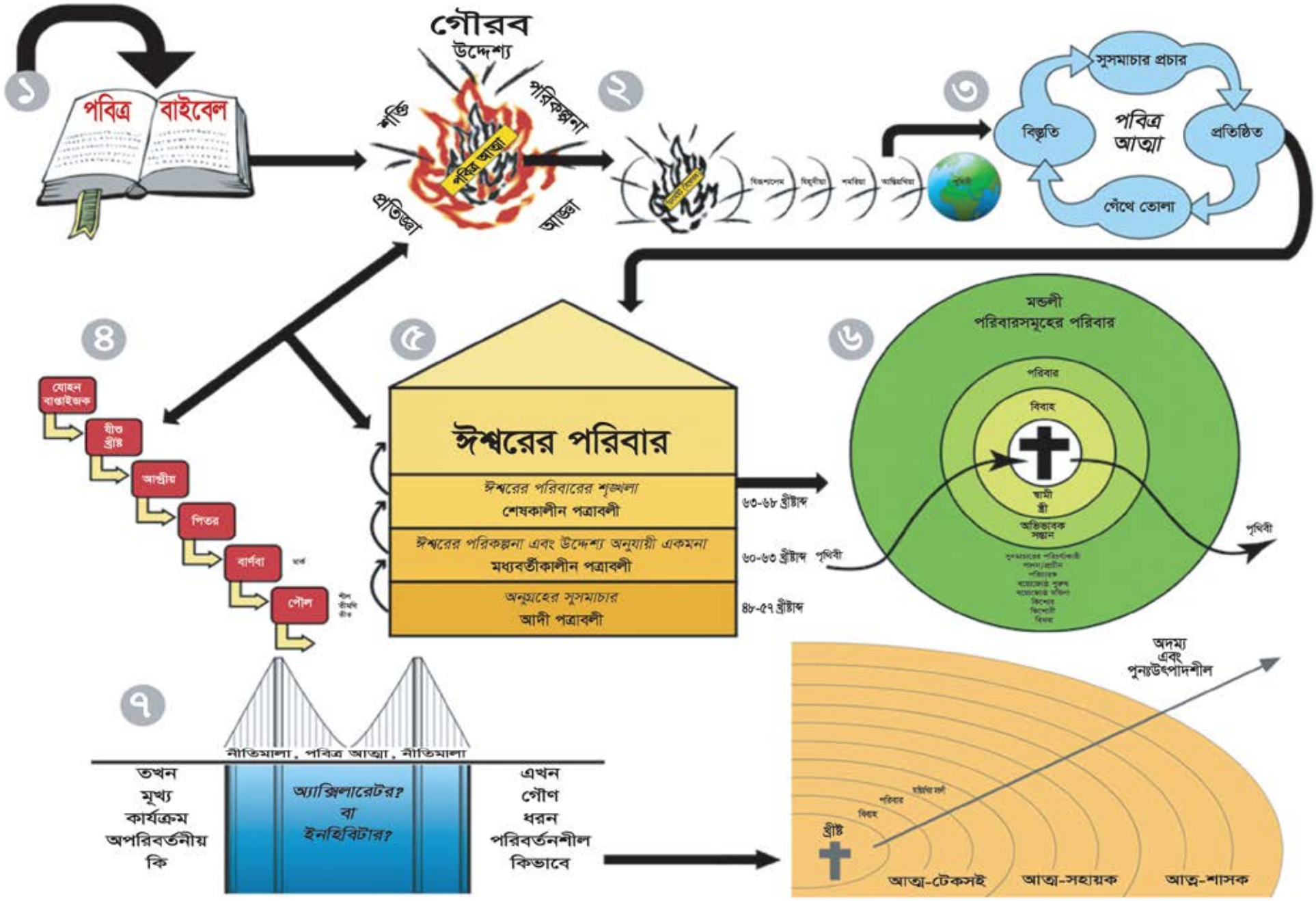

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

মন্ডলী সংগঠন এবং মন্ডলী নবায়নের জন্য একটি সহায়িকা

বাইবেলীয় নীতিমালার উপর ভিত্তি করে রচিত যা আবহমানকালের সর্বসংস্কৃতিতে প্রযোজ্য

টীম ডাব্লিউ. বুন

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

মন্ডলী সংগঠন এবং মন্ডলী নবায়নের জন্য একটি সহায়িকা

Fourth Edition, 2018

Copyright © 2005, 2008, 2012, 2018 by New Foundations International

Scripture quotations indicated by ESV are taken from the English Standard Version.
Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers.
All right reserved.

ISBN: 9780692173138

Illustrations by Christopher Esterly

Printing by Austin Printing
Cell: 0172-0517821

New Foundations International
http://www.newfoundationsinternational.org/
Please contact us or send request for information at:
newfoundationsinternational@gmail.com

অন্যদের অভিব্যক্তিগুলো কেমন...

"বর্তমান সময়ে মন্ডলী যে বাইবেলীয় কাঠামো থেকে সরে গিয়েছে সেই তিক্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে এই সহায়িকাটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি শিখেছি যে বাইবেলকে মন্ডলী সংগঠন সম্বন্ধে বলতে দিতে হবে, এবং এর পরিচালনা ও কর্তৃত্বের প্রতি আরও বেশি সমর্পিত হতে হবে। এই সহায়ীকাটি আমার কাছে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার মত একটি উৎস।"

মন্ডলী সংগঠক; আলজেরিয়া

"এটি তাদের জন্য একটি জীবন পরিবর্তনকারী বই যারা ঈশ্বরের বাক্যের কাছে ফিরে যেতে চায় এবং বিশেষত প্রেরিত পুস্তকের শিক্ষা প্রয়োগ করতে চায়। এই নীতিমালাগুলো জাম্বিয়ায় আমাদের পরিবার এবং মন্ডলীগুলোতে প্রয়োগ করে আমরা নবজাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করছি, এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পরছে। বর্তমানে মন্ডলীগুলো প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত মন্ডলীর মত কার্যকারী হবার চেষ্টা করছে।"

পালক; জাম্বিয়া, আফ্রিকা

"আমার কাছে মন্ডলী এবং এর পরিচর্যার ক্ষেত্রগুলোর জন্য বাইবেলের পরেই এই সহায়ীকাটির স্থান। কেন এবং কিভাবে তা জানতে চান? আমার মতে, 'এটি আবহমানকালের সর্বগ্রাহ্য বাইবেলীয় নীতিমালায় নূতন মন্ডলী সংগঠন এবং প্রাচীন-সংস্কৃতি উৎঘাটনের জন্য পাঠকদের পরিচালনা দান করে।' এই সাহায়িকা এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা আপনি ঈশ্বরের পরিচালনায় তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মন্ডলী বৃদ্ধি এবং তা পরাক্রমশলী করে তোলার জন্য কার্যকারী পদ্ধতি আবিষ্কারের শক্তি লাভ করেন।"

মন্ডলী সংগঠক; মিয়ানমার

"মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সহায়িকাটি কম্বডিয়াতে মন্ডলীকে শক্তিশালী করতে এবং বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করছে। এই সহায়ীকাটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম যা ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যে উজ্জিবিত হয়ে বাইবেলীয় নীতিমালায় সমৃদ্ধ একটি রচনা যা ব্যক্তি, পারিবারিক, মান্ডলীক এবং বিশেষভাবে যেসব স্থানে আদৌ কোন মন্ডলী সংগঠিত হয়নি সেখানে নূতন মন্ডলী সংগঠনের জন্য কার্যকারী।"

এস সি সি সভাপতি; কম্বডিয়া

"প্রতিটি সংস্কৃতিতে মন্ডলী হলো খ্রীষ্টের অনিন্দনীয় স্ত্রী যিনি তার গৃহের সদস্যদের জীবনে রূপান্তর ঘটায়। এই প্রশিক্ষণটিতে বাইবেলীয় নীতিমালাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।"

ড. এ্যালেন কীলার; গোল্ডেন গেইট ব্যাপ্টিস্ট থিয়োলোজিকাল সেমিনারী

"নূতন নিয়মে বর্ণিত মন্ডলীর সাথে বর্তমান সময়ের মন্ডলীর তুলনা করার জন্য মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা বইটি একটি অসাধারণ সহায়ীকা। এটি সম্পূর্ণরূপে অপক্ষপাতমূলক এবং ১০০ ভাগ ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। আমরা পরামর্শ এই বইটি মন্ডলীতে গ্রুপ স্টাডির পাশাপাশি ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যায়ন করুন। আমি এগুলোর প্রয়োগ হতে দেখেছি এবং এর শক্তিশালী ফলাফল আমাকে অভিভূত করেছে।

মন্ডলী সংগঠক; দক্ষিণ আফ্রিকা

"এই কোর্সটিতে, টীম বুন মন্ডলী সংগঠকদের জন্য বাইবেলের দৃঢ় ভিত্তিগুলো তুলে ধরেছেন যার মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্যকর, পুনঃউৎপাদক মন্ডলী সংগঠন করতে পারবেন। আমার একান্ত অনুরোধ যে শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয় কিন্তু একজন মন্ডলী সংগঠকের দৃষ্টিকোন থেকে বইটি পড়বেন যেন শক্তিশালী কৌশল তৈরী করতে পারেন।"

ড. রবার্ট ভাজ্‌কো; ইন্টারন্যাশনাল চার্চ প্ল্যান্টার কন্সালটেন্ট

"ভাবতেই অবাক লাগে ঈশ্বরের আত্মা কি পরাক্রমী ভাবে এই সহায়িকার মধ্য দিয়ে তাঁর মন্ডলীকে পুনঃস্থাপন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।"

মন্ডলী সংগঠক; ভূটান

"গত পনেরটি বছর, আমি আমার ব্যক্তি জীবনে এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাইবেলীয় মতাদর্শগুলো অধ্যায়ন ও প্রয়োগ করেছি। কিন্তু এই সহায়িকাটি পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পর আমি অধ্যাপক থেকে একজন বাইবেলীয় মন্ডলী সংগঠকে রূপান্তরিত হয়েছি।

মন্ডলী সংগঠক; কর্ণাটক, ভারত

"এই বইটির শেষে পৌঁছে প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থী মন্ডলী সংগঠনের জন্য বাইবেলীয় শিক্ষার ভিত্তিতে তাদের নিজেদের কৌশল তৈরী করতে সক্ষম হবে। এই সহায়ীকাটিতে খুবই সহজ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন প্রশিক্ষণার্থীরা বাইবেলীয় সত্য খুঁজে বের করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। এই সহায়ীকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এটি খুবই বাস্তবসম্মত।"

মন্ডলী সংগঠক; নেপাল

ভিয়েতনামের মন্ডলীগুলোতে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ঈশ্বর এই সহায়িকাটি ব্যবহার করছেন। মন্ডলী সংগঠকদের জন্য এটি একটি সরল, সম্পূর্ণ এবং অত্যন্ত সহায়ক একটি প্রশিক্ষণ যার মাধ্যমে তারা নূতন মন্ডলী সংগঠন এবং বর্তমান মন্ডলীকে শক্তিশালী করতে পারেন।

মন্ডলী সংগঠক; ভিয়েতনাম

"এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটিই ছিল আমার পরিচর্যা ক্ষেত্রের মোর ঘুড়িয়ে দেবার কারণ। একজন মন্ডলী সংগঠক হিসেবে আমি আমার জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাশার কথা জানতে পেরেছি এবং এখন আমি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছি। বর্তমানে তিনি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সমগ্র দেশে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে তাঁর মন্ডলী সংগঠন করে চলছেন। এই সহায়িকাটি আপনাকে সেসব বিষয়গুলো উৎঘাটন করতে সাহায্য করবে।

মন্ডলী সংগঠক; বাংলাদেশ

"দারুণ, এটি পুরোপুরি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা একটি সাহায়ীকা; বইবেলের বাইরে উল্লেখযোগ্য অসাধারন রচনাগুলোর মধ্যে মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা নামক এই বইটি অন্যতম। ২,০০০ বছর ধরে মানুষ মন্ডলীর গায়ে যত প্রকার কালিমা লেপন করেছে, এটি সেই সকল কলিমা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে মন্ডলীকে প্রৈরিতিক মন্ডলীর নীতিমালায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। ঈশ্বর এই বইয়ের মাধ্যমে আমার মধ্যে কাজ করেছেন এবং আমি ভুটানের অসংখ্য মানুষের মধ্যে তাঁর কাজ হতে দেখেছি।"

মন্ডলী সংগঠক, ভূটান

"আমরা সুযোগ হয়েছিল মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সহায়ীকাটি অধ্যায়ন করার, এবং টীম বুন'এর পরিচালনায় একটি আত্মনিয়োগী দলের সাথে কাজ করার। আত্মিকতা এবং বস্তবাতা এই উভয় দিক দিয়েই এই কোর্সটি অত্যন্ত মূল্যবান। আমার প্রাত্যাশা প্রত্যেক মিশনারী এবং শিক্ষার্থী যেন তাদের সেমিনারের চূড়ান্ত কোর্সগুলোতে এই কোর্সটি পড়তে পারেন এবং মন্ডলী সংগঠনের জন্য বাইবেলীয় যে পদ্ধতি ঈশ্বর দিয়েছেন তা জানতে পারেন, আর কার্যক্ষেত্রে গিয়ে একজন অদম্য মন্ডলী সংগঠক ও পালক হতে পারেন।"

রেভা. জর্জ আত্তিয়েহ্, ব্যাপ্টিস্ট সেমিনারী, লেবানন

"ঈশ্বর আমার জীবন পরিবর্তন করার জন্য এই বইটি ব্যবহার করেছেন এবং আমার সাথের লোকদের বইবেল সম্বন্ধে গভীর ধারণা দিয়েছেন। আমাদের মন্ডলী দিন দিন বাইবেলে বর্ণিত সেই মন্ডলীর মত শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং এর কারণে অন্যান্য অনেকে আশির্বাদ লাভ করছে।"

ব্যবসায়ী এবং পালক, উত্তর ক্যারোলিনা

"এই সহায়ীকাটিতে আবহমান কালের সংস্কৃতি ধরে মন্ডলী সংগঠন এবং বর্তমান মন্ডলীকে শক্তিশালী করার জন্য ঈশ্বরের নীতিমালাগুলো খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এখানে কোন তোষামোদপূর্ণ, চাতুরীপূর্ণ, চাকচিক্যময় কিম্বা এমন কোন কথা লেখা হয় নি যা কিনা আগামী ১০ বছরের মধ্যেই অকেজো হয়ে পরবে, বরং ঈশ্বরের বাক্য এখানে পর্যায়ক্রমে অধ্যায়গুলোতে এমন সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে যেন ঈশ্বরের পরিবার হিসেবে বিশ্বাসীরা ব্যক্তিগত এবং মন্ডলীক জীবনে সঠিক পরিচালনা লাভ করতে পারেন।"

পালক, ইউএসএ

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সূচি

অধ্যায় ১ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - বাক্যে ফিরে যাওয়া পৃষ্ঠা ১৫

সদাপ্রভুর বাক্যের কাছে ফিরে যাওয়া এবং বাক্যের প্রাচুর্যতা ও কর্তৃত্বে গঠিত হওয়া

অধ্যায় ২ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা জানা পৃষ্ঠা ২৯

পৃথিবীকে সদাপ্রভুর মহিমাপূর্ণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করাই যে তাঁর মন্ডলীর লক্ষ্য তা জানা

অধ্যায় ৩ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - সদাপ্রভুর পরিকল্পনা বোঝা পৃষ্ঠা ৩৯

যেখানো কোন মন্ডলী নেই সেখানে নূতন মন্ডলী সংগঠন করা এবং বর্তমান মন্ডলীকে শক্তিশালী করাই যে সদাপ্রভুর পরিকল্পনা তা বোঝা

অধ্যায় ৪ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - বিশ্বস্ত পরিচালক গড়ে তোলা পৃষ্ঠা ৬৯

প্রথম শিষ্যদের মত সেরকম বিশ্বস্ত নেতা/ পরিচালক গড়ে তোলা যারা যীশুর জন্য পৃথিবীকে ওলট- পলট করে দিয়েছিলেন

অধ্যায় ৫ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - শক্তিশালী মন্ডলী গড়ে তোলা পৃষ্ঠা ৯১

শক্তিশালী মন্ডলী গঠনের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের অনুসারী, উত্তম মন্ডলী-সংগঠক, পৌলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা

অধ্যায় ৬ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - সুশৃঙ্খল মন্ডলী গঠন করা পৃষ্ঠা ১২৭

ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে বাইবেলীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল মন্ডলী গড়ে তোলা

অধ্যায় ৭ আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়ণ কৌশল গড়ে তোলা পৃষ্ঠা ১৭৪

ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়নের জন্য আপনার নিজস্ব কৌশল তৈরী এবং প্রয়োগ করা

সম্পূরক অংশ এবং সহায়ক উপাদানসমূহের সংস্থান পৃষ্ঠা ১৮৩

বাইবেলের নীতিমালাগুলো সম্পর্কে আরও উচ্চতর জ্ঞান এবং বোধগম্যতা গড়ে তোলা যা শক্তিশালী মন্ডলী সংগঠন করমে এবং বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ণ করতে সাহায্য করবে

প্রারম্ভিক নির্দেশনাসমূহ

যদি বিশ্বাস করেন যে মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য তিনি আপনাকে পরিচালনা দিচ্ছেন, তাহলে সে বিষয়ে নিচে কিছু নর্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে; আমরা আপনাদের বিশেষভাবে পরামর্শ দিচ্ছি যে সম্ভব হলে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে এবং কোন সঙ্গির সাথে মিলে একসাথে কাজগুলো করতে থাকেন। নিচে উল্লেখিত প্রারম্ভিক নির্দেশনাসমূহ সমাপ্ত করতে পারলে আমরা আপনার সাথে মুখোমুখি দেখা করার একটা সুযোগ নিতে পারি এবং উল্লেখিত ব্যক্তিপর্যায়ের প্রয়োগীক কাজ এবং প্রজেক্টের কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারি। ১৮২ পৃষ্ঠায় কোর্স সমাপ্তির সার্টিফিকেটের একটি অনুলিপি দেখতে পাবেন। আপনার যেকোন জিজ্ঞাসার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ রইল এই ঠিকানায় **newfoundationsinternational@gmail.com**

পড়ুন **লিখুন**

আলোচনা, প্রয়োগ এবং **প্রজেক্টের** অধিকাংশ কাজগুলোই আমাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের সময়টাতে সম্পূর্ণ হবে। পাঠ **অধ্যায়ন, ধ্যান** এবং শূন্যস্থান পূরণ অংশ শেষ করার পর প্রতিটি অধ্যায়ের পাশের ফাঁকা জায়গায় অথবা vii-xi (৭- ১০) পৃষ্ঠায় 'পাঠ শেষ করার তারিখ' লিখবেন। আপনার যদি ছোট কোন দল বা অন্য কারও সাথে মিলে কাজ করার সুযোগ থাকে তবে আপনি **আলোচনামূলক** শুন্যস্থান অংশটি পূর্ণ করতে পারবেন। (**দ্রষ্টব্য: :** ১৮৬- ১৮৭ পৃষ্ঠায় **কীভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হয়** নামক সহায়ক উপাদানটি দেখুন)।

অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের জানাবেন যে আপনি কোন সময়ের মধ্যে উপরুক্ত নির্দেশনাগুলো সম্পূর্ণ করবেন যেন আমরা আপনার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা আপনার জন্য অবিরত প্রার্থনা করছি কারণ আপনি উপযুক্ত সময়ে পরাক্রমের সহিত, স্বাধীনভাবে এবং আনন্দের সাথে আমাদের ত্রাণকর্তার পক্ষে পরিচর্যা কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ সূচি: মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আলোচনা	ব্যাখ্যা	কর্মশালা (ছোট দলে)	করণীয় কাজ	সময়
#১	ভূমিকা	ভূমিকা/ দেখে যাওয়া / দর্শন	অধ্যায় ১-৩	২ দিন
#২	ফিরে দেখা	অধ্যায় ১-৩	অধ্যায় ৪-৫	৩ দিন
#৩	ফিরে দেখা	অধ্যায় ৪-৫	অধ্যায় ৪-৫	৪ দিন
#৪	শুরু করা	অধ্যায় ৬-৭	"যাও"	৪ দিন

আলোচনা	ব্যাখ্যা	কর্মশালা (ছোট দলে)	করণীয় কাজ	সময়
#১	ভূমিকা	ভূমিকা/ দেখে যাওয়া / দর্শন	অধ্যায় ১-৪	২ দিন
#২	ফিরে দেখা	অধ্যায় ১-৪	অধ্যায় ৫-৬	৪ দিন
#৩	শুরু করা	অধ্যায় ৫-৭	"যাও"	৫ দিন

আলোচনা	ব্যাখ্যা	কর্মশালা (ছোট দলে)	করণীয় কাজ	সময়
#১	ভূমিকা	দেখে যাওয়া এবং অধ্যায় ১-৩	অধ্যায় ৪-৬	৫ দিন
#২	ফিরে দেখা এবং শুরু করা	অধ্যায় ৪-৭	"যাও"	৫ দিন

আলোচনা	ব্যাখ্যা	কর্মশালা (ছোট দলে)	করণীয় কাজ	সময়
#১	শুরু করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ	অধ্যায় ১-৭	"যাও"	২৮-৩০ দিন

বিস্তারিত সূচি ও অগ্রগতির বিবরণ

বাক্যের শুরুতে শিরোনামের আগে প্রজেক্ট/ অধ্যায়ের পাঠ শেষ করার তারিখ লিখুন।

অধ্যায় ১

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ: বাক্যে ফিরে যাওয়া **১৫**

পাঠ শেষ করার তারিখ

_____ **প্রজেক্ট ক:** উৎসাহদাতা ও বাধা দানকরীদের চিহ্নিত করণ ২৩

অধ্যায় ২

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ: সদপ্রভুর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা জানা **২৯**

_____ **প্রজেক্ট খ:** ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার প্রকাশ ৩০

অধ্যায় ৩

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ: সদাপ্রভুর পরিকল্পনা বোঝা **৩৯**

_____ **প্রজেক্ট গ:** মূখ্য (Absolutes) ও গৌণ বিষয়গুলো বোঝার বিচক্ষণতা ৪০

_____ **অধ্যায় ১:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: যিরূশালেম ৪২

_____ **অধ্যায় ২:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: যিহুদীয়া ও শমরিয়া ৪৫

_____ **অধ্যায় ৩:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: আন্তিয়খিয়া ৪৭

_____ **অধ্যায় ৪:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: এশিয়া মাইনর ৫০

_____ **অধ্যায় ৫:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: এজিয়ান উপসাগর তীরবর্তী এলাকা ৫৩

_____ **অধ্যায় ৬:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: রোম সম্রাজ্য ৫৬

_____ **অধ্যায় ৭:** মন্ডলীর বিস্তৃতি: য়িরূশালেম থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ৫৯

_____ **অধ্যায় ৮:** পৌলের প্রচার কৌশল ৬০

_____ **অধ্যায় ৯:** আন্তিয়খিয় মন্ডলীর আদর্শ ৬২

_____ **প্রজেক্ট ঘ:** আপনার নিজস্ব কৌশল তৈরী করুন ৬৬

অধ্যায় ৪

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ: মন্ডলীতে বিশ্বস্ত নেতা গড়ে তোলা **৬৯**

_____ **অধ্যায় ১০:** প্রাথমিক মন্ডলীতে প্রেরিতদের মূল ভূমিকা ৭১

_____ **অধ্যায় ১১:** মূল নেতৃবর্গের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান ৮০

_____ **প্রজেক্ট ঙ:** বর্তমান সময়ের নেতৃত্ব গঠনমূলক প্রশিক্ষণের সাথে প্রাথমিক মন্ডলীর বৈসাদৃশ্য ৮৮

অধ্যায় ৫

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - শক্তিশালী মন্ডলী গড়ে তোলা **৯১**

_____ **অধ্যায় ১২:** মন্ডলী সংগঠন ও শক্তিশালীকরণ:
পৌলের পত্র ৯৬

_____ **অধ্যায় ১৩:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলি•
গালাতীয় ৯৮

_____ **অধ্যায় ১৪:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলি•
১ম এবং ২য় থিষলনীকীয় ১০০

_____ **অধ্যায় ১৫:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলি•
১ম করিন্থীয় ১০২

_____ **অধ্যায় ১৬:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলি•
২ম করিন্থীয় ১০৪

_____ **অধ্যায় ১৭:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলি•
রোমীয় ১০৬

_____ **অধ্যায় ১৮:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যকালীন পত্রাবলি•
ইফিষীয় ১০৮

_____ **অধ্যায় ১৯:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যকালীন পত্রাবলি•
ফিলিপীয় ১১০

_____ **অধ্যায় ২০:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যকালীন পত্রাবলি•
কলসীয় ১১২

_____ **অধ্যায় ২১:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যকালীন পত্রাবলি•
ফিলীমন ১১৪

_____ **অধ্যায় ২২:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের শেষকালীন পত্রাবলি•
১ তীমথিয় ১১৬

_____ **অধ্যায় ২৩:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের শেষকালীন পত্রাবলি•
তীত ১১৮

_____ **অধ্যায় ২৪:** মন্ডলী সংগঠন: পৌলের শেষকালীন পত্রাবলি•
২ তীমথিয় ১২০

_____ **প্রজেক্ট চ:** কীভাবে একটি মন্ডলী সম্পূর্ণভাবে সংগঠন করা যায় ১২২

_____ **অধ্যায় ২৫:** বাইবেলীয় বর্ণনানুসারে একটি সংগঠিত মন্ডলী ১২৩

_____ **প্রজেক্ট ছ:** নূতন নিয়মের বর্ণনানুসারে মন্ডলী সংগঠন ১২৫

অধ্যায় ৬

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - সুশৃঙ্খল মন্ডলী গঠন করা **১২৭**

_____ **অধ্যায় ২৬:** গৃহ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা ১৩০

_____ **অধ্যায় ২৭:** খ্রীষ্টেতে আপনার জীবন ১৩২

_____ **অধ্যায় ২৮:** খ্রীষ্টের সাথে আপনার জীবন ১৩৫

_____ **অধ্যায় ২৯:** বিবাহের গুরুত্ব ১৩৮

_____ **অধ্যায় ৩০:** স্বামীদের ভূমিকা ১৪০

_____ **অধ্যায় ৩১:** স্ত্রীদের ভূমিকা ১৪২

_____ **অধ্যায় ৩২:** অভিভাবকদের ভূমিকা ১৪৪

_____ **অধ্যায় ৩৩:** সন্তানদের ভূমিকা ১৪৬

_____ **প্রজেক্ট জ:** পরিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা ১৪৮

_____ **অধ্যায় ৩৪:** সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের ভূমিকা ১৫০

_____ **অধ্যায় ৩৫:** পালক/ প্রাচীনবর্গ/ বিশপ/ অধ্যক্ষগণের ভূমিকা ১৫২

_____ **অধ্যায় ৩৬:** পরিচারকদের ভূমিকা ১৫৪

_____ **অধ্যায় ৩৭:** নারী ও পুরুষের ভূমিকা ১৫৬

_____ **অধ্যায় ৩৮:** বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের ভূমিকা ১৫৮

_____ **অধ্যায় ৩৯:** বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের ভূমিকা ১৬০

_____ **অধ্যায় ৪০:** যুবকদের ভূমিকা ১৬২

_____ **অধ্যায় ৪১:** যুবতীদের ভূমিকা ১৬৪

_____ **অধ্যায় ৪২:** বিধবাদের ভূমিকা ১৬৬

_____ **প্রজেক্ট ঝ:** মান্ডলীক শৃংখলা বজায় রাখা ১৬৮

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ - মন্ডলী সংগঠন এবং
নবায়ণ কৌশল গড়ে তোলা **১৭৩**

_____ **প্রজেক্ট ঞ:** মন্ডলী সংগঠন ও নবায়নের জন্য আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত কৌশল তৈরী করুন ১৭৪

_____ **প্রজেক্ট প:** ১০ বছর মেয়াদী মন্ডলী সংগঠন এবং মন্ডলী নবায়ন কৌশল ১৭৯

সম্পূরক অংশ এবং সহায়ক উপাদানসমূহের সংস্থান **১৮২**

_____ **সমাপ্তি সার্টিফিকেট** ১৮২

_____ **পৌলের প্রচারযাত্রা** ১৮৪

_____ **কিভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হয়** ১৮৬

_____ **প্রভুর ভোজ** ১৮৮

_____ **জলে বাপ্তিস্ম** ১৯০

_____ **বিরোধ নিষ্পত্তি** ১৯২

_____ **দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি** ১৯৫

_____ **একে অন্যকে পরিচর্যা করা (মন্ডলীর সভ্য-সভ্যা)** ১৯৭

_____ **জগত ও সরকারের সাথে সম্পর্ক** ১৯৯

_____ **সমকামিতা এবং সম-লিঙ্গের বিবাহ** ২০১

_____ **প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজের পরিমাপ** ২০৩

_____ **মন্ডলী সংগঠকদের পরিচর্যা কাজের বাইবেলীয় ব্যাখ্যা** ২০৫

_____ **মন্ডলী সংগঠকদের অর্থনৈতিক সহযোগীতা** ২০৯

_____ **পালক/ প্রাচীনবর্গ/বিশপদের যোগ্যতা- পরিমাপ** ২১২

_____ **পরিচারকদের যোগ্যতা- পরিমাপ** ২১৫

স্বীকারোক্তি

আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা, যীশু খ্রীষ্টের গৌরবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার জন্য আমি মন্ডলী সংগঠনের এই সহায়ীকাটি তৈরী করেছি। আমি খুবই আনন্দিত কারণ বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়া এই সহায়ীকাটির পূর্ববর্তী সংস্করণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মন্ডলীর নেতৃবর্গ এবং মন্ডলী সংগঠকগণ আশির্বাদ লাভ করেছেন। আমি বিশেষভাবে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শেরম্যান ড্রীভার, টেরী ম্যানাহান, র‍্যান্ডি ম্যাথিউস্, এবং ট্র্যান কুয়োক বেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা আমার পাশে থেকে তাদের প্রজ্ঞা, উৎসাহ এবং সুসমাচারের অংশিদারিত্বের কর্তব্যে এই সহায়ীকাটি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন।

আমি সুদীর্ঘ পরিচর্যার জীবনে রোলান্ড এ্যালেনের (১৮৬৮-১৯৪৭) মত ঈশ্বরভক্ত মহান ব্যক্তিত্বের বইগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি যিনি "মিশনারী মেথড- সেন্ট পৌল'স এন্ড আওয়ারস্?" এর মত মিশন সম্পর্কিত বইগুলো লিখেছেন। ["Missionary Methods - St. Paul's or Ours?" (Originally Published, London: Robert Scott 1912), (Download at: **http://www.newfoundationsinternational.org/training-resources.html).];** সেই সাথে, ডেভিড হেসেলগ্রেইভের, "প্ল্যান্টিং চার্চেস ক্রস-কালচারালি, নর্থ আমেরিকা এ্যান্ড বেয়ন্ড", [David Hesselgrave, *"Planting Churches Cross-Culturally, North America and Beyond"*]; বেইকার একাদেমিক, ২০০০, [Baker Academic, 2000,]; এবং জেন গেটস্, "শার্পেনিং দ্যা ফোকাস অব দ্যা চার্চ", ভিক্টর বুকু, ১৯৯৪. [Gene Getz, *"Sharpening the Focus of the Church"*, Victor Books, 1984.] এবং সমভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের আরও কিছু লেখনি এখানে পাওয়া যাবে (শেষ মলাটে ডেভিড হেলেগ্রেইভ এবং জেন গেটসের্ সংযুক্তিগুলো দেখুন)। আমি হয়ত অসাবধানতা বসত অন্য লেখকদের কিছু অংশ ব্যবহার করে থাকতে পারি, তথাপি ইচ্ছাকৃত ভাবে সেসব অমূল্য লেখনীগুলোর প্রকৃত লেখকদের কৃতিত্ব কিম্বা অর্জনগুলোকে খর্ব করার কোন প্রয়াস ঘটাই নি।

এই সহায়ীকা থেকে যেকোন প্রকার উপার্জন লেখকের ব্যক্তিগত বা অন্য কারও লভ্যাংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত প্রকার উপার্জন ঈশ্বরের গৌরবের জন্য বিশ্বজুড়ে অনুবাদের কাজে ব্যবহৃত হবে।

টিম বুন

মুখবন্ধ

এটি আপনার বাইবেল স্টাডি গাইড কিম্বা সাধারণ পড়ার বইয়ের মত নয়! এই সহায়িকাটি তাদের পরিচালনা দান করে যারা ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের হৃদয়ে কথা বলতে দেয় এবং অন্যদের থেকে ভিন্নভাবে জীবনে রূপান্তর ঘটার জন্য আকাঙ্খা করেন।

আমি ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে টিম বুনের সাথে এক মিশন ট্রীপে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সেখানে আমাদের কাছে একটিই মাত্র প্রত্যাশা রাখা হয়েছিল- সেই দল ছেড়ে ফিরে যাবার আগে সমস্ত অধ্যায়গুলোর উপর কাজ করতে হবে। রাতের পর রাত জেগে জেগে যখন আমি বিভিন্ন প্রশ্ন এবং বাক্যের রেফারেন্সগুলো নিয়ে একাগ্রভাবে অধ্যায়ন করছিলাম, আমি একই সময়ে আনন্দ এবং মনঃকষ্টের তরঙ্গে উৎবেলিত আমার দু'চোখের অশ্রুজোয়ার ধরে রাখতে পারছিলাম না। আনন্দ ছিল, কারণ আমি ঈশ্বরের বাক্যের সত্য-সিদ্ধ নীতিমালাগুলো শিখছিলাম; মনঃকষ্ট ছিল, কারণ বিগত জীবনে যে নীতিমালাগুলো আমি শিখেছি, মান্ডলীক জীবনে সেগুলো আমি বিকৃত অথবা ভুল ভাবে প্রয়োগ করেছি।

এই বইয়ের অনন্য বিষয়টি হলো এটি ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যায়নের মাধ্যমে মন্ডলী সংগঠনের পদ্ধতি/ কৌশল উদ্ভাবন করতে সাহায্য করে। কি শিখতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে আপনি যখনই কোন সূত্র খুঁজে পাবেন, বাক্য তখনই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আপনার সাথে কথা বলবে। এখানে মূল শিক্ষা সামগ্রী হলো বাইবেল। একজন শিক্ষক এবং পালক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো, খুব অল্প সংখ্যক লোকই জানে যে বইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্ডলী দেখতে কেমন হওয়া উচিৎ। অধিকাংশই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত বই-পুস্তক ঘাটাঘাটি করে সে বিষয়ে ধারণা লাভ করা চেষ্টা করেন, কিন্তু বাক্যের একক কর্তৃত্বের উপর নির্ভরতা এবং বিশ্বাস স্থাপন করতে ব্যর্থ হন।

আমি একথা বহুবার উল্লেখ করেছি যে এই সহায়িকাটি আপনাকে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিস্তৃত চিত্র দেখতে সাহায্য করবে। গুটি কতক সত্যকে আকড়ে ধরে সেগুলোতে নিমগ্ন থাকলে এবং সেগুলোর সাথে সংযুক্ত সম্পূর্ণতাকে উপেক্ষা করে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের অবশ্যই সবসময় "ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা" জানা উচিৎ (প্রেরিত ২০: ২৭)। এই লক্ষ্যে, আপনি প্রেরিত পুস্তকের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করবেন যেখানে আপনি প্রাথমিক মন্ডলীর "মূল নীতিমালাগুলো" উৎঘাটন করতে পারবেন। এই পর্যবেক্ষণের পর আপনি প্রাথমিক মন্ডলীর নেতৃত্বের ধরন, এবং নেতৃত্বের বৈশিষ্টসমূহ যা বাইবেলীয় নেতৃত্ব ধরে রাখতে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে অধ্যায়ন করবেন। এর পর ধারাবাহিকতা অনুসারে পৌলের চিঠিগুলো অধ্যায়ন করবেন। এদের প্রথম ছয়টি অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে; পরের চারটি সুসমাচারে মন্ডলীকে শক্তিশালী এবং সংহত করে তোলে, এবং শেষ তিনটি চিঠি থেকে ঈশ্বরের আকাঙ্খিত পরিবার সম্পর্কে জানা যায়।

এই সহায়ীকাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে থাকবে যে আপনি যা উদ্ঘাটন করছেন সে চিন্তাগুলো আপনি কিভাবে আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বৈবাহিক এবং পরিচর্যার জীবনে প্রয়োগ করবেন। প্রতিটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাইবেল পদের উপর অধ্যায়ন করা হয় বলে সে বিষয়ে বইবেল কি বলছে তা বিস্তারিত ভাবে জানা যায়।

এই সহায়ীকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায় হলো অধ্যায় সাত। যে শিক্ষার্থী ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করবেন, এ পর্যায়ে এসে তিনি এসব নীতিমালাগুলোকে কাজে লাগিয়ে যেকোন সংস্কৃতি, সময় এবং পরিস্থিতিতে মন্ডলী সংগঠনের জন্য উপযুক্ত একটি কৌশল তৈরী করতে পারবেন। তিনি হয়ে উঠবেন অপ্রতিরোধ্য!

রোলান্ড এ্যালেনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন, "নূতন বিশ্বাসী দলের জন্য আত্মার কর্তৃত্বে গঠিত হওয়া আবশ্যক যেন তারা অন্যদের সাহায্য ছাড়াই নিজে থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি যদি লোক-মন্ডলী হয়ে থকে, তবে মাটিতে রোপিত প্রথম বীজের মতই একে স্বতেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে হবে।" দ্যা স্পন্টেনিয়াস এক্সপ্যানশন অব দ্যা চার্চেস এবং দ্যা কজেস হুইচ হিন্ডার্স ইট। [*The Spontaneous Expansion of the Church and the Causes Which Hinder It.*] বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন: **http://www.newfoundationsinternational.org/training-resources.html**

এই আত্মিক যাত্রা আপনার পূর্ব যেকোন অভিজ্ঞতার চেয়ে ভিন্নরকম হবে। যেহেতু আপনি এই শিক্ষাটি শুরু করতে যাচ্ছেন, আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের আত্মা আপনার হৃদয়ে একটি স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি দান করবেন। একসাথে কাজ করে আমরা পৃথিবীর প্রতিটি অনধিকৃত জাতিগোষ্ঠীর কাছে অনুগ্রহের সুসমাচার নিয়ে পৌঁছাতে পারব। আর এর পরই শেষ উপস্থিত হবে। (মথি ২৪: ১৪)।

শেরম্যান কে. ড্রীভার

ভূমিকা

আমি **'মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা'** সহায়ীকাটির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। এটি মন্ডলী সংগঠন এবং মন্ডলী নবায়নের জন্য একটি সহায়ীকা এবং কার্যকারী বই। আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান সময়ের মন্ডলী এবং এর নেতৃবর্গের জন্য এই সহায়ীকাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ কারন:

- বাক্যের **কর্তৃত্ব এবং প্রাচুর্যতার** উপর ভিত্তি করে এটি একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।
- **পবিত্র আত্মাকে স্বাধীন ভাবে কাজ** করার সুযোগ **করে দেয়।**
- মন্ডলী এবং পরিচর্যার ক্ষেত্র নবায়নের ক্ষেত্রে **পরিবারের গুরুত্ব তুলে ধরে।**
- পঞ্চাশত্তমী পরবর্তী সময়ে মন্ডলী জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার নীতিমালাগুলোর বাস্তব চিত্র ব্যাখ্যা করে।
- মন্ডলী এবং নেতৃবর্গকে পৌলের মত খ্রীষ্ট-কেন্দ্রীক এবং আত্ম-টেকসই হয়ে উঠতে সাহায্য করে।
- **আবহমানকালের সার্বজনীন সংস্কৃতিতে** বাইবেলীয় **শক্তিশালী নীতিমালাগুলোর ব্যবহার।**
- বর্তমান সময়ের পরিবার এবং মন্ডলীগুলো যে ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে তার **বাইবেলীয় সমাধান দেয়।**
- **আদর্শ নেতৃত্ব**, এবং **মন্ডলী সংগঠন ও নবায়ন** বিষয়ক শিক্ষা **দেয়;** এটি কিছু **"অপ্রতিরোধ্য"** পদ্ধতি বিষয়ে **শিক্ষা** দেবে যা দারিদ্রতা ও অত্যাচারের মধ্যেও কার্যকারী ভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

এই সহায়ীকাটি কোন তত্ত্বগত কিম্বা পূর্ব-পশ্চিমা নতুন মতাদর্শ শিক্ষা দেবে না বরং প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত সর্বযুগে প্রয়োগযোগ্য এমন পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলো শিক্ষা দেবে। এমন কোথাও লেখা নেই যে নতুন নতুন পদ্ধিতি প্রণয়ন করে বা পুরাতন পদ্ধতিগুলোর মান উন্নয়ণ করে শিক্ষা দিতে হবে! শুধুমাত্র খ্রীষ্ট এবং প্রেরিতদের উদাহরণগুলো অনুসরণ করে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, আপনি সফলতার সাথে একটি মন্ডলীকে সংগঠিত হতে এবং বৃদ্ধি পেতে দেখবেন। আপনি যখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে তিনিও আপনার সাথে কথা বলার জন্য আগ্রহী। তিনি আপনাকে উন্নত করার জন্য, আরও গেঁথে তোলার জন্য, শক্তিশালী ভাবে গড়ে তুলো সুপরিচালনা দান করার মধ্যমে আপনার পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবের জন্য নতুন মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়ন করার জন্য আগ্রহী।

অধ্যায় ১

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাক্যে ফিরে যাওয়া

"প্রেরিত পুস্তকের প্রচারমুখি নব্য মন্ডলীগুলোর যুক্তি এবং কৌশলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে আমি ক্রমাগত কৌতুহলী হয়ে পড়ছি এবং চ্যালেঞ্জ অনুভব করছি, যেহেতু আমার দর্শন হলো 'সমুদয় জাতিকে শিষ্য করা।' (মথি ২৮: ১৯)। ভেবে দেখুন প্রাথমিক মন্ডলীর আমাদের মত সংখ্যাগরীষ্ঠতার শক্তি ছিল না, কিম্বা প্রযুক্তিগত যে সুবিধা আমরা না চেয়েই পেয়ে থাকি তেমন কোন উপায় তাদের ছিল না, কিন্তু কেউ অবাক না হয়ে পারবে না যে শিষ্যদের ছোট দলটি কিভাবে তাদের সময় পৃথিবীতে এইরকম অসধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এর রহস্য কি ছিল? তাদের কৌশল থেকে আমরা কি শিখতে পারি?"

ডেভিড জ্যাক নিরিঙ্গিয়ে, উগান্ডা, আফ্রিকা

আলোচনার জন্য প্রশ্ন: ধরুন, এটি একটি গ্রুপ স্টাডি, এবার নিম্মোক্ত প্রশ্নগুলো আলোচনার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হউন। শূন্যস্থানে আপনাদের আলোচনার সিদ্ধান্তগুলো লিখুন এবং সম্পূর্ণ দলের সামনে তা পেশ করুন।

আপনার কি মনে হয়, প্রাথমিক মন্ডলীর এরকম অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করার এবং ছড়িয়ে পরার রহস্য কি ছিল?

প্রাথমিক মন্ডলীর কৌশল থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই?

বাইবেল পৌলের দৃষ্টান্তগুলোর সাথে পরিচয়

নিচের ম্যাপটি দেখুন, যিরূশালেম থেকে রোম পর্যন্ত সুসমাচার প্রচারিত হতে কত সময় লেগেছিল? _____। হ্যা, মাত্র ২৫ বছর! এবার আপনাকে প্রশ্ন করি; আমেরিকা কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন কোন মন্ডলীর বিষয় কি কিছু জানেন যারা বর্তমান সময়ে এরকম ভাবে এগিয়ে গেছে আর প্রভাব বিস্তার করেছে?

এবার ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠার **সম্পূরক অংশে** যান এবং মানচিত্র দেখে দেখে খুঁজে বের করুন যে প্রায় ৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্তিয়খিয়া থেকে শুরু করা তিনটি প্রচারযাত্রা সম্পূর্ণ করতে পৌলের কত বছর সময় লেগেছিল _____। অসাধারণ! আবারও ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠার **সম্পূরক অংশে** যান এবং প্রতিটি মানচিত্রের নিচে দেখুন। এই তিনটি প্রচার যাত্রায় পৌল সর্বমোট কত মাইল অথবা কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন _____? হ্যা, প্রায় ৮,০০০ মাইল বা ১২,০০০ কিলোমিটারের বেশি। বর্তমান সময়ে আপনি এমন কাউকে চেনেন কি যিনি এরকম সুদীর্ঘ পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে এবং প্রভাব বিস্তার করেছে _____? পৌলের কোন মোটর সাইকেল ছিল না, ছিল না কোন গাড়ি, উড়োজাহাজ কিম্বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। অতএব, মন্ডলী স্থাপন, বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মন্ডলী এবং পৌলের কাজের চেয়ে ভাল আদর্শ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

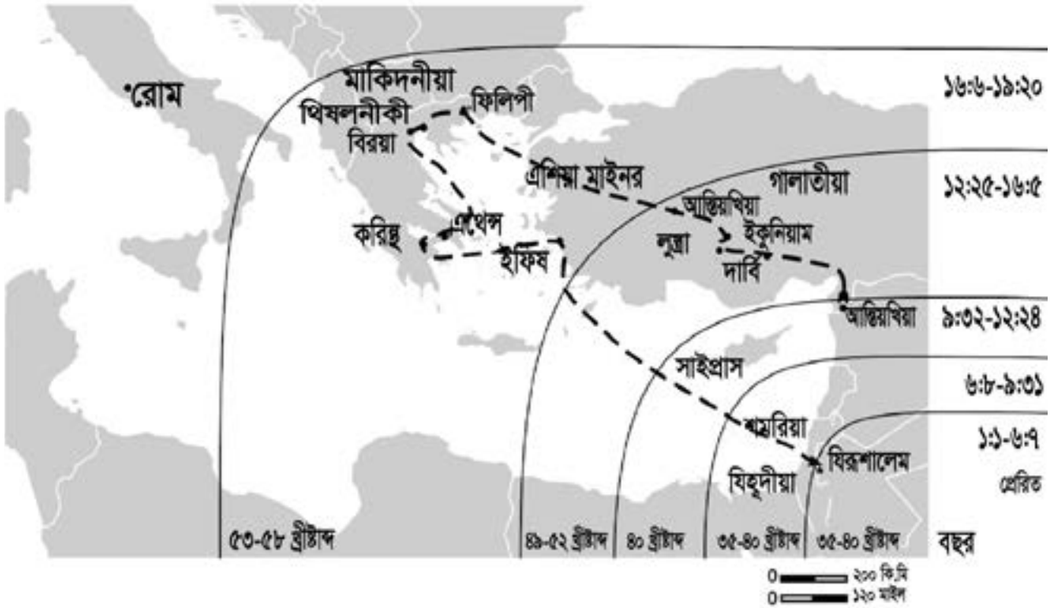

যিরূশালেম থেকে রোমের দুরত্ব প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার বা ৩,১০০ মাইল

দশ বছরের একটু বেশি সময়ের মধ্যেই পৌল গালাতীয়, মাকিদনীয়া, আখায়া এবং এশিয়া মাইনর, এই চারটি প্রদেশে মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। ৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এসব প্রদেশে কোন মন্ডলী ছিল না, কিন্তু ৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৌল সেসব অঞ্চলে তার কাজ সম্পূর্ণের বিষয়ে রোমীয় ১৫: ১৯-২০ পদে উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে মন্ডলী সংগঠক, প্রচারক এবং প্রেরিতগণ হয়ত পৌলের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে রূপারিত করছে, কিন্তু দুঃখজনক ভাবে খুব কম সংখ্যকই পারছে পৌলের মত বর্ধনশীল, পুনঃউৎপাদনশীল মন্ডলী গঠন করতে। অসংখ্য প্রেরিত ও মন্ডলী সংগঠক বাইবেলীয় পরিকল্পনা কিম্বা কৌশল ছাড়াই স্থানে স্থানে ঘুরে যাচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বর্তমান সময়ের প্রেরিত অথবা মিশনারীরা মন্ডলী সংগঠন ও স্থাপনের জন্য পৌলের পদ্ধতি বোঝেও না প্রয়েগের চেষ্টাও করে না।

তবে অনেকেই হয়ত বলবেন, "পৌলের সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি ভিন্ন।" সেক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন করা উচিৎ, "পৌলের সফলতার জন্য সে সময়ের পরিস্থিতি কি তাকে সাহায্য করেছিল?" বস্তুত, স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির মতই পৌলের সময়ের রূপান্তরিত বিশ্বাসীরাও একই রকম সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল। পৌলের সময়ে মনুষ্য-বলি খুব স্বাভাবিক প্রথা ছিল এবং অশুচি-আত্মা ও যাদু-বিদ্যার ব্যপক প্রচলন ছিল। তবে এটি ছিল খ্রীষ্টের অপরিবর্তনীয় আত্মার কাজ যিনি প্রেরিতগণকে সাহয্য করেছিলেন মানুষের হৃদয় থেকে এসব দুষ্ট-আত্মাগুলোকে তাড়াতে। ফাঁকা কথায় এই পরিত্রাণ লাভ করা যায় না, কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তিতে খ্রীষ্টের প্রভুত্ব প্রচার করার মাধ্যমেই এই বিজয় লাভ করা যায়। তাই, বস্তুনিষ্ঠভাবে তর্ক করা অসম্ভব যে আমাদের আজকের পরিস্থিতির তুলোনায় পৌলের সময়ের পরিস্থতি তাকে অধিক সুবিধা বা অসুবিধা দিয়েছিল; তবুও যদি বলতে হয়, স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানের তুলনায় সেসময়ের পরিস্থিতি বেশি প্রতিকূল ছিল।

'পৌলের মন্ডলী সংগঠনের কৌশল' ভূমিকার অংশ হিসেবে, আসুন আমরা বর্তমান সময়ে মন্ডলী সংগঠন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত তার চারটি কৌশলের মূল উপাদানগুলো সংক্ষেপে অবলোকন করি:

প্রচার

পৌলের প্রচার ছিল সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ সুসমাচার ভিত্তিক: "কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে হত বলিয়াই জানিব।" (১ করিন্থীয় ২:২), "কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি" (রোমীয় ১:১৬)। পৌলের প্রচারের একনিষ্ঠ বিষয় ছিল ক্রুশ যার সাথে অনুতাপ এবং বিশ্বাস জড়িত, যাতে কোন প্রকার দর্শন অথবা মনোবিজ্ঞান কিম্বা সংস্কৃতি-সংবেদনশীল প্রাসঙ্গিকতার সাথে আপোষকারী কোন বিষয় নেই। তার প্রচারে সব সময় প্রত্যাশার ইন্দোন ছিল (প্রেরিত ২৬: ২৭)। তার বক্তব্য দৃঢ় ছিল। লোকে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনিও খ্রীষ্টের মত (লূক ৯:৫) পায়ের ধূলা ঝেড়ে সে স্থান ত্যাগ করতেন এবং সমিহপূর্ণ হৃদয়ের খোঁজ করতেন যেখানে ঈশ্বর কাজ করছেন (প্রেরিত ১৩:৫১)। ঈশ্বর যেখানে কাজ করছেন না এমন জায়গায় যদি আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাই তবে সেখানে শুধুমাত্র সেসব লোকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়েই আমরা গৌরবান্বিত সুসমাচারকে অবমূল্যায়ীত করে থাকি।

পৌলের প্রচারের আরেকটি দিক ছিল যে তিনি একটি অঞ্চলের সব মানুষের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে প্রচার করতেন না। বর্তমানে আমরা একক বা দল হিসেবে প্রচারক পাঠাই যেন তারা ব্যক্তিগত ভাবে সেই অঞ্চলের যত বেশি সম্ভব লোকের কাছে সুসমাচার নিয়ে পৌছাতে পারে। সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে সমর্থ মন্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রচার কাজ শুরু না করে আমরা পৌলের কৌশলগুলোকে অবহেলা করছি, ফলে ব্যক্তি এবং দলীয় সামর্থকে সীমিত করে দিচ্ছি। পৌলের লক্ষ্য ছিল পুনঃউৎপাদনশীল মন্ডলী স্থাপন করা যা প্রশাসনিক/ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে খ্রীষ্টের জীবনের সাক্ষ্য বহন করবে (প্রেরিত ১১:২৬)। সেসব মন্ডলী বর্তমান সময়েও বিদ্যমান, কিন্তু আমরা কি আমাদের প্রচারমুখি কৌশলে সেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি? জ্ঞানবিস্তার এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রস্থলে বা অঞ্চলে অবস্থিত সেসব মন্ডলীগুলো থেকেই সুসমাচার সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল (১ থিষলনীকীয় ১:৬-৮)।

সংগঠন

পৌলের কৌশলের দ্বিতীয় উপাদান ছিল সংগঠন করা। পৌল লোক-মন্ডলী সংঘঠন করেছিলেন যেগুলো আত্ম-টেকসই এবং এককভাবেই দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে সক্ষম। বইরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করে এই মন্ডলীগুলো ঈশ্বরের উপর অধিক নির্ভরশীল ছিল এবং এই উদারতা শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তারা অন্যান্য মন্ডলীগুলোকেও সাহায্য করত (২ করিন্থীয় ৮: ১-৫)। পৌল নিজেই নিজের জীবকা উপার্জন করে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন আর এই কারণেই তিনি যেসব মন্ডলী সংঘঠন করেছিলেন সেগুলোও খুব দ্রুত আত্ম-টেকসই হতে শিখেছিল। নিজের পরিচর্যার ক্ষেত্র থেকে আর্থিক লাভ কিম্বা আর্থিক উদ্দেশ্য এড়িয়ে যাবার ক্ষেত্রে পৌল খুবই সতর্ক ছিলেন।

বর্তমানে, আমাদের অধিকাংশ মন্ডলী এবং প্রচারমুখি সংস্থাগুলো খ্রীষ্টের জীবন্ত দেহের অঙ্গ হয়ে ওঠার চেয়ে বরং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার দিকে বেশি ঝুকছে। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে অর্থনৈতিক সহযোগীতার অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো মন্ডলী সংগঠন করতে, প্রচারাভিযান এগিয়ে নিতে, কিম্বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো কার্যক্রম অব্যহত রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে কারণ তারা প্রভুর উপর নির্ভর না করে অর্থের উপর নির্ভর করা শিখে গেছে।

অর্থনৈতিক সহযোগীতা এমন ধর্মীয় কাঠামো সৃষ্টি করে যা পরবর্তকালে সেইসব নব-বিশ্বাসীদের জন্ম দেয় যারা প্রভু এবং পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল না হয়ে অর্থের উপর নির্ভরশীল হতে শিখে।

প্রথাগতভাবে এমন ধারণার প্রচলন ঘটে গেছে যে মন্ডলী তখনই স্থায়ী হবে যখন এর একটি নিজস্ব জমি, একটি নির্মিত ভবন, অথবা নিশ্চিত অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্তির উৎস থাকবে। আমদের একটি নিরাপদ ভবন, অথবা পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তার নিশ্চয়তা থাকলে আমরা মনে করি যে আমাদের মন্ডলী বা প্রচারকাজ যথাযথভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং এতে ঈশ্বরের অনুমোদন রয়েছে। বাস্তবে, আত্মিক ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিল্ডিং এবং অর্থের কোন ক্ষমতাই নেই, প্রকৃতপক্ষে এগুলো আর্থিক ফল লাভে বাধা সৃষ্টি করে।

গেঁথে তোলা

গেঁথে তোলা ছিল পৌলের কৌশলের তৃতীয় উপাদান। সাধারণত পৌল একটি স্থানে কয়েক মাস প্রচার করেছেন এবং সংগঠিত লোক-মন্ডলী যখন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তখন তাদের রেখে এগিয়ে গেছেন। কোন কোন মন্ডলীতে তিনি পরিচর্যাকারী ভক্তদের গেঁথে তোলার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাচীনদের রেখে গেছেন। এই প্রক্রিয়ায় গুরুতর ঝুকির সম্ভাবনা থাকত, কিন্তু খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মার উপর পৌলের এতই বিশ্বাস ছিল যে তিনি এইসব ঝুকি নিতে সঙ্কুচিত হন নি। অধিকাংশ সময় পৌল নতুন মন্ডলীগুলো এবং প্রাচীনবর্গকে সুসমাচার শিক্ষার সরল পদ্ধতি, **তত্ত্বাবধান বা পালকীয় দায়িত্ব** এবং দুটি অধ্যাদেশ বিষয়ে শিক্ষা দানে পরিপক্ক করে এগিয়ে যেতেন। (সম্পূরক অংশ দেখুন, **জলে বাপ্তিস্ম** এবং প্রভুর ভোজ- পৃষ্ঠা ১৮৮- ১৯১) তবে সমবেত বা সভাস্ত হবার বিষয়ে তিনি কোন মডেল/ সাধারণ শিক্ষা দেন নি।

পৌল অতি সাধারণ লোকদের শিক্ষা দিতেন, এমন অনেক লোক ছিল যারা পড়তে পারত না, তাদের কাছে তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে এবং প্রথম প্রেরিতগণের স্ব-চোক্ষে দেখা ও নিজ কানে শোনা সাক্ষ্যগুলো তুলে ধরতেন। সহজভাবে এবং সাহসের সাথে সুসমাচার শিক্ষা দেওয়াই ছিল তার প্রচারের শক্তি। তার জীবনকালেই মন্ডলী নিজে থেকে চিন্তা করতে, বলতে এবং পরিচর্যা করার সামর্থ লাভ করেছিল, যদিও তখনও তাদের পরিচালনা এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল। তিনি প্রাচীনদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক গুনাবলিসম্পন্ন করে মন্ডলীতে রেখে যেতেন যেন তারা ভক্তগণকে পরিচর্যা ক্ষেত্রের জন্য গেঁথে তুলতে পারেন। (ইফিষীয় ৪: ১১-১২)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বর্তমান মন্ডলীগুলো মন্ডলীর সংগঠক কিম্বা সেখানে পরিচর্যাকারী 'একক পালকের' উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। প্রায়ই নতুন বিশ্বাসীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একজন পালক বা প্রচারকের উপর নির্ভর করে থাকে। পৌল যে সময়ে মন্ডলীগুলোকে রেখে এগিয়ে যেতেন, মন্ডলীর নেতৃবর্গ তখন তাদের যথার্থ দায়িত্ব পালনের সুযোগের দিকে এক ধাপ এগিয়ে আসতেন, তারা নিজেরা বুঝতে পারতেন যে পৌলের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে বৃদ্ধি পাওয়া কখনও সম্ভব নয়।

বর্তমানে আমরা বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মার দেওয়া দানগুলো ব্যবহার কারার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি না। আমরা নেতাদের বুদ্ধিগত যোগ্যতাকে অধিক প্রাধান্য দেই এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কৃত্রিম মানদন্ডের উপর নির্ভর করি। এমনকি এই যুগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচর্যা এবং নেতৃত্বের জন্য পার্থিব এই মানদন্ডগুলোকে অপরিহার্য যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নতুন মন্ডলীর উচিৎ স্বাবলম্বি হওয়া এবং আরও অধিক গুরুত্ব সহকারে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়া। বর্তমানে কোন মিশনারী যদি পৌলের মত করে মন্ডলী সংগঠন করে, তার পদ্ধতিকে হয়ত নিষ্ফল এবং বেপরোয়া কাজ বলা হবে। তথাপি বাস্তবতা কিন্তু পরিষ্কার; পৃথিবীর ইতিহাসে পৌল ছিলেন সবচেয়ে সফল মন্ডলী সংগঠক।

প্রসারণ

পরিশেষে, পৌলের প্রসারণ কৌশল ছিল পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের ফল (প্রেরিত ১৩:১-৪)। এটি খুব চমৎকার বিষয় যে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে সুসমাচার কিভাবে যিরূশালেম থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই নতুন বিশ্বাসীরা প্রকৃতভাবে, আমরা বলতে পরি "অতিপ্রকৃতভাবে," সুসমাচার প্রচারক হয়েছিল। কেন? কারণ প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনায় আমরা দেখি যে লোকেরা পবিত্র আত্মা লাভ করে অন্যদেরকে যীশুর পরিত্রাণের সুখবর জানানোর জন্য উৎসাহি হয়ে উঠলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হেইস্ট্যাক থেকে শুরু করে গ্রেইট এ্যাওয়েকেনিংস্,

ওয়েল্‌শ অথবা দক্ষিণ কোরিয়া'র মহা-জাগরণ গুলো মহান আদেশের প্রতি বাধ্যতা এবং সুসমাচার প্রচারের কারনে ঘটেছিল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যেহেতু আমরা যে আত্মাকে লাভ করি তিনি মিশনারী আত্মা- যীশুর আত্মা যিনি হারানো পুত্রদের মুক্ত করে পিতার কাছে নিয়ে যেতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। আমরা প্রেরিত পুস্তক থেকে শিখব কিভাবে গালাতীয়ায় মন্ডলীগুলো বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য মাকিদনিয়া এবং আখায়া থেকে থিষলনীকী, এবং সুসমাচার ইফিষ থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে ছড়িয়ে গিয়েছিল (১ থিষলনীকীয় ১: ৫-৯)।

পৌল স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের আত্মার গুরুত্ব বুঝতে পরিচালনা দান করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য খ্রীষ্টের মনোভাব প্রকাশকারী একটি উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। পৌলের প্রেরণা ছিল যে তার হৃদয়ে বসবাসকারী খ্রীষ্টের আত্মা তাঁর ক্ষমতা এবং চেতনায় মন্ডলীকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবেন। আমার বিশ্বাস, মন্ডলীর ভিত্তি যদি ঠিক ভাবে গঠিত না হয়, তবে মন্ডলীর প্রচারমুখি আত্মা নিবে যায় এবং তা একটি অচল মন্ডলীতে পরিণত হয়। এই কারণে বাধ্যতামূলক ভাবে এটি পৌলের প্রমাণিত আদর্শ এবং প্রশিক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; আমাদের বলা হয়েছে পৌলকে অনুকরণ করতে যেভাবে তিনি খ্রীষ্টকে অনুসরন করেছেন (১ করিন্থীয় ১১:১)।

বর্তমানের অধিকাংশ মন্ডলী, প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত প্রাথমিক মন্ডলীগুলোর তুলনায় নিশ্চল এবং দুর্বল। এযুগের মন্ডলী এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে সমস্যার অন্যতম তিনটি লক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো। প্রথমে আমরা এই লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করব এবং এরপর সমস্যাগুলোর সমধান খোঁজার জন্য ২১ পৃষ্ঠায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

১. প্রাথমিক মন্ডলীর তুলনায় সমাজে এবং বাইরে এর প্রভাব খুব কম (প্রেরিত ১৭:৬)। বেশির ভাগ মন্ডলী পুনঃউৎপাদনশীল নয়, শিষ্যত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে না এবং প্রাথমিক মন্ডলী যেভাবে প্রভুর বাক্য ছড়িয়ে দিয়েছিল সেরকম করতে ব্যর্থ হচ্ছে (প্রেরিত ৬:৭)। ১৬ পৃষ্ঠার মনচিত্রটি পুনরায় দেখুন এবং ভৌগলিক ভাবে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ার অগ্রগতির সাথে উল্লেখিত তারিখগুলো লক্ষ্য করুন।

২. আমরা সত্যিকারের লোক-মন্ডলী সংগঠন করতে ব্যর্থ হয়েছি। পশ্চিমা দেশগুলোর বাইরে, অধিকাংশ দেশে খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে একটি বিদেশি বা পশ্চিমা ধর্ম বলে মনে করা হয়। নিচের ডায়াগ্রামে এই সমস্যাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক যিহুদী মন্ডলীর যিহুদীরা চেয়েছিল পরজাতীয়রা যেন রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করার জন্য যিহুদী হয়। একই ভাবে বর্তমান পশ্চিমা মন্ডলীর প্রেক্ষাপটে, গুটিকতক মিশনারী ইচ্ছাকৃত ভাবে, কিম্বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, নতুন বিশ্বাসীদের মন্ডলী বা রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতি অনুশিলনে প্রলোভিত করে। (পরবর্তী পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দেখুন।)

ব্যাখ্যা: প্রাথমিক মন্ডলীর সময়ে মন্ডলী বা রাজ্যভুক্ত হবার জন্য পরজাতীয়দের যিহুদী হবার বিষয়ে পৌল কঠোর দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। যেসব মতাদর্শ অনুগ্রহের সুসমাচার বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে তা ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন কেবলমাত্র খ্রীষ্টে "বিশ্বাস"ই যেকোন ব্যক্তিকে তাঁর রাজ্যে প্রবেশের যোগ্য করে তোলে। অনুগ্রহের উপর পৌলের দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে সুসমাচারের বীজ যিহুদী প্রেক্ষাপট থেকে পরজাতীয়দের প্রেক্ষাপটে সরিয়ে এনেছিল। (গালাতীয় ১: ৬-৯)। বর্তমানে, এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সুসমাচারের বয়স শত বছরেরও বেশি অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও তা তাদের স্বদেশীয় হয়ে ওঠেনি।

অতএব, বিশুদ্ধ সুসমাচারের প্রতি পৌলের দৃঢ় অবস্থানের ফলস্বরূপ, সুসমাচার যিরূশালেমের যিহুদী প্রেক্ষাপট থেকে বেড়িয়ে পৃথিবীর সকল জাতির কাছে দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল। আবারও ১৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র আর তারিখগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। আধুনিক সময়ের মিশন অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং যত্নের সাথে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, অথবা একটু আভাষ দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছে যে মন্ডলীর মত মন্ডলী হবার জন্য নতুন বিশ্বাসীদের অবশ্যই পশ্চিমা মন্ডলীর মত হওয়া চাই। যদিও সদাপ্রভু আধুনিক সময়ের মিশনগুলোকে ব্যবহার করেছেন এবং করে চলছেন, তথাপি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং পদ্ধতি লোক-মন্ডলী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক আকারে বাধা সৃষ্টি করছে।

৩. তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মন্ডলী এবং মিশনগুলো আত্ম-টেকসই নয়। অনেকেই তাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলো পূরণ না করতে পেরে বৈদেশিক সাহায্য ও সম্পদের জন্য আবেদন করে। একটি অবাস্তব এবং বাইবেল বহির্ভূত আশঙ্কা বিরাজমান আছে যে বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিত তাদের মন্ডলী এবং প্রচারকাজ যেকোন সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে। নিচের ডায়াগ্রামে ইউএসএ এবং এশিয়ার একটি উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে, যা অর্থের উপর নির্ভরতার চিত্র প্রকাশ করে। আমরা আপনাকে গুরুত্বের সাথে ১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠার, **"দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি"** নামক সম্পূরক অংশ অধ্যায়ন করার পরামর্শ দিচ্ছি।

ছবিতে যেমন দেখছেন, যখন কোন পরিচর্যা, প্রচারকাজ বা মন্ডলী অর্থের উপর নির্ভর করে গঠিত হয়, তখন অর্থই তার জীবন-সঞ্চালক হয়ে উঠতে পারে। একারণে অর্থ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে পরিচর্যা কাজও বন্ধ হয়ে যায়। অর্থ তখন পবিত্র আত্মার বিকল্প হয়ে ওঠে ফলে ঈশ্বরের পরাক্রমী শক্তি ক্ষমতাহীন ও অকার্যকর হয়ে যায়। মন্ডলী পবিত্র আত্মার সাথে যুক্ত থাকলে অপ্রতিরোধ্য, আত্ম-টেকসই এবং একটি পরাক্রমী বাহিনী হয়ে ওঠে এবং নরকের শক্তি তাকে আটকাতে পারে না (মথি ১৬: ১৮)। নোট: এই কোর্সটির একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো আপনাকে খ্রীষ্টের পথে ফিরিয়ে আনা, পবিত্র আত্মা এবং প্রেরিতদের পথে চলতে শেখানো যেন বর্তমান সময়ের মন্ডলী এই ধরনের পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর মত সমগ্র পৃথিবীতে চলতে পারে। থিষলনীকীয় মন্ডলীর কাছে প্রেরিত পৌলের এই আকাঙ্খা ছিল যে তারা যেন অবিশ্বাসীদের কাছে আদর্শস্বরূপ হয়ে ওঠে এবং শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা ব্যতীত **"আর কারও উপর নির্ভরশীল হয়ে না থাকে"** (১ থিষলনীকীয় ৪:১২)। মনে রাখবেন, আপনি যদি একটি গতানুগতিক "পশ্চিমা মন্ডলী" সংগঠন করতে চান, তবে আপনার অর্থের প্রয়োজন পরবে।

প্রাথমিক মন্ডলীর সাথে বর্তমান যুগের মন্ডলীর বৈপরীত্য

এই প্রশ্নগুলো একসাথে আলোচনা করুন (যদি অন্যদের সাথে আলোচনার সুযোগ থাকে) এবং আপনাদের সিদ্ধান্ত শূন্য স্থানে লিখুন। আপনার সমালোচনামূলক চিন্তা এবং জিজ্ঞাসাগুলো উত্থাপন করতে ভীত হবেন না।

১) বর্তমান যুগের অধিকাংশ মন্ডলী কেন প্রাথমিক মন্ডলীর মত প্রভুর বাক্য ছড়িয়ে দিয়ে খ্রীষ্টের জন্য পৃথিবীকে ওলোট-পালট করে অগ্রসর হতে এবং প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না? _____

_____

_____

_____

২) পবিত্র আত্মার অনুপস্থিতিতে আপনার মন্ডলী বা পরিচর্যাকাজ কি চলতে পারতো? যদি চলত তবে কি ধরনের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যেত? _____

_____

_____

৩) কেন আমরা লোক-মন্ডলী এবং পরিচর্যার ক্ষেত্র সংগঠন করে আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারছি না যেমনটি প্রাথমিক যিহুদী মন্ডলী পরজাতীয়দের মধ্যে মন্ডলী সংগঠন করে সেখান থেকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল? _____

_____

_____

_____

_____

৪) কেন বর্তমান কালের সিংহভাগ মন্ডলী, পরিচর্যার ক্ষেত্র এবং প্রচার কাজ পৌলের সংগঠিত মন্ডলীর মত আত্ম-টেকসই হয়ে উঠতে পারছে না? _____

_____

_____

_____

*আমাদের অনেক অনুসন্ধান থাকতে পারে, তথাপি ঈশ্বর বর্তমান যুগে অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন যা মন্ডলীর ইতিহাসে কখনো **হয়নি**। কি অসাধারণ সময়ে আমরা বসবাস করছি! বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে বৃহৎ পরিসরে "মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলন" চলছে এবং ঈশ্বর আপনাকেও এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান করছেন। চলুন, সর্বপ্রথমে "মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলন" বিষয়ে ধারণা লাভ করা যাক:*

মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলন হলো স্বজাতীয় শিষ্যত্ব এবং সংগঠক মন্ডলীর ত্বরিত সংখ্যাবৃদ্ধির একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন সুসমাচার প্রচারকদের মধ্য দিয়ে পরিবার, জাতিগোষ্ঠিকে প্রভাবিত করে সাধারণত প্রচারকদের প্রচারসীমার বাইরেও ছড়িয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রৈরিতিক মন্ডলীই নয় কিন্তু আধুনিক যুগে চীনের আন্দোলনও এর একটি উত্তম উদাহরণ। কয়েক বছর আগে চীনে হাডসন টেইলর (১৮৩২-১৯০৫) নামে একজন মিশনারী চীনে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, আর বর্তমানে সেখানে ঈশ্বরের মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলন অসাধারণ গতিতে কোন প্রকার পশ্চিমা প্রভাব ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে। এখন চলুন, মন্ডলী এবং রাজ্যের বৃদ্ধি বিষয়ে বাইবেলীয় শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করি।

প্রথমত, ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ে যীশুর শিক্ষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি এক্ষেত্রে মন্ডলীর নাটকীয় ও অসাধারণ বৃদ্ধি আশা করেন। এরকম অনেকগুলো দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্যতম একটি হলো মথি ১৩: ৩১-৩২ পদে উল্লেখিত সরিষা দানার দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ বীজের মধ্যে সরিষা বীজ সবচেয়ে ছোট, কিন্তু এটি যখন বপন করা হয়, তা বাগানের অন্যান্য গুল্মের (মধ্যম আকারের গাছ) চেয়ে বড় হয়ে ওঠে এবং অধিক বীজ ফলায়। একটি ক্ষুদ্র বীজের পরিণতি হিসেবে একটি বৃহৎ আকৃতির গাছ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে সুসমাচারের বীজ জনগোষ্ঠির লোক-সংস্কৃতি অনুযায়ীই রোপন করতে হবে, যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বার্মার একজন ভাই আমাকে বলেছিলেন যে আমরা বীজের পরিবর্তে টবে রোপিত পুরো ফুল গাছটিই নিয়ে এসেছি। মথি ১৩:৩৩ পদে "বৈশ্বিক চিত্র" তুলে ধরা হয়েছে যেখানে সুসমাচারকে তাড়ী এবং সংস্কৃতিকে ময়দার ডো'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেই সুসমাচাররূপ তাড়ী একটি ময়দার ডো'তে মাখানো হয়েছে আর সেই অল্প পরিমাণ তাড়ীই পুরো ডো'কে তাড়ীময় করে তুলেছে। আমরা ইতিমধ্যে প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত মিশ্র-সংস্কৃতির কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যেখানে দেখানো হয়েছে যে বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে যিহুদী সংস্কৃতির মন্ডলী পরজাতীয়দের সংস্কৃতির মন্ডলীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপি বর্তমানে, শত শত বছর পরে এসেও খ্রীষ্ট ধর্ম একটি বিদেশী কিম্বা পশ্চিমা ধর্মই রয়ে গেল, বিশেষ ভাবে ১০-৪০ জানালার অন্তর্গত দেশগুলোর কাছে (৩১ পৃষ্ঠার ম্যাপ দেখুন), যেখানে অধিকাংশ অনধিকৃত জাতিগোষ্ঠির বসবাস।

খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে যখন বিদেশী বিশ্বাস বা ধর্ম বলে মনে করা হয় তখন সুসমাচারের ছড়িয়ে পড়ার গতি নাটকীয় ভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। তাহলে, আমরা কি করতে পারি? আমরা যা করতে পারি তা হলো, আমাদের যেসব কাজ ঈশ্বরের এই আন্দোলনকে "গতিশীল" করে সেগুলো করতে এবং যেসব কাজ একে বাধাগ্রস্ত করে সেগুলো "রোধ" করতে বা বিরত থাকতে পারি। এই ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের আমরা *"গতিবর্ধক"* এবং *"গতিরোধক"* বলব।

গতিবর্ধক ব্যক্তিরা হলেন মোটর সাইকেল বা গাড়ির গতিবর্ধক বায়ুর চাপের (নাইট্রো গ্যাস) মত; তারা মন্ডলী সংগঠন অথবা মন্ডলী নবায়নের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন, অথবা সেরকম কার্যক্রমের অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তাদের কাজগুলো পরিমাপযোগ্য নাও হতে পারে বা ফল পেতে অনেক সময় লাগতে পারে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে এর ফলাফল হিসেবে একটি শক্তিশালী স্থায়ী মন্ডলী গড়ে ওঠে যার মধ্যে রাজ্যের ফলাফলগুলো বিদ্যমান থাকে। **নোট: এই সহায়ীকার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বাইবেলীয় আবহমানকালের সংস্কৃতি এবং সর্বগ্রাহ্য নীতিমালা ব্যবহার করে মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলনকে গতিশীল এবং টেকসই করে তোলা।** মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলনকে সঞ্চালিত করার জন্য বাইবেলীয় পথ বা উপায় নির্মাণের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হবে যাতে আন্দোলনটি দৃঢ়তার সাথে বাইবেলের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে।

গতিরোধক ব্যক্তিরা হলো গতিবর্ধক বায়ুবিহীন মোটর সাইকেল বা গাড়ির মত; তারা মন্ডলী সংগঠন বা মন্ডলী নবায়নের কার্যক্রম উপস্থাপন করে বা সেকাজে প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন কিছু বাছ-বিচারের মধ্য দিয়ে একটি স্বল্পকাল-স্থায়ী পরিমাপযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করে, কিন্তু ফলবতী মন্ডলী হতে এবং খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থেকে এই আন্দোলনকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে মন্ডলীকে বাধাগ্রস্থ করতে বেশি পছন্দ করে। এর একটি বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় ভিয়েতনামের ক্ষাং জাতিগোষ্ঠির মধ্যে, এবং এই একই ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন যায়গায় ঘটছে। এই পাঠটি আরও ভাল ভাবে বোঝার জন্য ডেভিড গ্যারিসনের মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলন একটি ভাল কেস স্টাডি হিসেবে সাহায্য করতে পারে (**www.newfoundationsinternational.org** প্রশিক্ষণ সহায়ক উপাদান বিনামূলে ডাউনলোড করুন)। নীচে, আমি গতিবর্ধক এবং গতিরোধক উপাদানগুলোর একটি তালিকা দিয়েছি যা আপনার সংস্কৃতির সাথে মিলতে পারে আবার নাও মিলতে পারে তবে আমরা ঈশ্বরের আবহমানকালের সর্বসংস্কৃতিতে গ্রাহ্য নীতিমালাগুলোর সাথে বর্তমান মন্ডলীর সেতুবন্ধন করার জন্য যে চেষ্টা করছি সে বিষয়ে এগুলো আপনাকে চিন্তার খোরাক যোগাবে। (৪২ পৃষ্ঠায় সেতুর ডায়গ্রামটি দেখুন।)

প্রোজেক্ট ক - গতিবর্ধক ও গতিরোধক চিহ্নিতকরণ

আপনার সংস্কৃতি এবং পরিস্থিতির সাথে মানানসই প্রাসঙ্গিক গতিবর্ধক ও গতিরোধক গুলো উল্লেখ করে নিচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুন। আপনার সংস্কৃতি এবং পরিস্থিতির সাথে পরিচিত এমন কোন ব্যক্তির সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারলে আপনার জন্য আরও সহজ হবে। মনে রাখবেন, এই গতিবর্ধক ও গতিরোধক উপাদানগুলো সময় ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। নিজেকে প্রশ্ন করুন: "কোন কোন গতিবর্ধক ও গতিরোধক উপাদানগুলো সুসমাচার প্রচার, পবিত্র আত্মার এই আন্দোলন, মন্ডলী সংগঠন ও নবায়নের কাজ, এবং আমার অবস্থানের চারপাশে স্বজাতীয় কৃষ্টিতে মৌলিক ভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে বা বাধা দিচ্ছে?"

গতিবর্ধক	গতিরোধক
ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্ব ও প্রাচুর্য্যতা	বাইবেল যথেষ্ট নয়
খ্রীষ্টই উচ্চিকৃত হন, মানুষ নয়	মানুষ উচ্চিকৃত হয়
একটি মন্ডলী আরেকটি মন্ডলীকে সংগঠিত করছে	ব্যক্তিবাদী সুসমাচার প্রচারক
পরিচর্যা কাজের "মধ্যে থেকে" প্রশিক্ষণ	পরিচর্যার কাজের "জন্য" প্রশিক্ষণ
স্থানীয়/ স্বদেশী নেতৃত্ব	বিদেশী নেতৃত্ব
আত্মা-টেকসই এবং ঋণ মুক্ত	অর্থ এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল
খ্রীষ্ট, মন্ডলীর মস্তক	পালক, অথবা কোন ব্যক্তি মন্ডলীর মস্তক
স্থানীয় কৃষ্টিগত পরিচিতি	বিদেশী কৃষ্টিগত পরিচিতি
শিষ্য এবং নেতৃবর্গকে প্রেরণ	শিষ্য এবং নেতৃবর্গকে ধরে রাখা
নির্যাতন ও কষ্টভোগ	সহজ, আরাম এবং মনোরম

পবিত্র আত্মা আজকের দিনেও কাজ করে চলছেন এবং তাঁর সাথে কাজ করার জন্য ও এই অসাধারণ অভিযানে যুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন! আপনি আহ্বানে সারা দিচ্ছেন তো? হ্যা ----- না -----?

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি

এই কোর্সের উদ্দেশ্য হলো প্রৈরিতিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও নীতিমালাগুলো তুলে ধরা যা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে অসাধারন ফলপ্রসুতা লাভ করেছিল এবং বর্তমান সময়ের মন্ডলীতে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারা যেন এর ফলস্বরূপ পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠির মধ্যে আমরা আমাদের পিতার গৌরব দেখতে পাই।

এই সহায়ীকাটি সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে আমরা কি অর্জন করতে চাই?

১. **পুনরুদ্ধার:** আমাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করা যেন বাক্যের কর্তৃত্ব ও প্রাচুর্যতার উপর নির্ভর করে পবিত্র আত্মার শাক্তিতে মন্ডলী সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

থামুন: এগোনের আগে, ১৮৪-১৮৭ পৃষ্ঠায় **কিভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হয়** শিরোনামের সম্পূরক অংশটি পড়ুন।

শাস্ত্র বা ঈশ্বরের "বাক্য একাই" আপনার ভিত্তি। এর বাইরে যেকোন কিছুতে আপনি নির্ভর করেন তা আগে হোক বা পড়ে, সর্বনাশ ঘটাবে বা ভেঙ্গে পড়বে। যেহেতে আপনি জেনেছেন ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্যের প্রতি কতটা যত্নশীল, আপনি শুধু দেখবেন যে ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য আপনার আহ্বানের সারাদানের পক্ষে সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে যথেষ্ট কিনা।

পর্যবেক্ষণ: নিচে উল্লেখিত বাইবেল পদ গুলো পড়ুন এবং পর্যবেক্ষণ করুন যে এই সমস্ত পদ থেকে আপনি ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্ব ও প্রাচুর্য্যতা বলতে আপনি কি বুঝেছেন। আপনার অনুসন্ধানগুলো লিখুন কারণ এটি আপনার ব্যক্তি, পারিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইষা ৭:৯-১০ _____

_____

_____

_____

গীতসংহিতা ১৯:৭-১৪ _____

_____

_____

গীতসংহিতা ১১৯:৯-১৬ _____

_____

_____

গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ _____

গীতসংহিতা ১৩৮:২ _____

যিরমিয় ২৩:২৮-২৯ _____

_____

মথি ৪:৪ _____

মথি ২৪:৩৫ _____

লূক ৪:৪, ৮, ১০ _____

যোহন ১:১, ১৪ _____

_____

প্রেরিত ৬:৭ _____

প্রেরিত ১২:২৪ _____

প্রেরিত ১৩:৪৮-৪৯ _____

_____

প্রেরিত ১৯:২০ _____

১ থিষলনীকীয় ২:১৩ _____

২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ _____

_____

ইব্রীয় ৪:১২ _____

১ পিতর ১:২২-২৫ _____

_____

২ পিতর ১:৩-৪ _____

_____

২ পিতর ১:১৯-২১ _____

_____

ধ্যান: এই পদগুলোর উপর ভিত্তি করে, এটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখুন যে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে করতে আপনি কোন চুম্বক নীতিমালা এবং কাজ খুঁজে পেলেন যা যেকোন ব্যক্তি, পরিবার, এবং মন্ডলী যেকোন সময় যে কোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: বর্তমান সময়ে আপনার অভিজ্ঞতায় আপনার জীবন, পরিবার এবং মন্ডলীর সাথে এই বিষয়গুলোর বৈপরীত্য খুঁজে বের করুন।

_____

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার জীবন, পরিবার এবং মন্ডলীতে কি ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার, এবং মন্ডলীতে এই পরিবর্তন গুলো আনতে যাচ্ছেন?

_____

_____

_____

২. **আঁকা** একটি বাইবেলীয় দর্শন আঁকুন যা মন্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করে; না মানুষের কোন পরিকল্পনা নয়, কোন পশ্চিমা পরিকল্পনা নয়, কিন্তু ঈশ্বরেরই পরিকল্পনা। নিচের ডায়াগ্রামটি এই সহায়ীকার ৬টি অধ্যায়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

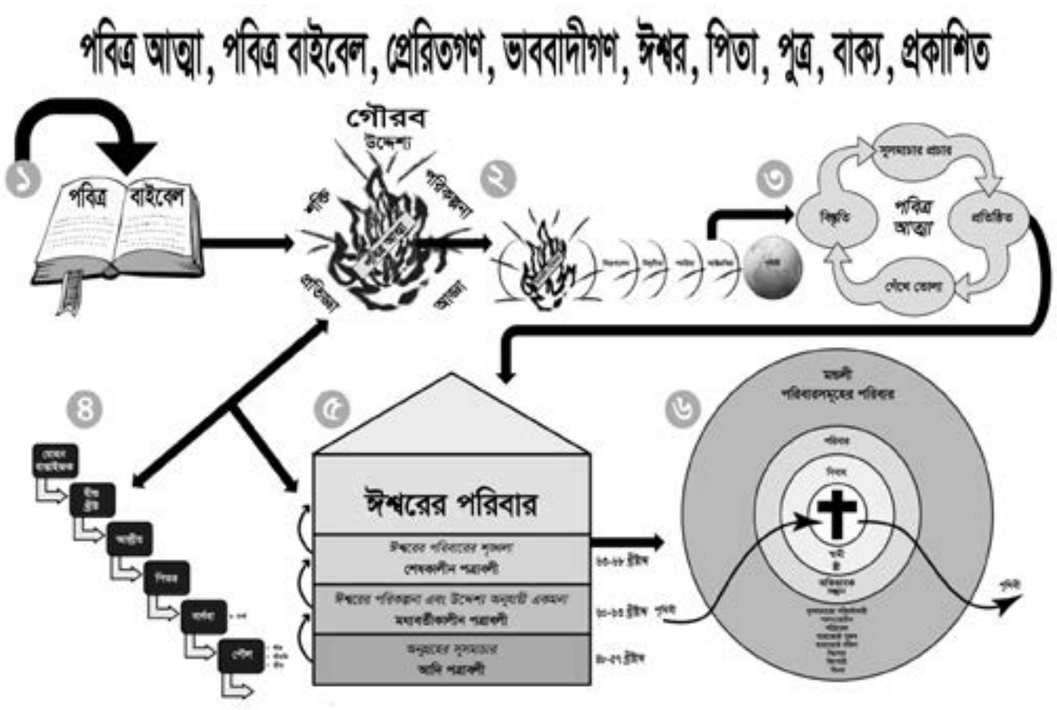

৩. **আরম্ভ** মন্ডলী সংগঠন ও নবায়নের জন্য আপনার নিজস্ব একটি কৌশল তৈরীর কাজ শুরু করে দিন। এই কৌশলটি হবে বাইবেল ভিত্তিক, সরল এবং বাস্তব নীতিমালা নিয়ে গঠিত যা যেকোন সংস্কৃতিতে, যেকোন সময় এবং সমস্ত জায়গায় ব্যবহারযোগ্য। তবে এমন কোন কৌশল তৈরী করবেন না যা মানুষের উপর নির্ভরশীল বা অর্থের জোরে কাজ করে। (২৭ পৃষ্ঠায় #৪ দেখুন)। নিচের ডায়াগ্রামটি ৭ম অধ্যায়ে আপনার চূড়ান্ত প্রজেক্টের জন্য সাহায্য করবে।

৪. ২য় অধ্যায়ের যাত্রা শুরু করার আগে আমরা আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই যেন আপনি প্রথমে ফিরে গিয়ে আপনার ব্যক্তি, বৈবাহিক, পারিবারীক, পরিচর্যা এবং মান্ডলীক জীবনকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের উপরই গঠন করেন। ২৭ নং পৃষ্ঠায় #৩ পড়ুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন এই প্রশিক্ষণের জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার জীবনের একমাত্র কর্তৃত্বকারী হিসেবে মূল্যায়ন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ে আর এগিয়ে যাবার পূর্বে এখনই প্রভুর সাথে সময় কাটান। যত সময়ের প্রয়োজন লাগে নিন। আপনি হয়ত যিহোশূয়র সময়ের কথা স্বরণ করতে পারেন যখন তিনি প্রতিজ্ঞা নিয়ে একা সমস্ত জাতির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন; *"আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব"* (যিহোশূয় ২৪:১৫)। আপনি যদি বাইবেলীয় নীতিমালাগুলোর সাথে একমত হন, তাহলে ১ম অধ্যায়টি পুনরায় ফিরে দেখুন, এবং তার পর ২য় অধ্যায়ের পাঠে এগিয়ে জান।

২য় অধ্যায় শুরু করার পূর্বে ১ম অধ্যায় পুনরায় ফিরে দেখুন এবং নিচের ডায়াগ্রামের যেসব শূন্যস্থানগুলো ফাঁকা আছে সেগুলা পূরণ করুন।

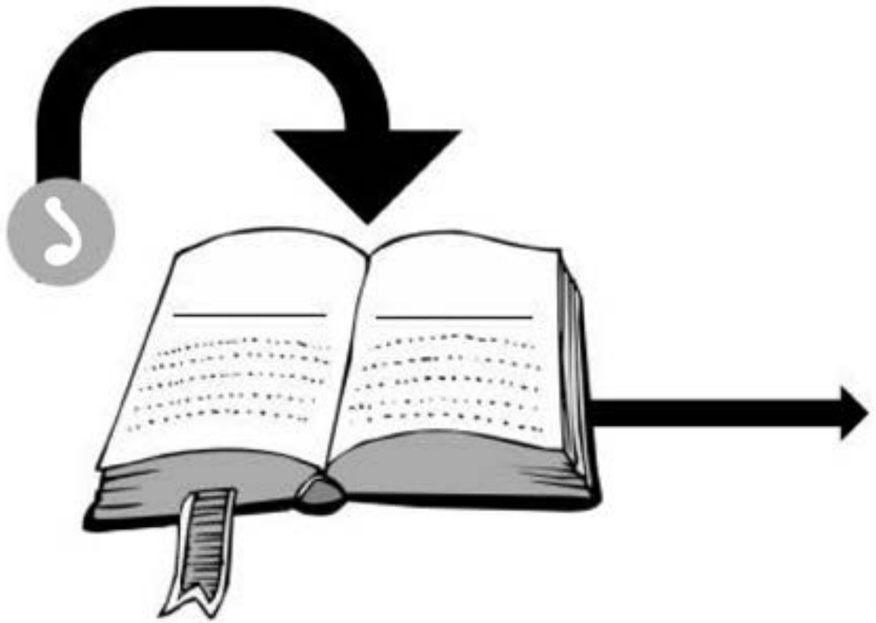

ঈশ্বর ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ এবং ২ পিতর ১:৩-৪ সহ শাস্ত্রের অন্যান্য আরও অনেক অংশে এটি খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে তাঁর বাক্যই আমাদের প্রয়োজন। তাঁর বাক্য একাই একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক যা এই সহায়ীকাটি পড়ে শেষ করতে আপনাকে সাহায্য করবে, তবে এটি বোঝার জন্য শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রয়োজন। প্রেরিত পুস্তকে, ঈশ্বর খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে তিনি পবিত্র আত্মাকে দিয়েছেন; তিনি আর গুপ্ত নন! যোহন ১৪:২৬; ১৬:১৩ পদে যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে *"পবিত্র আত্মা...সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং ...পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন"*। অন্যভাবে বলা যায়, ঈশ্বর আমাদের যা করার জন্য আহ্বান করেছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই আমদের আছে। এই ভিত্তির উপরই আমরা গঠিত হবো। এবারে চলুন ২য় অধ্যায়ে দিকে এগিয়ে গিয়ে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক।

অধ্যায় ২

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য জানুন

ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো তাঁর জ্ঞান ও গৌরব প্রদর্শন করা!

শাস্ত্র প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের মন্ডলীর জন্য তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে। ঈশ্বরের মন্ডলীর চূড়ান্ত লক্ষ্য সুসমাচার প্রচার, মন্ডলী স্থাপন, সংগঠন অথবা প্রসারণ নয় কিন্তু নানাবিধ উপায়ের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয়স্থানে সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিফলিত করা যেন পৃথিবী তাঁর মহিমাপূর্ণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়" (ইফিষীয় ৩:১০, ২১)। সুসমাচার প্রচার, মন্ডলী স্থাপন, সংগঠন এবং প্রসারণ হলো ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও মহিমা প্রদর্শনের "মাধ্যম বা উপায়"। অতএব, আমরা শাস্ত্র থেকে দেখব যে ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো মন্ডলীর মাধ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচার করা এবং সমস্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করা, যেন তারা আনন্দিত হয় এবং আনন্দ সহকারে তাঁর প্রশংসা গান গাইতে পারে (গীত ৬৭:৩-৪)।

প্রজেক্ট খ

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার প্রকাশ

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

ক) ঈশ্বরের উদ্দেশ্য

১. নিচে উল্লেখিত বাইবেল পদগুলোর আলোকে ঈশ্বরের গৌরবের কথা বর্ণনা করুন যেহেতু এটি আপনার জীবন এবং পৃথিবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গণনাপুস্তক ১৪:২১ _____
গীতসংহিতা ৭২:১৯ _____
যিশাইয় ৪৮:১১ _____
হবক্কূক ১:৫; ২:১৪ _____
১ করিন্থীয় ১০:৩১ _____
২ করিন্থীয় ৩:১৮ _____
ইফিষীয় ১:১২, ১৪ _____
কলসীয় ১:২৭ _____
প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩ _____

২. কলসীয় ১:১৬-১৮ অনুসারে সব কিছুর আগে কার প্রাধান্য থাকা উচিৎ?

_____

খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা

মথি ১৬:১৮ পদ অনুসারে ঈশ্বরের "পরিকল্পনা" কি? _____

যে শব্দটি থেকে ইংরেজীতে "চার্চ", অর্থাৎ বাংলায় "মন্ডলী" শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা হলো *"এক্লেশীয়া"*। এই শব্দটি গ্রীক শব্দ *"কালেও"* (ডাকা) থেকে এসেছে, যার পূর্বে *"এক"* (বাইরে থেকে) উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই শব্দের অর্থ দাঁড়ায় লোকদের "আহ্বান করা"। বাইবেলে আরও যেসব শব্দ বা অর্থ দ্বারা মন্ডলীকে বোঝানো হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

ঈশ্বরের আবাস	ইফিষীয় ২:২২
ঈশ্বরের মন্দির	২ করিন্থীয় ৬:১৬
ঈশ্বরের গাঁথনি	১ করিন্থীয় ৩:৯
ঈশ্বরের পরিবার	ইফিষীয় ৩:১৫
ঈশ্বরের গৃহ	১ তিমথীয় ৩:১৫
ঈশ্বরের পাল	প্রেরিত ২০:২৮
মেষশাবকের ভার্য্যা	প্রকাশিত বাক্য ২১:৯
খ্রীষ্টের দেহ	১ করিন্থীয় ১২:১২-১৩

গ) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

১. মথি ১৬:১৮ পদ অনুসারে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা **কি?** _____

২. মথি ২৪:১৪* পদ অনুসারে **কখন** এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করবে? _____

৩. মথি ২৪:১৪* পদ অনুসারে **কিভাবে** এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করবে? _____

*"জাতি" শব্দটি মথি ২৪:১৪ পদে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলত গ্রীক শব্দ *"এথনোস"* বা *"এথনিক"* থেকে এসেছে। "ন্যাশন" বা "জাতি" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো একটি নৃগোষ্ঠী অথবা একটি জনগোষ্ঠী। একটি জনগোষ্ঠীকে এমন একটি গোষ্ঠী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যার মধ্যে ঈশ্বরের সুসমাচার সেই জনগোষ্ঠির ভাষা, সংস্কৃতি এবং পারিবারিক পরিচয়ের মত উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলো জয় করে সহজেই প্রবাহিত হতে পারে।

নিচে আমরা দেখতে পাব যে আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সব জায়গায় ঈশ্বর চেয়েছেন পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে এবং তাঁর প্রশংসা করে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এইসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের প্রশংসা ও আরাধনার মাধ্যমেই পৃথিবী ঈশ্বরের গৌরবময় মহিমায় পূর্ণ হবে। নিচে উল্লেখিত বাইবেল পদগুলো পড়ুন এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন:

আদিপুস্তক ১২:১-৩* _____

গীতসংহিতা ৬৭* _____

হবক্কূক ১:৫; ২:১৪* _____

মথি ২৮:১৯-২০* _____

প্রকাশিত বাক্য ৫:৯; ১৪:৬; ২১:২৪; ২২:১-৫* _____

পৃথিবীর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যাদের কাছে এখন পর্যন্ত সুসমাচার নিয়ে যাওয়া হয়নি সে অঞ্চলটিকে ১০/৪০ জানালা বলা হয়। নিচের ছবিতে আপনি যে আয়তকার উইন্ডো বা জানালা দেখছেন সেটি হল উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার এলাকা যা নিরক্ষীয় অক্ষাংশের ১০ ডিগ্রি উত্তর এবং ৪০ ডিগ্রি উত্তরের মধ্যে। ম্যাপ দেখুন এবং আপনি কোন অঞ্চলে বাস করছেন খুঁজে বের করুন। আপনি কি সেই অঞ্চলেই বাস করছেন যেখানে কাজ করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে আহ্বান করছেন?

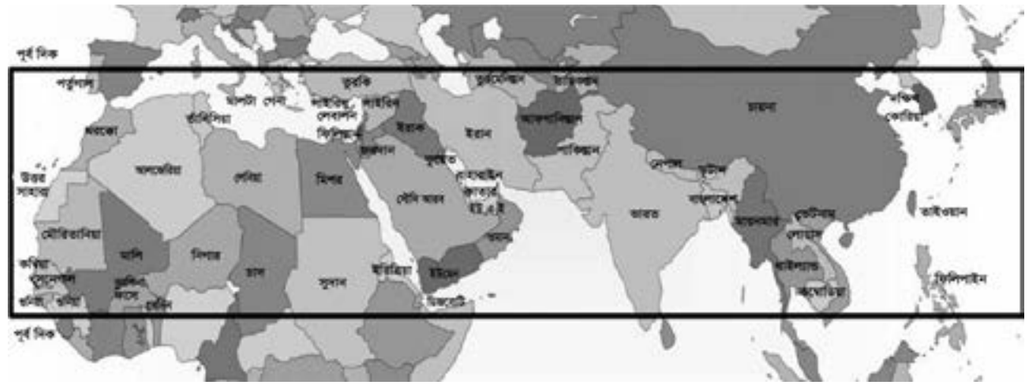

১০/৪০ জানালা পৃথিবীর ১/৩ ভাগ অঞ্চল এবং মোট জনসংখ্যার ২/৩ ভাগ নিয়ে গঠিত। আনুমানিক ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষ ১০/৪০ অঞ্চলের ৫,৮৩২ টি জনগোষ্ঠীতে বাস করে। ১০/৪০ জানালাকে প্রায়ই "প্রতিরোধী বেল্ট" বলা হয় এবং এই অঞ্চলের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম, হিন্দু এবং বৈদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা বাস করে। এখানকার প্রায় ৯৫% লোক সুসমাচার সম্বন্ধে কখনো কিছু শোনে নি। *আরও অধিক তথ্যের জন্য দেখুন **www.joshuaproject.net**.

ঘ) ঈশ্বরের আদেশ

১. মথি ২৮:১৯-২০ পদ অনুসারে আমরা **কখন** ঈশ্বরের আদেশ পালন করব? _____

_____

২. মার্ক ১৬:১৫ পদ অনুসারে ঈশ্বরের আদেশ **কি**? _____

_____

৩. লূক ২৪:৪৬-৪৭ পদ অনুসারে ঈশ্বরের আদেশ **কোথায়** বহন করতে হবে?_____

_____

৪. যোহন ২০:২১ পদ অনুসারে **কিভাবে** ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে? _____

_____

ঙ) ঈশ্বরের শক্তি

১. প্রেরিত ১:৮ পদ অনুসারে ঈশ্বরের শক্তি **কি**? _____

২. প্রেরিত ১:৮ পদ অনুসারে শিষ্যেরা **কখন** এই "শক্তি" লাভ করবে? _____

৩. প্রেরিত ১:৮ পদ অনুসারে শিষ্যেরা এই "শক্তি" লাভ করলে **কেমন** হবে?

_____

৪. প্রেরিত ১:৮ পদ অনুসারে তাঁর শিষ্যেরা **কোথায়** "সাক্ষ্য" হবে? _____

_____

নোট: প্রেরিত ১:৮ পদের আরও আক্ষরিক অনুবাদ এমন হওয়া উচিৎ "তোমরা একই সাথে যিরূশালেমে, একই সাথে যিহূদীয়াও শমরিয়া দেশে, এবং একই সাথে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।" যেহেতু ইংরেজী বাইবেলে "and in" ব্যবহার করা হয়েছে (ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজী বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে) যার অর্থ "একই সাথে বা সামগ্রিক ভাবে" (বাইবেলের আভিধানিক অর্থ)।

৫. প্রেরিত ২:১-৪ পদ অনুসারে **কখন** শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মাকে পাঠানো হয়েছিল?

_____

৬. পবিত্র আত্মাকে **যদি** পঞ্চাশত্তমীর দিনেই পাঠানো হয়ে থাকে, তবে বর্তমান মন্ডলীগুলো কেন এখনো পবিত্র আত্মার যুগের আগের মন্ডলীর মত কাজ করে বা সেরকম দেখায়?_____

_____

৭. এখন উপরের ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করে পাঠগুলো আরেকবার দেখে নেয়া যাক। যেহেতু আমরা শিখেছি যে প্রৈরিতিক মন্ডলীর বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন, সুতরাং পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আমরা যা যা শিখেছি তা কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি?

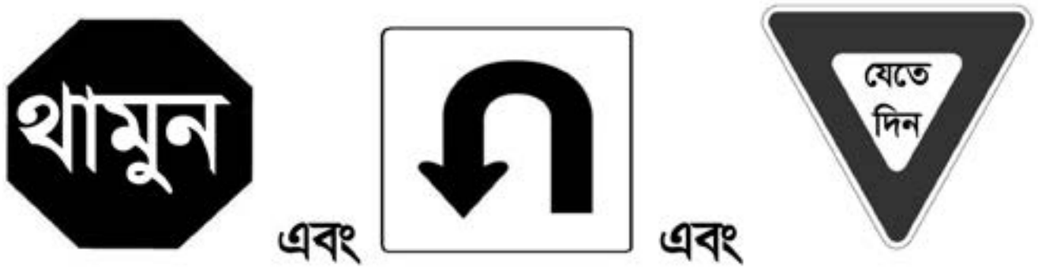

ইউ এস (আমেরিকা) থেকে ভ্রমণ করে আসা একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ইউ এস'এর (আমেরিকার) মন্ডলী এবং পরিচর্যা কাজগুলোর মধ্যে কোন বিষয়টি তাকে অভিভূত করেছে। একটুক্ষানি ভেবে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি অবাক হয়েছি পবিত্র আত্মার শক্তি ছাড়া তারা কত কিছু করতে পারে।" পশ্চিমা মন্ডলীর বিরুদ্ধে এটি কেমন অভিযোগ! আর এক পা এগোনোর আগে আমাদের একানেই থামা উচিৎ যেন আমরা লায়দিকেয়াস্থ মন্ডলীর মত না হই, যারা ভেবেছিল যে তারা ধনী যার কারণে তাদের পবিত্র আত্মাকে প্রয়োজন নেই, তারা বুঝতে পারেনি যে তারা "দুর্ভাগা, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ"। এক্ষুনি প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২ পদ পাঠ করুন। আপনি দেখবেন ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও প্রেরিতদের পথে ফিরে আসার জন্য পথ করে দিয়েছেন। ঠিক এই সময়ে তিনি আপনার হৃদয়ের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং হৃদয় দ্বারে আঘাত করে বার বার ডাকছেন। আপনি যদি ফিরে এসে দরজা খুলে তাঁকে আহ্বান করেন, তিনি আসবেন এবং আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করবেন। আপনি কি এখন তাঁর কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

বলা হয়ে থাকে যে আমরা আমাদের আকাঙ্খার তীব্রতা অনুসারে আমরা ঈশ্বরের অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারি, ঠিক একই ভাবে, আমিও বিশ্বাস করি আমাদের মন্ডলীগুলো প্রৈরিতিক মন্ডলীর মত একাগ্র আকাঙ্খার মাধ্যমে ঈশ্বরের অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম। আপনিও কি মানুষের তৈরীকৃত শষ্য সংগ্রহের একই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে করতে অধৈর্য হয়ে গেছেন? তাহলে এখনই ঘুরে দাঁড়ান! যীশু বলেছেন, " অতএব উদ্যোগী হও, ও মন ফিরাও।" অন্যথায় এটিও একটি মাথা ভারী করার শক্তিহীন ও অকার্যকর শিক্ষা হয়ে উঠবে। যীশু বলেছেন আমাদের হৃদয় থেকে জীবন জলের নদী প্রবাহিত হবে (যোহন ৭:৩৮-৩৯)। পবিত্র আত্মা "সেই শক্তি অনুসারে আমাদের সমস্ত যাঞ্চার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন" (ইফিষীয় ৩:২০)। দয়া করে "আত্মাকে নির্ব্বাণ" করবেন না (১ থিষলনীকীয় ৫:১৯) এবং "ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত" করবেন না (ইফিষীয় ৪:৩০)। তিনি আমাদের জীবন ও পরিচর্যার প্রভু হবার জন্য আমাদের অনুনয় ও মিনতি করছেন।

আপনার ব্যস্ততা এবং ঐতিহ্যগত অনুশীলনগুলোর বিষয়ে সতর্ক হউন (উপরের কার্টুন চিত্রটি খেয়াল করুন); প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করছে (মার্ক ৭:১৩)। আজ নতুন দিন তাই আমরাও আর পুরানো কাপড়ে তালী দেব না, কারণ তালী দিলেও তা ছিঁড়ে যাবে, (মথি ৯:১৬) এবং আরও মন্দ ভাবে ছিদ্র হবে। লোকেরা যেমন পুরানো কুপায় নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না; (মথি ৯:১৭) কারণ রাখলে কুপাগুলো ফেটে যায়, সেখান থেকে দ্রাক্ষারস পড়ে যায়, কুপাগুলো নষ্ট হয়। তাই একটি কাজ করি চলুন, পিছনে ফেলে আসা বিষয়গুলো ভুলে গিয়ে সামনের বিষয়গুলোর জন্য একাগ্র হই (ফিলিপীয় ৩:১৩), অনুতাপ ও পাপ স্বীকার করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুর দেখানো পথে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় একটি নতুন যাত্রা শুরু করি। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করেছিলাম, বর্তমান সময়ের মন্ডলী এবং পরিচর্যা কাজগুলো পবিত্র আত্মার যুগের মত না চলে বরং পবিত্র আত্মার অবতরণের আগের যুগের মন্ডলী ও পরিচর্যা কাজের মত করে চলছে। আমরা খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু, কবরস্ত হওয়া এবং পুনরুত্থান নিয়ে বেশি আলোচনা করি কিন্তু তাঁর স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মার অবতরণের বিষয়টি উপেক্ষা করে যাই। পবিত্র আত্মার শক্তি ব্যতীত কোন আশা নেই, আশা নেই পুনরুত্থানের শক্তির, আশা নেই রুপান্তরের এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ হওয়ার। প্রৈরিতিক মন্ডলীর মত হতে হলে আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বাস অপরিহার্য! **আমরা আমাদের আকাঙ্খার মাত্রানুসারে প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনার মত হতে পারব।** তাই, সাহায্য লাভের জন্য, চলুন ঈশ্বরের বাক্য কি বলে শুনি যেন আমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমী কাজ সম্বন্ধে আরও জানতে পারি। নিচের বাইবেল পদগুলো পড়ুন এবং পবিত্র আত্মার সম্পর্কে আপনি কি শিখলেন তা লিখুন। শুরু করার পূর্বে, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় **কিভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হয়** শিরোনামের সম্পূরক অংশটি আরেকবার দেখে নিলে ভাল হবে।

আদিপুস্তক ১:১-২ (সৃষ্টি) _____

_____

২ রাজাবলি ৬:১৩-১৮ (আত্মিক চোখ) _____

_____

_____

_____

যিহিষ্কেল ৩৬:২৫- ৩৭:১৪ (জীবন) _____

_____

_____

_____

মথি ৩:১১ (আগুন) _____

যোহন ১:৩২-৩৩ (কপোত) _____

_____

যোহন ৩:৩-৮ (বাতাস) _____

_____

যোহন ৭:৩৭-৩৯ (নদী) _____

_____

যোহন ১৪:১২-২৬ (সাহায্যকারী) _____

_____

_____

_____

যোহন ১৬:৭-১৪ (দোষী) _____

_____

_____

_____

প্রেরিত ১:৮ (সাক্ষ্য) _____

_____

প্রেরিত ২:১-৪ (পূর্ণ) _____

_____

_____

_____

প্রেরিত ৫:৩-৪ (ঈশ্বর)_____

_____

প্রেরিত ১৯:১-৬ (গ্রহণ) _____

_____

_____

১ করিন্থীয় ১২:১২-১৩ (বাপ্তায়জিত) _____

_____

ইফিষীয় ১:১৩-১৪ (মুদ্রাঙ্কিত) _____

_____

_____

ইফিষীয় ৩:২০ (শক্তি) _____

_____

রোমীয় ৭ আমি এবং আমাকে কথাটি এখানে কতবার উল্লেখ আছে? _____ এটি আমাদের বিষয়ে কি বলে? (রোমীয় ৭:২১-২৪)?

_____

_____

_____

রোমীয় ৮ পবিত্র আত্মার কথাটি এখানে কতবার উল্লেখ আছে? _____ এটি পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমাদের কি বলে (রোমীয় ৮:৩৭-৩৯)? _____

_____

_____

_____

গালাতীয় ৩:২-৬ (বিশ্বাস) _____

_____

গালাতীয় ৫:১৬-২৫ (জীবিত থাকা এবং পথ চলা) _____

_____

_____

_____

_____

ইফিষীয় ৪:৩০-৩১ (বেদনা) _____

_____

ইফিষীয় ৫:১৮ (পূর্ণ)_____

_____

প্রেরিত ৫:৩২ (বাধ্য) _____

_____

১ থিষলনীকীয় ১:৫-৯ এবং ৫:১৯ (নিভিয়ে ফেলা) _____

_____

_____

_____

_____

প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭ (আহ্বান) _____

_____

ধ্যান: এই পদগুলোর উপর ভিত্তি করে, এটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখুন যে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে করতে আপনি কোন চুম্বক নীতিমালা এবং কাজ খুঁজে পেলেন যা যেকোন ব্যক্তি, পরিবার, এবং মন্ডলী যেকোন সময় যে কোন সংস্কৃতিতে অনুসরণ করতে পারে। (মখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: বর্তমান সময়ে আপনার অভিজ্ঞতায় আপনার জীবন, পরিবার এবং মন্ডলীর সাথে এই বিষয়গুলোর বৈপরীত্য খুঁজে বের করুন। _____

_____

_____

বর্তমানে আপনার জীবন, পরিবার এবং মন্ডলীতে কি ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন?_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার, এবং মন্ডলীতে এই পরিবর্তন গুলো আনতে যাচ্ছেন? _____

_____

_____

_____

অধ্যায় ৩ এ যাওয়ার পূর্বে নিচের ডায়াগ্রামগুলো থেকে অধ্যায় ১ ও ২ আবার দেখে নেওয়া যাক। চেষ্টা করুন আপনি না দেখে সবগুলো শুন্যস্থান পূরণ করতে পারেন কি না:

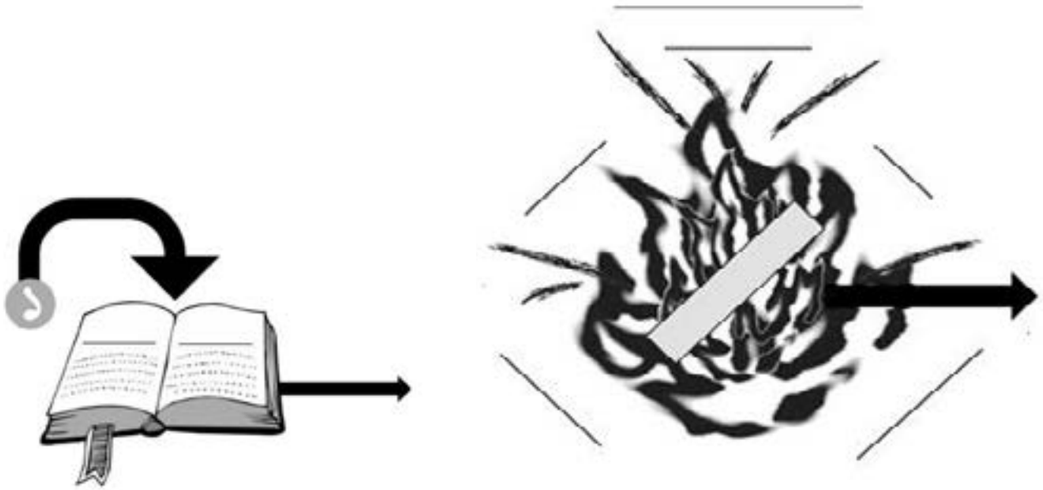

ঈশ্বরের বাক্য এখানে যোহন ৫:১৭-১৯ এবং প্রেরিত ১:৪-৮ পদ সহ শাস্ত্রের আরও অনেক জায়গায় খুব স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছে যে পবিত্র আত্মা ব্যতীত আপনি মূল্যবান কোন কিছুই করতে পারবেন না। ঈশ্বরের বাক্য এবং পবিত্র আত্মা এই সহায়ীকা সমাপ্ত করতে সাহায্য করবে এবং আপনার আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর জোগান দেবে। ঈশ্বরের বাক্যই আপনার দৃঢ় ভিত্তি এবং অপরিবর্তনীয় পবিত্র আত্মাই আপনার শক্তি।

অধ্যায় ৩

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

ঈশ্বরের

পরিকল্পনা বোঝা

পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার উন্মোচন

আমরা জেনেছি যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা হলো স্বর্গীয় স্থানস্থ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা। ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা মন্ডলীর মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ সুসমাচার এবং ঐশ্বরিক নিগুরতত্ত্ব প্রজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে সাধিত হবে।

এখন আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটি যাত্রা শুরু করব। আমরা প্রেরিত পুস্তকে প্রৈরিতিক মন্ডলী স্থাপন এবং বিস্তৃতির বিষয়ে লূকের ঐতিহাসিক রূপরেখার দিকে গভীর মনোযোগ দেব। মন্ডলী কেবলমাত্র জন্মগ্রহণ করেই থেমে থাকে না বরং এটি এমন শক্তিশালী বাহিনীর জন্ম দেয় যা সত্যিকার অর্থে পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দেয় (প্রেরিত ১৭:৬) যা কেউ কখনো সম্ভব হবে বলে কল্পনাও করতে পারে না। সত্যিই এটি একটি অবিস্বরণীয় যাত্রা, তাই স্থির থাকুন কারণ আমরা প্রেরিত পুস্তকের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছি।

মন্ডলীর মধ্য দিয়ে কাজ করার জন্য পবিত্র আত্মার এই অবিশ্বাস্য, রোমাঞ্চকর এবং চ্যালেঞ্জিং যাত্রা শুরু করার পূর্বে, চলুন কিভাবে প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত মূখ্য ও গৌণ নীতিমালাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থগুলো বুঝতে পারি তা আলোচনা করা যাক যেন এটি পড়ার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার প্রজেক্ট গ সম্পন্ন করতে পারি।

মূখ্য ও গৌণ নীতিমালাগুলো বোঝা

যেহেতু আমরা প্রেরিত পুস্তকের মধ্য দিয়ে যাব, তাই আমরা প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনানুযায়ী বহমান সংস্কৃতির (যেকোন সংস্কতিতে প্রয়োগযোগ্য) এবং আবহমান কালের (যেকোন সময়ে প্রয়োগযোগ্য) নীতিমালাগুলো নিয়ে একটি নিরবিচ্ছিন্ন সেতু তৈরী করব যেন "তখন" এবং "এখন" এর মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে এবং খুব সহজেই বর্তমান মন্ডলীতে প্রয়োগ করা যায়। এই নীতিমালাগুলো হলো মূখ্য নীতিমালা বা **কার্যক্রম** যা সংস্কৃতি ও সময় ভেদে অপরিবর্তণীয়। মূখ্য নীতিমালার বিপরীত হলো গৌণ **কাঠামো** যা সংস্কৃতি ও সময় ভেদে পরিবর্তনীয়। প্রেরিত পুস্তকের মূখ্য নীতিমালাগুলো নিয়ে আমরা "তখন" ও "এখন" এর মধ্যে সেতু তৈরী করব যেন বর্তমান সময়ের মন্ডলীতে ব্যাবহার করতে পারি। ৪২ পৃষ্ঠায় ব্রীজের ডায়াগ্রামটি দেখুন।

নিচের ডায়াগ্রামটি মূখ্য ও গৌণ নীতিমালার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করবে। একই সাথে আমরা দেখব লোকেরা প্রকৃতপক্ষে কিভাবে একটি কাঠামোর মধ্যে আটকে যায়, যেখান থেকে সঙ্কটে না পরে বের হওয়া কঠিন। আমরা যখন একটি কাঠামোতে (গৌণ) আটকে যাই, এবং সেখান থেকে বের হতে চাই না, সেটি আমাদের কার্যক্রমগুলোকে (মূখ্য) মেরে ফেলে- বা অন্য ভাবে বলতে গেলে, পবিত্র আত্মার শক্তি ব্যতীত সেগুলো বৃথা। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে অন্যদের সাথে কাজ ও আলোচনা করলে তা আপনাকে শাস্ত্রের মধ্য থেকে সেসব মূখ্য বিষয়গুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এবং প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত বাইবেলীয় শক্তিশালী নীতিমালার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের মন্ডলীর জন্য সেতু তৈরীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

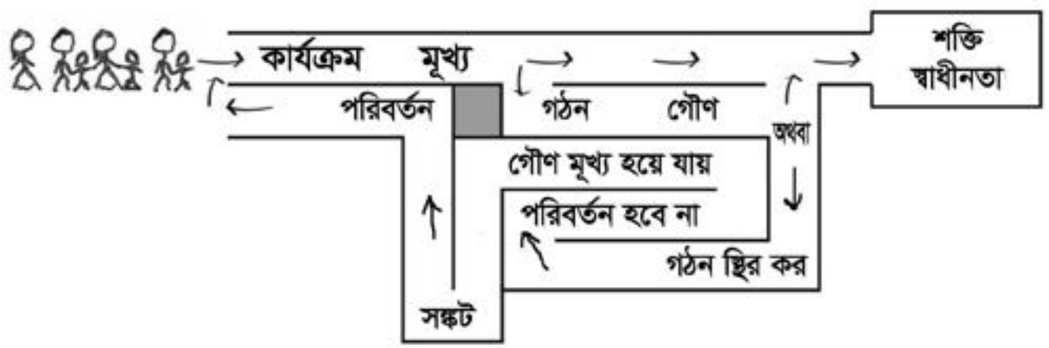

ইব্রীয় ১০:২৪-২৫ পদ পড়ুন এবং মূখ্য (কার্যক্রম) গুলোর সাথে গৌণ (কাঠামোর) পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করুন। উদাহরণস্বরূপ, *"সমবেত হওয়া"* কি মূখ্য নাকি গৌণ? হ্যা, এটি মূখ্য, কিন্তু কিভাবে আমরা সমবেত হচ্ছি, কোথায় মিলিত হচ্ছি, এবং কখন মিলিত হচ্ছি, এগুলো গৌণ। এবার আমি আপনাকে প্রশ্ন করি: মন্ডলী গৃহ কি মূখ্য নাকি গৌণ? "একে অন্যকে উৎসাহিত করা" কি মূখ্য নাকি গৌণ? নিচের তালিকায়, এগুলো যথাযথ বক্সে বসান এবং অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। এগুলো আপনি বিশ্রামবার, সুসমাচার প্রচার, প্রার্থনা, বাপ্তিস্ম, একটি পুলপিট, ট্র্যাক্স, বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত, প্রভুর ভোজ, সেবা ও একে অন্যকে প্রেম করা, ইত্যাদি দিয়ে করতে পারেন। যতগুলো পারেন ততগুলো মূখ্য নীতিমালা ও গৌণ কাঠামো দিয়ে তালিকার কলামগুলো পূর্ণ করুন এবং অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। সতর্ক থাকবেন যে গৌণ (কাঠামো) যেন মূখ্য নীতিমালার সাথে না মিশে যায়, কারণ এগুলো মিশে গেলে আপনি আপনার স্বাধীনতা, আনন্দ এবং শক্তি হারাবেন। নিচের তালিকায় আপনার সুবাধার জন্য উদাহরণ হিসেবে আমি প্রথম দুটো পূর্ণ করে দিয়েছি।

মুখ্য	গৌণ
উদাহরণ: *সমবেত হওয়া*	*রবিবার সকালে মন্ডলী গৃহে মিলিত হওয়া*
উদাহরণ: *প্রার্থনা*	*চোখ বন্ধ করা, হাঁটু গাড়া, লোকচক্ষুর আড়ালে, নির্জণ স্থানে, জনসম্মুখে*

বহমান সংস্কৃতি এবং আবহমান কালের মূখ্য (কার্যক্রম) ও গৌণ (কাঠামো) গুলো পড়া শেষ হলে এবং ঠিক মত বুঝে থাকলে মূল অধ্যায়ে প্রবেশ করুন।

এই পাঠ ও প্রজেক্টগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি শক্তিশালী, বাইবেল ভিত্তিক মন্ডলী স্থাপনের জন্য ঈশ্বরের আবহমানকালের সংস্কতির মূল নীতিমালাগুলো বুঝতে পারবেন। প্রেরিত পুস্তকের সেই অপরিবর্তনশীল মূলনীতিগুলো চিনতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেগুলো যেন কোনভাবেই কাঠামোগুলোর সাথে মিলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনি প্রৈরিতিক মন্ডলীর সাথে বর্তমান মন্ডলীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈপরিত্য খুঁজে বের করবেন যেন বুঝতে পারেন কোন বিষয়গুলো বর্তমান মন্ডলীকে শক্তিশালী বা দুর্বল করে দিতে পারে। এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোথায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন এবং কিভাবে বর্তমান মন্ডলীকে আরও সঠিক ভাবে শাস্ত্রীয় কাঠামোতে আনতে পারবেন। আর তখনই আপনি নতুন ভাবে কাজে নামার জন্য বা বর্তমানে চলমান কাজকে নবায়ন করার জন্য প্রস্তুত হবেন। সেই প্রত্যয় বুকে নিয়ে, চলুন প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত প্রগতিশীল ও রোমাঞ্চকর প্রৈরিতিক মন্ডলীর ইতিহাস থেকে এই মূলনীতিগুলো খুঁজে বের করি।

যাত্রা শুরু করার আগে আরেকটি বিষয়, আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে প্রেরিত পুস্তকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আমরা যা শিখছি তা কিভাবে বর্তমান মন্ডলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। যে সেতুটি প্রেরিত পুস্তকের সাথে বর্তমান সময়ের মন্ডলীকে সংযুক্ত করবে সেটিকে অবশ্যই সকল সময়ের সমস্ত সংস্কৃতিতে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে। চলুন নিচের ডায়াগ্রামটি খেয়াল করি যা প্রৈরিতিক মন্ডলীর সাথে বর্তমান মন্ডলীর যোগসূত্র বা সেতুবন্ধন করার পদ্ধতি বর্ণনা করছে:

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার উন্মোচন

পাঠ ১

মন্ডলীর বিস্তৃতি: যিরূশালেম- প্রেরিত ১:১- ৬:৭

এটি প্রেরিত পুস্তকের ছয়টি অংশের মধ্যে প্রথম ভাগ। এই প্রথম ভাগে, পঞ্চাশত্তমির দিনে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিলেন এবং এভাবে মন্ডলীর জন্ম হয়েছিল। এটি আগুনে স্ফুলিঙ্গের মত ছিল যা যিরূশালেম থেকে শুরু করে যিহূদীয়া ও শমরীয় দেশ এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পরেছিল। প্রথম এ অংশে মূলত যিহূদীরাই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পর্যবেক্ষণ: প্রেরিত **১:১- ৬:৭** পদ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং যিরূশালেম থেকে মন্ডলীর বিস্তৃতি লাভের জন্য যে প্রধান নীতিমালাগুলো ব্যাবহার করা হয়েছিল সেগুলো লিখুন।

প্রেরিত ১:১-১১ _____

_____

প্রেরিত ১:১২-১৪ _____

_____

প্রেরিত ১:১৫-২৬ _____

_____

প্রেরিত ২:১-১৩ _____

_____

প্রেরিত ২:১৪-৪১ _____

_____

প্রেরিত ২:৪২-৪৭ _____

_____

প্রেরিত ৩:১-১০ _____

_____

প্রেরিত ৩:১১-২৬ _____

_____

প্রেরিত ৪:১-২২ _____

_____

প্রেরিত ৪:২৩-৩১ _____

_____

প্রেরিত ৪:৩২-৩৭ _____

_____

প্রেরিত ৫:১-১১ _____

_____

প্রেরিত ৫:১২-১৬ _____

_____

প্রেরিত ৫:১৭-৪২ _____

_____

প্রেরিত ৬:১-৭ _____

_____

পাঠ ২

মন্ডলীর বিস্তৃতি: যিহুদীয় এবং শমরিয়া দেশে- প্রেরিত ৬:৮ -৯:৩১

এটি প্রেরিত পুস্তকের ছয়টি অংশের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ। পবিত্র আত্মা যিরূশালেমে শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিলেন এবং এর ফলে সদ্য জন্ম লাভ করা মন্ডলীকে নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছিল। এই নির্যাতনের ফলে মন্ডলী শমরীয়া দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে যিহুদী মন্ডলী পরজাতীয়দের সাথে মিশে গেল।

পর্যবেক্ষণ: প্রেরিত **৬:৮- ৯:৩১** পদ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং যিরূশালেম থেকে শমরিয়া দেশে মন্ডলীর বিস্তৃতি লাভের জন্য যে প্রধান নীতিমালাগুলো ব্যাবহার করা হয়েছিল সেগুলো লিখুন।

প্রেরিত ৬:৮-১৫ _____

_____

প্রেরিত ৭:১-৬০ _____

_____

_____

প্রেরিত ৮:১-৪০ _____

_____

_____

প্রেরিত ৯:১-১৯ _____

_____

_____

প্রেরিত ৯:২০-৩১ _____

_____

_____

	অধ্যায় ১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মূল নীতিমালা	আপনার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাথমিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত দশটি মূলনীতির তালিকা তৈরী করুন। অধ্যায় এবং পদের নোট লিখুন।									
বৈপরিত্য	বর্তমান মন্ডলীর সাথে এর বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং তুলনা করে দেখুন।									
পরিবর্তন	আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন তা আলোচনা করুন।									
প্রয়োগ	কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?									

মন্ডলীর বিস্তৃতিঃ আন্তিয়খিয়া - প্রেরিত ৯:৩২- ১২:২৪

এটি প্রেরিত পুস্তকের ছয়টি অংশের মধ্যে তৃতীয় ভাগ। নির্যাতনের কারণে মন্ডলী আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মূল নেতৃত্ব এবং পবিত্র আত্মার কাজ যিহুদী ও পিতরের কাছ থেকে পরজাতীয় ও পৌলের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সুসমাচার তখনও প্রচারিত হচ্ছিল এবং দিন দিন বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

পর্যবেক্ষণ: প্রেরিত ৯:৩২ - ১২:২৪ পদ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং আন্তিয়খিয়ায় মন্ডলীর বিস্তৃতি লাভের জন্য যে প্রধান নীতিমালাগুলো ব্যাবহার করা হয়েছিল সেগুলো লিখুন।

প্রেরিত ৯:৩২-৩৫ _____

_____

_____

প্রেরিত ৯:৩৬-৪৩ _____

_____

_____

_____

প্রেরিত ১০:১-৮ _____

_____

_____

অধ্যায় ১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মূল নীতিমালা	আপনার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাথমিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত দশটি মূলনীতির তালিকা তৈরী করুন। অধ্যায় এবং পদের নোট লিখুন।									
বৈপরীত্য	বর্তমান মন্ডলীর সাথে এর বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং তুলনা করে দেখুন।									
পরিবর্তন	আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন তা আলোচনা করুন।									
প্রয়োগ	কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?									

প্রেরিত ১০:৯-১৬

প্রেরিত ১০:১৭-২৩

প্রেরিত ১০:২৪-৩৩

প্রেরিত ১০:৩৪-৪৩

প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮

প্রেরিত ১১:১-৯

প্রেরিত ১১:১০-১৮

প্রেরিত ১১:১৯-২৬

প্রেরিত ১১:২৭-৩০

প্রেরিত ১২:১-৫

প্রেরিত ১২:৬-১৯

প্রেরিত ১২:২০-২৪

অধ্যায় ২	মূল নীতিমালা	বৈপরিত্য	পরিবর্তন	প্রয়োগ
	আপনার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাথমিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত দশটি মূলনীতির তালিকা তৈরী করুন। অধ্যায় এবং পদের নোট লিখুন।	বর্তমান মন্ডলীর সাথে এর বৈপরিত্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং তুলনা করে দেখুন।	আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন তা আলোচনা করুন।	কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

মন্ডলীর বিস্তৃতি: এশিয়া মাইনর - প্রেরিত ১২:২৫- ১৬:৫

এখনে আমরা আন্তিয়খিয়া মন্ডলী স্থাপিত হতে দেখলাম যা মূলত পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচার ছড়িয়ে যাবার কেন্দ্রস্থল ছিল। পবিত্র আত্মা এসময়ে বিশেষত দু'জন ব্যক্তি, পৌল ও বার্ণবাকে এশিয়া মাইনরে পাঠিয়েছিলেন। মন্ডলী প্রতিদিনই বিশ্বাস ও সংখ্যার দিক দিয়ে শক্তিশালী ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

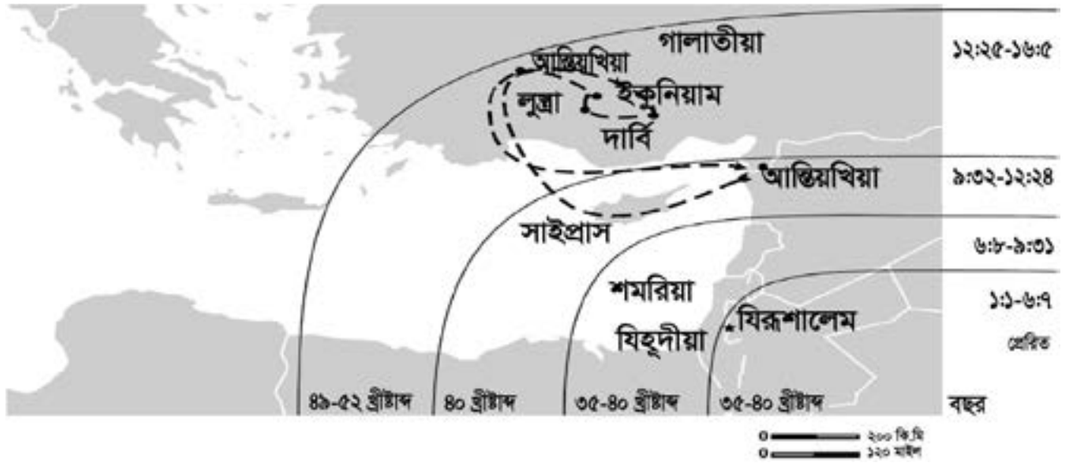

পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রাকে ইঙ্গিত করছে, প্রেরিত ১৩:৪- ১৪:২৮

পর্যবেক্ষণ: প্রেরিত ১২:২৫ - ১৬:৫ পদ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং এশিয়া মাইনরে মন্ডলীর বিস্তৃতি লাভের জন্য যে প্রধান নীতিমালাগুলো ব্যাবহার করা হয়েছিল সেগুলো লিখুন।

প্রেরিত ১২:২৫ - ১৩:৩ _____

প্রেরিত ১৩:৪-১২ _____

প্রেরিত ১৩:১৩-২৫ _____

প্রেরিত ১৩:২৬-৩৪ _____

প্রেরিত ১৩:৩৫-৪১ _____

প্রেরিত ১৩:৪২-৫২ _____

প্রেরিত ১৪:১-৭ _____

প্রেরিত ১৪:৮-১৮ _____

প্রেরিত ১৪:১৯-২৩ _____

প্রেরিত ১৪:২৪-২৮ _____

প্রেরিত ১৫:১-১১ _____

প্রেরিত ১৫:১২-২১ _____

প্রেরিত ১৫:২২-৩৫ _____

প্রেরিত ১৫:৩৬-৪১ _____

প্রেরিত ১৬:১-৫ _____

অধ্যায় ১										
মূল নীতিমালা	আপনার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাথমিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত দশটি মূলনীতির তালিকা তৈরী করুন। অধ্যায় এবং পদের নোট লিখুন।									
বৈপরীত্য	বর্তমান মন্ডলীর সাথে এর বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং তুলনা করে দেখুন।									
পরিবর্তন	আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন তা আলোচনা করুন।									
প্রয়োগ	কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?									

পাঠ ৫

মন্ডলীর বিস্তৃতি: এশিয়া অঞ্চল - প্রেরিত ১৬:৬ - ১৯:২০

এখন আমরা এশিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে মন্ডলী স্থাপনের বিষয়টি দেখব। পবিত্র আত্মা এ অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব গঠন ও মন্ডলীতে প্রাচীনবর্গের নিয়োগের মাধ্যমে মন্ডলীকে শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে প্রেরিতদের প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালনা দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য প্রতিনিয়ত পরাক্রমের সাথে এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল।

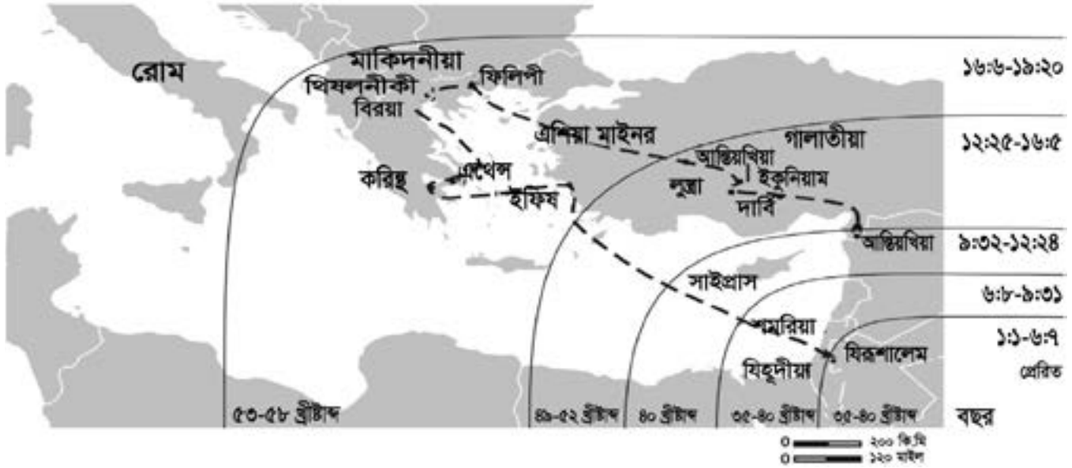

পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রাকে ইঙ্গিত করছে, প্রেরিত ১৫:৩৯-১৮:২২

পর্যবেক্ষণ: প্রেরিত ১৬:৬-১৯:২০ পদ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং এশিয়া অঞ্চলে মন্ডলীর বিস্তৃতি লাভের জন্য যে প্রধান নীতিমালাগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো লিখুন।

প্রেরিত ১৬:৬-১০ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৬:১১-১৫ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৬:১৬-২৪ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৬:২৫-৩৫ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৬:৩৬-৪০

প্রেরিত ১৭:১-৯

প্রেরিত ১৭:১০-১৫

প্রেরিত ১৭:১৬-২১

প্রেরিত ১৭:২২-৩১

প্রেরিত ১৭:৩২-৩৪

প্রেরিত ১৮:১-১৭

প্রেরিত ১৮:১৮-২৩

প্রেরিত ১৮:২৪-২৮

প্রেরিত ১৯:১-১০

প্রেরিত ১৯:১১-২০

অধ্যায় ১	মূল নীতিমালা	বৈপরিত্য	পরিবর্তন	প্রয়োগ
	আপনার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাথমিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত দশটি মূলনীতির তালিকা তৈরী করুন। অধ্যায় এবং পদের নোট লিখুন।	বর্তমান মন্ডলীর সাথে এর বৈপরিত্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং তুলনা করে দেখুন।	আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন তা আলোচনা করুন।	কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

পাঠ ৬

মন্ডলীর বিস্তৃতি: রোম সাম্রাজ্য - প্রেরিত ১৯:২১ - ২৮:৩১

পৌল রোমে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত যাত্রার মধ্য দিয়ে তাকে সেখানে পৌঁছাতে হয়েছিল। ইফিষীয় মন্ডলীর প্রাচীনবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যিরূশালেমে গিয়েছিলেন, আর সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হয়, অতপর তাকে রোমে সম্রাট সিজারের সামনে উপস্থিত করা হয়। সেখানে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দৃঢ়তার সাথে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

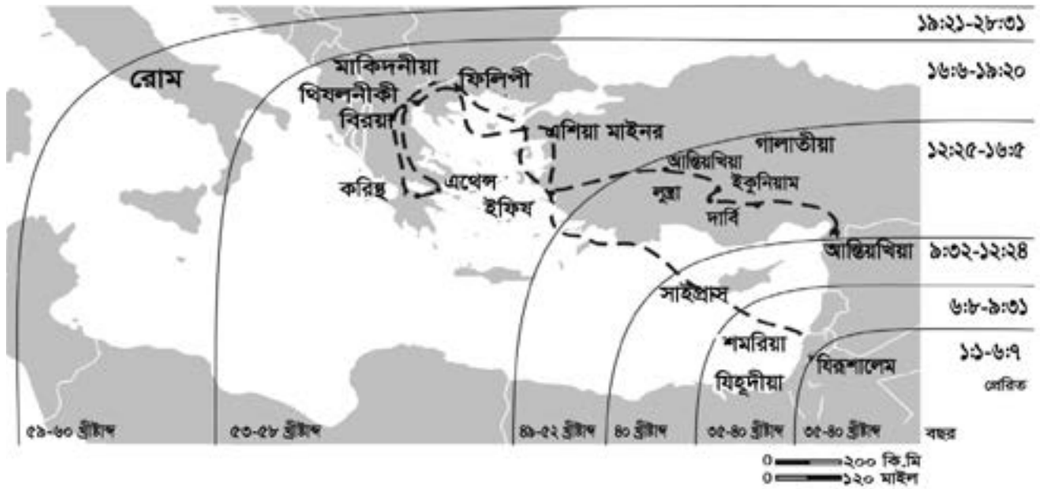

পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রার ইঙ্গিত করেছে, প্রেরিত ১৮:২৩-২১:১৭

পর্যবেক্ষণ: প্রেরিত ১৯:২১ - ২৮:৩১ পদ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং রোমে মন্ডলীর বিস্তৃতি লাভের জন্য যে প্রধান নীতিমালাগুলো ব্যাবহার করা হয়েছিল সেগুলো লিখুন।

প্রেরিত ১৯:২১-৪১ _____

_____

_____

প্রেরিত ২০:১-১৬ _____

_____

প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ _____

_____

_____

প্রেরিত ২১:১-১৬ _____

_____

প্রেরিত ২১:১৭-২৬ _____

_____

প্রেরিত ২১:২৭-৩৬ _____

_____

প্রেরিত ২১:৩৭ - ২২:২১ _____

_____

_____

প্রেরিত ২২:২২-২৯ _____

_____

প্রেরিত ২২:৩০ - ২৩:১১ _____

_____

_____

প্রেরিত ২৩:১২-২২ _____

_____

প্রেরিত ২৩:২৩-৩৫ _____

_____

প্রেরিত ২৪:১-২১ _____

_____

_____

প্রেরিত ২৪:২২ - ২৫:২৭ _____

_____

_____

প্রেরিত ২৬:১-১১ _____

_____

_____

প্রেরিত ২৬:১২-৩২ _____

_____

প্রেরিত ২৭:১ - ২৮:১০ _____

_____

_____

প্রেরিত ২৮:১১-৩১ _____

_____

_____

অধ্যায় ১										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
মূল নীতিমালা আপনার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাথমিক মন্ডলীতে ব্যবহৃত দশটি মূলনীতির তালিকা তৈরী করুন। অধ্যায় এক্স পরের নোট লিখুন।										
বৈশিষ্ট্য বর্তমান মন্ডলীর সাথে এর বৈশিষ্ট্যের নিম্ন আলোচনা করুন এবং তুলনা করে দেখুন।										
পরিবর্তন আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন তা আলোচনা করুন।										
প্রয়োগ কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?										

পাঠ ৭

মন্ডলীর বিস্তৃতি: যিরূশালেম থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত - প্রেরিত পুস্তক

আপনি এমন এক অবিস্মরণীয় যাত্রায় প্রবেশ করেছেন যা সমগ্র ইতিহাসে আগে কখনো ঘটে নি। নিঃসন্দেহে যে বিষয়টি এই যাত্রাকে ভিন্নতার স্বাদযুক্ত করেছে তা হলো পবিত্র আত্মার অবতরণ ও শক্তিশালীকরণ। এই পাঠের জন্য পূর্ববর্তী ছয়টি পাঠ থেকে একটি করে প্রধান নীতিমালা নির্বাচন করুন। মনে রাখবেন যে নীতিমালাগুলো আপনি নির্বাচন করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটি প্রেরিত পুস্তকের বর্ণনানুসারে অনন্য এবং যেকোন সংস্কৃতি ও সময়ে প্রয়োগযোগ্য।

পাঠ ১ - প্রেরিত ১:১ - ৬:৭ মূলনীতি: _____

আলোচনা করুন কেন আপনি এই মূলনীতিটি নির্বাচন করেছেন? _____

_____

_____

পাঠ ২ - প্রেরিত ৬:৮ - ৯:৩১ মূলনীতি: _____

আলোচনা করুন কেন আপনি এই মূলনীতিটি নির্বাচন করেছেন? _____

_____

_____

পাঠ ৩ - প্রেরিত ৯:৩২ - ১২:২৪ মূলনীতি: _____

আলোচনা করুন কেন আপনি এই মূলনীতিটি নির্বাচন করেছেন? _____

_____

_____

পাঠ ৪ - প্রেরিত ১২:২৫ - ১৬:৫ মূলনীতি: _____

আলোচনা করুন কেন আপনি এই মূলনীতিটি নির্বাচন করেছেন? _____

_____

_____

পাঠ ৫ - প্রেরিত ১৬:৬ - ১৯:২০ মূলনীতি: _____

আলোচনা করুন কেন আপনি এই মূলনীতিটি নির্বাচন করেছেন? _____

_____

_____

পাঠ ৬ - প্রেরিত ১৯:২১ - ২৮:৩১ মূলনীতি: _____

আলোচনা করুন কেন আপনি এই মূলনীতিটি নির্বাচন করেছেন? _____

_____

_____

পাঠ ৮

পৌলের প্রচার কাজের কৌশল

পৌল ছিলেন শ্রেষ্ঠ মন্ডলী সংগঠক যিনি জনবসতির প্রাণকেন্দ্রগুলোতে সমৃদ্ধশালী এবং বর্ধণশীল মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। এই মন্ডলীগুলোর দায়িত্ব ছিল তাদের চারপাশের অঞ্চলগুলো সহ দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে মন্ডলী সংগঠন করা। আমরা পূর্বে যেমন আলোচনা করেছিলাম, পৌল প্রধানত তিনটি বাঁধা অতিক্রম করেছিলেন যা মূলত বর্তমান সময়েও মন্ডলী সংগঠনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি এমন আত্ম-টেকসই লোক-মন্ডলী সংগঠন করেছিলেন যারা নিজেরাই বৃদ্ধি পেতে এবং নূতন মন্ডলী সংগঠনের ক্ষেত্রে সক্ষম ছিল।

পর্যবেক্ষণ: নিচের বাইবেল পদগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে পৌলের প্রচার কাজের কৌশল সম্পর্কে আপনি কোন মূল শিক্ষাগুলো খুঁজে পেয়েছেন তা লিখুন।

মথি ১৬:১৮ _____

মথি ২৮:১৯-২০ _____

_____

প্রেরিত ১:৮ _____

_____

প্রেরিত ২:১-৪ _____

_____

প্রেরিত ২:৪২-৪৭ _____

_____

_____

প্রেরিত ১১:২২-২৬ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৩:১-৪ _____

_____

প্রেরিত ১৪:৭ _____

প্রেরিত ১৪:২১ _____

প্রেরিত ১৪:২২ _____

প্রেরিত ১৪:২৩-২৭ _____

_____

রোমীয় ১৫:১৯-২০ _____

_____

আমাদের উদাহরণ: আন্তিয়খিয়া মন্ডলী

একটি সংগঠিত মন্ডলীর বাইবেলীয় চিত্র চিন্তা করতে গেলে আপনি আন্তিয়খিয়ার মন্ডলীগুলোর দিকে তাকাতে পারেন, কারণ সেগুলো সেখান বৃদ্ধি পেয়ে সীমানার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এগুলো নিম্নোল্লিখিত চারটি অতি সহজ ধাপের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

১. বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল **গড়ে উঠেছিল** (যিরূশালেম)-প্রেরিত ২:৩৮:৪৭
২. যিহুদীদের থেকে পরজাতীয়দের কাছে সুসমাচার সম্প্রসারণের **তত্ত্বাবধান করা** (যিরূশালেম থেকে আন্তিয়খিয়া) প্রেরিত ৩-১২

৩. মন্ডলী **সংগঠন** (আন্তিয়খিয়া)- প্রেরিত ১১:১৯-২৬
৪. সিদ্ধ ও পরিপক্ক নেতাদের প্রচার কাজে **প্রেরণ** (আন্তিয়খিয়া থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে)- প্রেরিত ১৩:১-৩

পৌলের পরিকল্পনায় মূলত চারটি ধাপ ছিল

১. **সুসমাচার প্রচার**- প্রশাসনিক/ কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া-রোমীয় ১৫:১৪-২১
   ক. প্রথম ধাপ: শিষ্যদের একটি কেন্দ্রে একত্র করা- প্রেরিত ১১:১৯-২১
   খ. দ্বিতীয় ধাপ: সমাজের কাছে খ্রীষ্টের জীবনকে প্রকাশ করা- প্রেরিত ১১:২৬
২. **সংগঠন করা:** এই সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে একটি মন্ডলী গঠন করা- প্রেরিত ১৪:২২
৩. **গেঁথে তোলা**- শিষ্যদের শিক্ষা দিতে ও গেঁথে তোলার জন্য প্রচীনবর্গকে নিয়োগ প্রদান- প্রেরিত ১৪:২৩
৪. **বিস্তৃতি**- প্রচার কাজে প্রেরণের জন্য সে বিষয়ে পবিত্র আত্মার পরিচালনা শোনা- প্রেরিত ১৩:১-৩; নতুন নতুন উদীয়মান সেবক নেতাদের চিহ্নিত করা এবং গেঁথে তোলা যাদের আমরা প্রেরিত বা মন্ডলী সংগঠক বলে থাকি-প্রেরিত ১৬:১-৫; মন্ডলীর দায়িত্ব প্রাচীনবের্গর উপর সমর্পণ করা-প্রেরিত ২০:১৭-২৮; এবং সেই স্থান ত্যাগ করার পূর্বে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বস্ত নেতা গড়ে তোলার জন্য প্রাচীনবর্গকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা-২ তীমথিয়২:২।

এখানে আপনি মনে মনে চিত্রায়ীত করতে পারবেন যে কিভাবে মন্ডলী এক এক করে চারটি মৌলিক ধাপের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে:

মন্ডলী সংগঠন এবং মন্ডলী নবায়নের সংজ্ঞাকে আপনি এভাবে সারাংশ করতে পারেন:

"মন্ডলী সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো যেখানে কোন মন্ডলী সংগঠিত হয়নি সেখানে নতুন মন্ডলী সংগঠন করা এবং বর্তমান মন্ডলীকে স্বস্থানে শক্তিশালী বা নবায়ন করা।"

পাঠ ৯

আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর কাঠামো

নিচে বেশ কিছু বাইবেলের পদ উল্লেখ করা আছে, এগুলো পড়তে পড়তে আমাদের সামনে কিছু কাঠামোর চিত্র ভেসে উঠবে। নিচের এই পদগুলো আপনাকে এমন কিছু মন্ডলীর চিত্র কল্পনা করতে সাহায্য করবে যেগুলো আপনা-আপনি ভাবেই এইরকম চারটি মৌলিক ধাপ এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল: বিস্তৃতি, সুসমাচার প্রচার, সংগঠন এবং গেঁথে তোলার মাধ্যমে। আপনি শিখতে পারবেন যে কিভাবে তারা একটি সুবিন্যস্ত ও অনুমিত চক্রের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল।

পর্যবেক্ষণ: নিচের বাইবেল পদগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে **পৌলের প্রচার কাজের কৌশল** সম্পর্কে আপনি কোন মূল শিক্ষাগুলো খুঁজে পেয়েছেন তা লিখুন।

বিস্তৃতি

মথি ২৮:১৯ক _____

_____

প্রেরিত ১১:২২-২৪ক _____

_____

_____

প্রেরিত ১৩:১-৩ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৬:১-৪ _____

_____

_____

রোমীয় ১৫:১৯-২০ _____

_____

_____

সুসমাচার প্রচার

মথি ২৮:১৯ _____

_____

_____

মথি ১১:১৯-২১ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৩:৪৭-৪৯ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৪:৫-৭ _____

_____

_____

সংগঠন

মথি ২৮:২০ _____

_____

_____

প্রেরিত ১১:২৫-২৬ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৪:২১-২২ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৬:৪-৫ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৮:২৩ _____

_____

_____

গেঁথে তোলা

প্রেরিত ১৪:২৩ _____

_____

_____

প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ _____

_____

_____

ইফিষীয় ৪:১১-১৪ _____

_____

_____

তীত ১:৫-৯ _____

_____

_____

১ পিতর ৫:১-৫ _____

_____

_____

ধ্যান: এই পদগুলোর উপর ভিত্তি করে, পৌলের প্রচার কাজের কৌশলের চারটি ধাপের বিষয়ে সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে এ বিষয়ে আপনি কোন চুম্বক নীতিমালা এবং কাজ খুঁজে পেয়েছেন যা যেকোন ব্যক্তি, পরিবার, এবং মন্ডলী যেকোন সময় যেকোন সংস্কৃতিতে অনুসরণ করতে পারে সেগুলোও উল্লেখ করুন। (মূলকথা গুলো)

সুসমাচার প্রচার _____

_____

_____

_____

সংগঠন _____

_____

_____

_____

গেঁথে তোলা _____

_____

_____

_____

বিস্তৃতি _____

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের দেওয়া নমুনার প্রকাশ

বাইবেলের পদগুলো পর্যালোচনা করতে করতে আপনি কি কোন নমুনার চিত্র দেখতে পেয়েছেন?

কিভাবে একটি শক্তিশালী মন্ডলী গঠিত হয় তা প্রকাশ করার জন্য একটি সহজ চক্র/ ধাপ আছে:

সুসমাচার প্রচার: এই প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে সহজ ভাবে মানুষের কাছে সুসমাচার পৌছে দিতে ব্যবহৃত হয়।

সংগঠন: এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা সুসমাচারের অনুগ্রহ এবং বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বাসীদের একটি দৃঢ় বা আস্থাপূর্ণ ভিত্তিতে নিয়ে আসে।

গেঁথে তোলা: এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মন্ডলীর মেষদের (সদস্যদের) আত্মিক খাদ্য খাওয়ানো, চড়ানো, এবং দিকনির্দেশনা দেবার জন্য মন্ডলীর প্রাচীনবর্গকে নিয়োগ দান করা হয়।

বিস্তৃতি: এটি একটি সংগঠিত মন্ডলীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, যা সেই মন্ডলীর ভৌগলিক পরিসীমা এবং সমাজকে ছাপিয়ে বহুদূরে সুসমাচারের আলো নিয়ে ছড়িয়ে পরে। এই বৃদ্ধি বা বিস্তৃতি নির্ভর করে **মন্ডলী তার শিষ্যদের ধরে না রেখে কতখানি ছাড়তে পারছে** (প্রেরণ করতে পারছে) তার উপর। চক্রাকারে ঘুরতে থাকা এই পদ্ধতিটি প্রেরিত পুস্তকে বার বার দেখা গেছে।

এই প্রক্রিয়াগুলো এরকম ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হয়:

প্রজেক্ট ঘ

আপনার নিজস্ব কৌশল তৈরী করুন

আমরা বাক্য থেকে অনেকটা শিখেছি। এখন সময় এসেছে বাক্য থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার মূল নীতিমালগুলো নিয়ে অধ্যায়ন করা এবং ঈশ্বর আপনাকে কিভাবে আপনার এলাকায় মন্ডলী সংগঠন করতে বা বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ন করার জন্য ব্যবহার করতে চান তা অনুসন্ধান করা। অধ্যায় ৭ এ আপনার চূড়ান্ত প্রজেক্টটি সম্পন্ন করার পর এই প্রজেক্টের কাজ শুরু হবে। আপনি নিচের শূন্যস্থানগুলোতে আপনার উত্তর লিখে রাখতে পারেন।

১. একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত কৌশল তৈরী করুন যেন যেখানে আদৌ কোন মন্ডলী সংগঠিত হয়নি সেখানে একটি নতুন মন্ডলী সংগঠন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। খেয়াল রাখবেন আপনার কৌশলটি যেন যেকোন সংস্কৃতি এবং সময়ে ব্যবহারের জন্য উপযোগী হয়। ____________________

২. বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ন করতে বা পুনঃসংগঠিত করার জন্য একটি কৌশল তৈরী করুন যেন এটি যেকোন সংস্কৃতি এবং সময়ে ব্যবহার করা যায়। ____________________

৩. প্রেরিত পুস্তক থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার সাথে মিল রেখে "বর্তমান সময়ের" মন্ডলীর জন্য আপনার তৈরী করা নবায়নকরন কৌশলটি আপনি কিভাবে প্রয়োগ করবেন? ____________________

৪. স্থানীয়ভাবে বা নিজ এলাকার বাইরে একটি নতুন মন্ডলী সংগঠন করতে বা বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ন করার জন্য আপনার করণীয় কাজগুলোর বিষয়ে একটি প্রার্থনার তালিকা তৈরী করুন। ____________________

৫. এখন থেকেই ব্যক্তিগত ও দলীয় ভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করুন!

নোট: যেসব বর্তমান মন্ডলীগুলো নতুন মন্ডলী সংগঠন করছে না তাদের নবায়নের জন্য চারটি ধাপের প্রয়োজন এবং একই সাথে কোথায় কোথায় তাদের দুর্বলতা আছে সেগুলোও চিহ্নিত করা দরকার। ঈশ্বরের বাক্যের নীতিমালাগুলো পুনরায় পড়ে নেওয়ার জন্য এটা একটা বিশেষ সুযোগ। পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি মন্ডলীতে নবায়নের প্রয়োজনীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলেন। গালাতীয় মন্ডলীতে যেমন ভ্রান্ত শিক্ষা প্রায়ই "সুসমাচারে সত্য" চুরি করে মন্ডলী সংগঠনের আন্দোলনের শক্তিকে ব্যহত করত, তেমনটি যেন না ঘটতে পারে। যেসব মন্ডলী সঠিকভাবে সংগঠিত হয়নি কিম্বা গেঁথে তোলা হয়নি, সেগুলো "স্বতঃস্ফূর্ত" ভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে ব্যর্থ হয় ঠিক যেমন অবস্থা ঘটেছিল থিষলনীকীয় মন্ডলীর ক্ষেত্রে (১ থিষলনীকীয় ১:২-১০ দেখুন)। এটি মনে রাখা দরকার যে এই ধাপগুলো যেকোন স্থানে সমান ভাবে কাজে লাগতে পারে। এই অধ্যায়ের শিক্ষাগুলোর জন্য আমরা আপনাকে সুচিন্তিত ভাবে প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত করছি।

৪র্থ অধ্যায় যাওয়ার আগে উত্তর না দেখে নিচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করার মাধ্যমে অধ্যায় ১, ২, এবং ৩ পুনরায় পর্যালোচনা করে নিন।

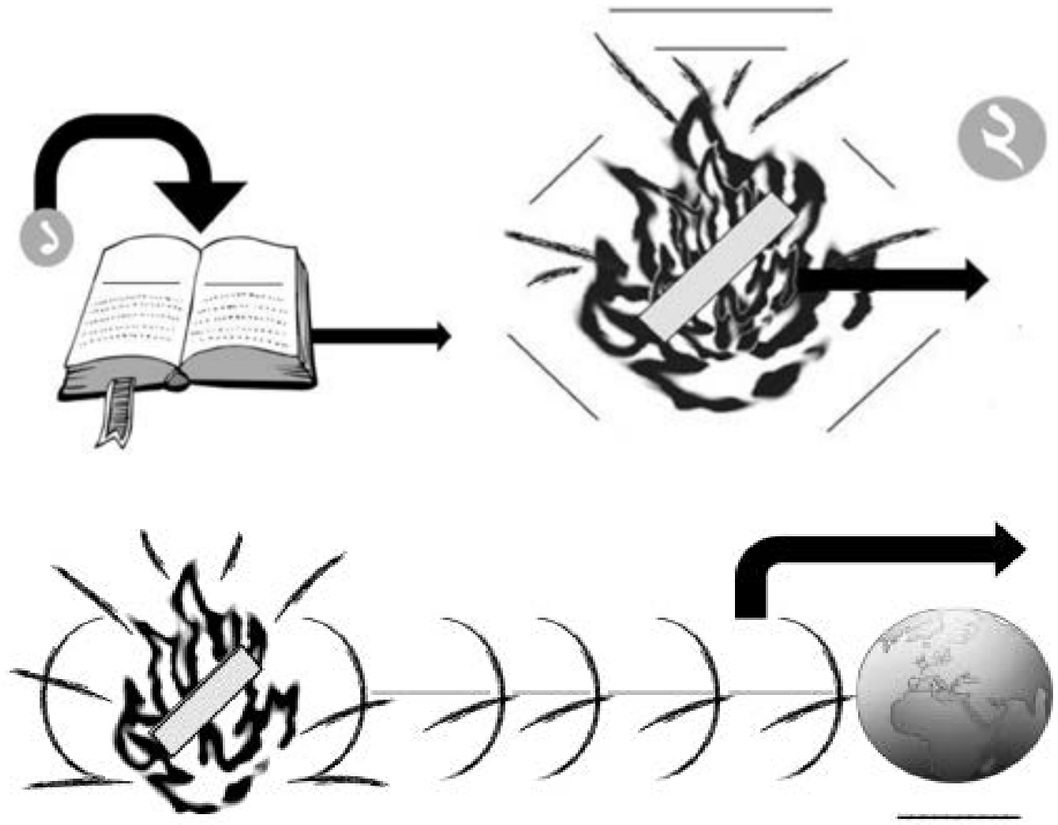

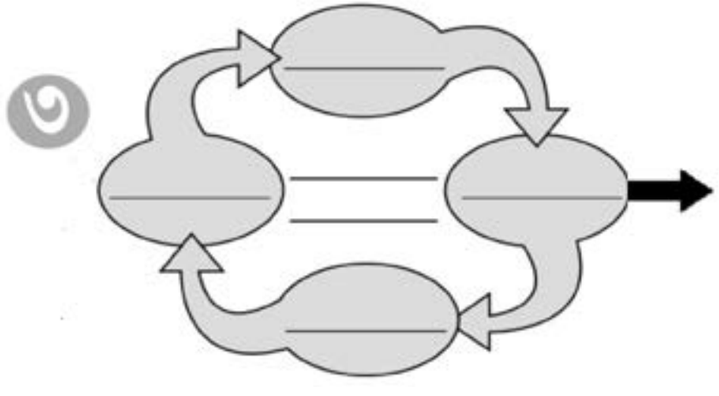

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

মন্ডলীতে বিশ্বস্ত নেতা গড়ে তোলা

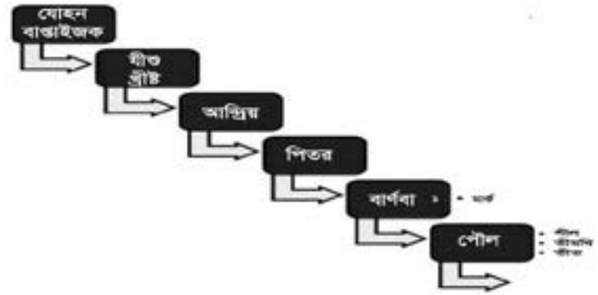

সত্যিকার অর্থে, বর্তমান সময়ের কিছু নেতা, শিষ্যত্ব ও নেতৃত্ব গঠনের জন্য পশ্চিমা মডেলকে যীশু এবং প্রৈরিতিক মন্ডলীর মডেলের চেয়ে উত্তম বলে মনে করেন!

এমন ধারণা যদি না থাকত তবে তারা এতদিনে যীশু এবং প্রেরিতদের শেখানো পথ অনুসরণ করত। আপনি কি বর্তমান সময়ের এমন কাউকে চেনেন যিনি প্রেরিতদের মত এমন গতিশীল ভাবে এগিয়ে গেছেন বা প্রভাব বিস্তার করেছেন, যেমনটি পৌল ১০ বছরে মোট ৩টি প্রচার যাত্রার মাধ্যমে করেছিলেন? সেসময়ে এখনকার মত ভ্রমণ ও প্রযুক্তিগত সুবিধা ছিল না, উচ্চমানের কোন প্রশিক্ষনও ছিল না। প্রৈরিতিক মন্ডলী এবং সেখানকার শিষ্য ও প্রেরিতদের জীবন পর্যালোচনা করুন, পৃথিবীজুড়ে তারা কিরকম প্রভাব রেখেছিল খেয়াল করুন, আমাদের স্বীকার করতেই হবে প্রশিক্ষণের পরও আমরা সেসময়ের তুলনায় ভাল ভাবে কাজ করতে পারছি না। আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করছি সেখানে কিছু সমস্যা আছে। বর্তমনা সময়ের মন্ডলীতে নেতৃত্বের ঘাটতি আরও ভাল ভাবে বোঝার জন্য নিচের তালিকাটি দেখুন এবং ৭০ পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন (Mentor Link International, used by permission)।

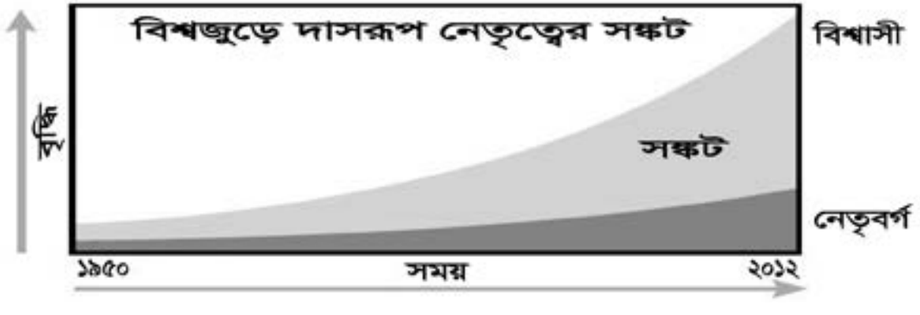

আলোচনার জন্য প্রশ্ন: মন্ডলীর বৃদ্ধির সাথে নেতৃত্বের বৃদ্ধি কেন তাল মিলাতে পারছে না?

_____

_____

_____

কিভাবে আমরা বিশ্বজুড়ে বাইবেল ভিত্তিক নেতাদের এই সমস্ত ঘাটতিগুলো দূর করতে পারি?

_____

_____

_____

পৃথিবীজুড়ে মন্ডলী প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রচারমুখি মন্ডলীতে নেতৃত্বের গঠন এবং নতুন নেতা গড়ে তোলা জরুরী ছিল। সেই কারণে, চলুন আমরা প্রৈরিতিক মন্ডলীর সেই শিষ্যদের কাছে ফিরে যাই যারা খ্রীষ্টের জন্য পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। চলুন সেই ভাববাদীর মধ্য দিয়ে শুরু করা যাক যিনি যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন; আপনি কি তার নাম জানেন? _____| তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন যা প্রাথমিক মন্ডলীতে দাস-রূপ নেতৃত্বের আদর্শের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা বর্তমান সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যোহনের সর্বকালের সর্বগ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের নীতিমালা ছিল যে যেকোন পরিস্থিতিতে যীশুকেই উচ্চিকৃত করতে হবে এবং যোহনকে (আমাদেরকে) নিশেঃষিত হতে হবে (যোহন ৩:৩০)। এরপর, শিষ্য হবার জন্য যীশু যাকে প্রথমে আহ্বান জানিয়েছিলেন? _____ এর পর তিনি তার ভাই পিতরের কাছে গিয়েছিলেন, আর এবাবে বারো জন্য শিষ্য খ্রীষ্টের সাথে থাকার জন্য মনোনীত এবং আহ্বানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যেন যীশু তাদের প্রেরণ করতে পারেন (মার্ক ৩:১৪)।

আন্তিয়খিয়াতে কাকে পাঠানো যায় সে বিষয়ে প্রার্থনা করতে করতে প্রৈরিতিক মন্ডলী বিশ্বাসে এবং আত্মাতে পরিপূর্ণ বার্ণবার নাম খুঁজে পেল, যিনি খুব সম্ভবত পিতরের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন। এটি বার্ণবার মধ্য দিয়ে হয়েছিল, এবং তার্ষ নগরে প্রেরিত পৌল তার সাথে মিলিত হয়েছিলেন, যিনি আন্তিয়খিয়া মন্ডলী সংগঠন করেছিলেন বা শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। আর এই আন্তিয়খিয়া মন্ডলীই সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের এবং প্রচার যাত্রার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল।

আন্দ্রিয়কে যীশুর আহ্বানের মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করব এবং নেতৃত্বের সেই সূত্র ধরে আমরা পিতর ও বার্ণবার বিষয়ে আলোচনা করব যা প্রৈরিতিক মন্ডলীকে যিরূশালেম থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা দেখব প্রেরিত ও প্রাচীনবর্গ কিভাবে মন্ডলী তথা ঈশ্বরের পরিবার থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উঠে এসেছিলেন (২ তীমথিয় ২:২)। আফ্রিকায় প্রচলিত এই প্রবাদটি খেয়াল করুন: **"আমরা যদি দ্রুত এগোতে চাই, আমাদের একা যেতে হবে। আমরা যদি বহুদূর যেতে চাই, তবে একসাথে যেতে হবে।"** নিচের ডায়াগ্রামটি ভাল ভাবে অধ্যায়ন করুন:

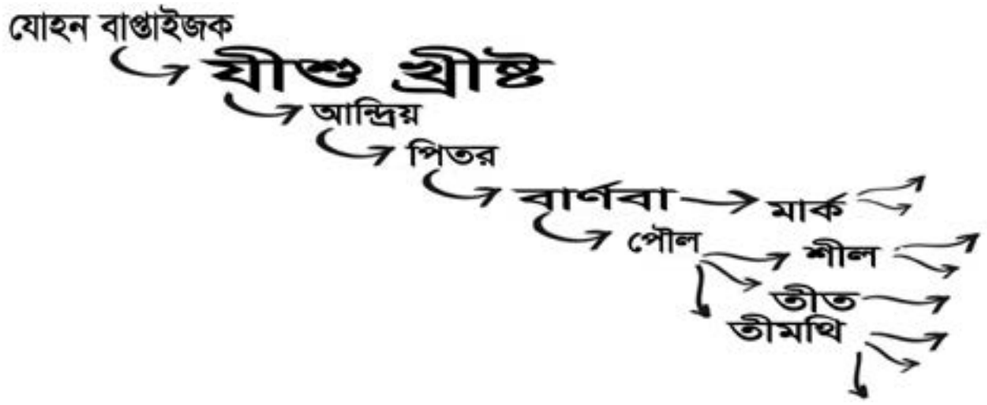

এখন শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে পাঠ ১০-১১ মধ্যে ফিরে চলুন। দেখা যাক সেই সব নেতারা কিভাবে উঠে এসেছিলেন, পরিপক্ক হয়েছিলেন এবং প্রাথমিক মন্ডলীতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আমরা আরও দেখব, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রেরিতরা কিভাবে প্রাচীন বর্গ এবং অন্যান্য প্রেরিতদেকে গড়ে তুলেছিলেন।

অধ্যায় ১০

প্রাথমিক মন্ডলীতে প্রেরিতদের মূল ভূমিকা

১. প্রাথমিক মন্ডলীতে প্রেরিতদের উদয়- প্রেরিত ৪:৩৬- ১১:৩০

দিকনির্দেশনা: পাশের বাইবেল পদগুলোর উপর ভিত্তি করে নিচের শূন্যস্থানে আপনার উত্তর লিখুন।

বার্ণবার চরিত্র ছিল সিদ্ধ (প্রেরিত ৪:৩৬-৩৭; ৯:২৬-২৭)

১. বার্ণবার নাম থেকে আপনি কি শিখেছেন? (৪:৩৬) _____

_____

২. বার্ণবা প্রভুর প্রতি কেমন অনুরক্ত ছিলেন বলে আপনি মনে করেন? (৪:৩৭) _____

_____

৩. কোন বিষয়গুলো ঈঙ্গিত করে যে বার্ণবা ছিলেন কর্তৃত্বের অধীন একজন ব্যক্তি? (৪:৩৭খ) _____

_____

৪. বার্ণবাকে কেন পরিচর্যা কাজের একজন উত্তম সহকর্মী বলা যেতে পারে? (৯:২৬-২৭) _____

_____

_____

যিরূশালেম মন্ডলী বার্ণবাকে প্রেরণ করেছিল (প্রেরিত ১১:১৯-২৩)

৫. কি মনে করেন, যিরূশালেম মন্ডলী বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়াতে কেন পাঠিয়েছিল? (১১:১৯-২৩) _____

_____

_____

৬. আন্তিয়খিয়াতে পৌছানোর পর বার্ণবা কি করেছিলেন? (১১:২৩খ) _____

_____

মন্ডলী সংগঠনের জন্য বার্ণবার যোগ্যতাসমূহ (প্রেরিত ১১:২৪-২৬)

৭. বার্ণবা কেমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? (১১:২৪) _____

_____

৮. ১১:২৪ পদ অনুসারে বার্ণবা কিসে কিসে পরিপূর্ণ ছিলেন? _____ কেন পবিত্র আত্মায় এবং বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হওয়া পরিচর্যার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুন? _____

৯. পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া গুণটি কেন বর্তমানে প্রায় ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হচ্ছে? _____

১০. বার্ণবা ছিলেন বিশ্বাসে পরিপূর্ণ একজন ব্যক্তি। বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকা মানে কি? (১১:২৪) _____

১১. কে বার্ণবাকে সাহায্য করেছিলেন? _____ কেন? (১১:২৫,২৬) _____

১২. বার্ণবা ও পৌল আন্তিয়খিয়াতে কতদিন ছিলেন? _____ সেখানে থেকে তারা কি করেছিলেন? (১১:২৬)

১৩. আন্তিয়খিয়াতে শিষ্যদের প্রথমে কি বলে ডাকা হয়েছিল? (১১:২৬খ) _____ আপনি কি মনে করেন, তাদের কেন খ্রীষ্টীয়ান বলে ডাকা হয়েছিল? _____

আলোচনা: বার্ণবার জীবনের কোন দিকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন যার জন্য যিরূশালেম মন্ডলী তার সেই গুণের জন্য আন্তিয়খিয়া মন্ডলীতে পাঠিয়েছিল? _____

কেন শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রায় সময়ই চরিত্রগত গুণাবলি এবং পবিত্র আত্মা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণতার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়? _____

ধ্যান: এই বাইবেল পদগুলোর উপর ভিত্তি করে, প্রাথমিক মন্ডলীতে প্রেরিতদের কাজ ও ব্যবহৃত মূল নীতিগুলো নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখুন। _____

২. যিরূশালেম মন্ডলী প্রেরিতদের প্রেরণ করেছিল - প্রেরিত ১৩:১-১৪:২৭

প্রেরণ করার জন্য প্রেরিতদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছিল (প্রেরিত ১৩:১-৪)

১. কারা আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর নেতা, ভাববাদী এবং শিক্ষক ছিলেন? (১৩:১) _____

২. এই নেতারা কোথায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করেন? (১৩:১) _____

৩. কি মনে করেন, কোন দু'জন এই দলটির প্রধান নেতা ছিলেন? (১৩:১-২) _____

৪. পবিত্র আত্মা কথা বলার পর তারা কি করেছিলেন? (১৩:২) _____

৫. কে বার্ণবা এবং পৌলকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন? (১৩:২-৪) _____

৬. এই প্রেরণ কাজে কে যুক্ত ছিলেন? (১৩:১-৪) _____

৭. এই প্রেরণ কাজের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন। (১৩:১-৪) _____

প্রেরিতদের একটি কৌশল ছিল (প্রেরিত ১৪:২১-২৭)

৮. শহরে পৌঁছানোর পর প্রেরিতগণ প্রথম কোন কাজটি করেছিলেন? (১৩:৩২, ৩৮; ১৪:৬-৭, ১৫, ২১ক) _____

৯. প্রেরিতদের প্রচারের ফল কি হয়েছিল? (১৪:২১খ) _____

১০. প্রেরিতগণ কেন পিষিদিয়ার লুস্ত্রা, ইকনিয়ে ও আন্তিয়খিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন? (১৪:২২) _____

১১. প্রতিটি মন্ডলীতে কে প্রেরিতদের নিয়োগ করেছিলেন? (১৪:২৩) _____

_____

১২. তারা কিভাবে প্রাচীনদের নিয়োগ করেছিলেন? (১৪:২৩) _____

_____

১৩. প্রেরিতরা কার কাছে তাদের সমর্পণ করেছিলেন (১৪:২৩খ) _____

_____

১৪. প্রচার যাত্রার কাজ সম্পন্ন করে প্রেরিতগণ কোথায় ফিরে গিয়েছিলেন কেন? (১৪:২৬-২৭) _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ধ্যান: এই বাইবেল পদগুলোর উপর ভিত্তি করে, প্রাথমিক মন্ডলীতে প্রেরিতদের কাজ ও ব্যবহৃত মূল নীতিগুলো নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখুন। _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি একটি পরিবর্তন আনবেন যা এই নীতিমালাগুলোর প্রতিফলণ ঘটাবে?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৩. প্রাথমিক মন্ডলীর প্রেরিতরা প্রাচীনদের গেঁথে তুলোছিলেন- প্রেরিত ২০:১৭-৩৮

প্রাচীনদের জন্য পৌলের প্রশিক্ষণ কৌশল (প্রেরিত ২০:১৭-২৬)

১. পৌল ইফিষীয়ের কোথায় বাস করতেন? (২০:১৮) _____

২. পৌল ইফিষীয়দের কিভাবে সেবা করেছিলেন? (২০:১৯) _____

_____

৩. পৌল তাদের কাছে কি প্রচার করেছিলেন? (২০:২০) _____

_____

৪. পৌল তাদের কোথায় শিক্ষা দিয়েছিলেন? (২০:২০) _____

_____

৫. পৌল কি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? (২০:২১) _____

_____

৬. পৌল কোন বিষয়কে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন নি? _____ পৌল কেন তার নিজের জীবনকে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন নি? (২০:২৪)

_____

৭. পৌলের পরিচর্যার উদ্দেশ্য কি ছিল? (২০:২৪) _____

_____

প্রাচীনদের প্রতি পৌলের শিক্ষা (প্রেরিত ২০:২৭-৩২)

৮. পৌল তাদের কাছে কি ঘোষণা করেছিলেন? (২০:২৭) _____

_____

৯. পৌল তাদেরকে কার প্রতি সর্বাগ্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে বলেছিলেন? (২০:২৮) _____

_____

১০. মন্ডলীকে কিসের বিনিময়ে কেন হয়েছে? (২০:২৮খ) _____

তাহলে, মন্ডলীর মালিক/ পালক কে? _____

১১. পৌল চলে গেলে মন্ডলীতে কারা আসবে? (২০:২৯) _____

১২. তারা মন্ডলীর কি করবে? (২০:৩০) _____

_____

১৩. এই কেন্দুয়ারা কোথা থেকে আসবে? (২০:৩০) _____

১৪. পৌল এই প্রাচীনদের কি বলে সতর্ক করেছিলেন? (২০:৩১) _____

১৫. পৌল তাদের কিভাবে সতর্ক করেছিলেন? (২০:৩১) _____

_____

১৬. পৌল তাদের কার এবং কিসের কাছে সমর্পণ করেছিলেন এবং আশ্বস্ত করেছিলেন? (২০:৩২) _____

প্রাচীনদের জন্য পৌলের আদর্শ (প্রেরিত ২০:৩৩-৩৫)

১৭. পৌল কিসের প্রতি লোভ করেন নি? (২০:৩৩, ৩৪) _____

১৮. আপনি কিভাবে বুঝলেন যে পৌল কাজ করতেন? (২০:৩৪) _____

_____

নোট: ২০৯ পৃষ্ঠায় **মন্ডলী সংগঠকদের অর্থনৈতিক সহায়তা** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন।

১৯. কাজের মাধ্যমে পৌল তাদের কি দেখিয়েছিলেন এবং কেন? (২০:৩৫০ _____

_____

প্রাচীনদের সাথে পৌলের সম্পর্ক (প্রেরিত ২০:৩৬-৩৮)

২০. প্রাচীনদের ছেড়ে যাবার পূর্বে পৌল তাদের প্রতি কি করেছিলেন? (২০:৩৬) _____

_____

২১. প্রাচীনদের সাথে পৌলের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। (২০:৩৭-৩৮) _____

_____

আলোচনা: পৌল কত বছর ইফিষীয় মন্ডলীতে ছিলেন? _____ যেহেতু তখন কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না, তাহলে পৌল কিভাবে ইফিষীয়তে এবং প্রৈরিতিক মন্ডলীতে পালক/প্রাচীনদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন? _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

বর্তমান সময়ে কেন প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদমর্যাদা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণগুলোকে ব্যক্তিগত ও সম্পর্ক স্থাপনমূলক প্রশিক্ষণের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য ও আকাঙ্খিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৪. প্রেরিতরা অন্যান্য প্রেরিতদের গড়ে তুলেছিলেন- প্রেরিত ১৬:১-২০:৩১; ১ তীমথিয়; ২ তীমথিয়; তীত

নোট: ২০৫ পৃষ্ঠায় **মন্ডলী সংগঠকদের পরিচর্যার বাইবেলীয়** ব্যাখ্যা নামক সম্পূরক অংশ দেখুন।

পৌল সে সমস্ত প্রেরিতদের বেছে নিয়েছিলেন যারা মন্ডলীতে প্রশিক্ষিত এবং পরীক্ষিত (প্রেরিত ১৬:২-৫)

১. লুস্ত্রায় পৌলের সাথে যে শিষ্যের সাক্ষাত হয়েছিল তার নাম কি? (১৬:১) _____

২. তীমথির বিশ্বাস প্রথমে কোথায় ছিল? (২ তীমথিয় ১:৫) _____

৩. আপনার কি মনে হয়, পৌল কেন তীমথিকে মনোনিত করেছিলেন? (প্রেরিত ১৬:২) _____

_____

৪. তীমথিকে পৌল কি করাতে চেয়েছিলেন? (১৬:৩) _____

_____

৫. পৌল তিমথীকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন? (১৬:৩-৪) _____

_____

৬. এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ফলাফল কি ছিল? (১৬:৫) _____

_____

পৌল একটি দল গঠন করেছিলেন যারা তাকে সাহায্য করবে (প্রেরিত ১৮:২৪-২৮; ২০:৪)

৭. কারা পৌলের সাহায্যকারী ছিলেন? (১৮:২৪-২৮; ২০:৪) _____

_____

_____

৮. তারা কিভাবে নিরাময় শিক্ষা দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিল? (১৮:২৪-২৬) _____

_____

_____

৯. পৃথিবী জুড়ে পরিচর্যা কাজে তাদের কার্যকারীতার প্রভাব ব্যাখ্যা করুণ। (১৮:২৭-২৮) _____

_____

_____

১০. পরিচর্যা কাজের **জন্য** প্রশিক্ষণ এবং পরিচর্যা কাজের **মধ্যে থেকে** প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য কি? (প্রেরিত ২০:৪, ১৮, ৩১) _____

_____

_____

১১. প্রচার কাজে প্রেরণের জন্য যীশু কিভাবে তাঁর শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন? (মার্ক ৩:১৪) _____

_____

পৌলের দিকনির্দেশণা তীমথি এবং তীতের চরিত্রের উপর জোড় দিয়েছিল (১ ও ২ তীমথিয় এবং তীত)

১২. উদাহরণ পাবার জন্য খুব তারাতরি (১ এবং ২ তীমথিয়) পড়ে নিন এবং নেতার গুণাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৌল যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী করুন। _____

_____

_____

_____

১৩. লূক ও বার্ণবার চরিত্রের দিকে ফিরে তাকাই (১ম অংশ, ৭১ পৃষ্ঠা), বার্ণবার যতগুলো চারিত্রিক গুণাবলি খুঁজে পান লিখুন। আপনি জেনে অবাক হবেন যে বাইবেলে তার সম্পর্কে কত কিছু লেখা আছে! _____

_____

_____

_____

পৌল বর্তমান মন্ডলীকে সংগঠিত করতে প্রেরিতদের ব্যবহার করেছিলেন (তীত)

১৪. ক্রীতীতে পৌল কেন তীমথিয়কে রেখে এসেছিলেন? (১:৫) _____

_____

১৫. "আদেশ অনুসারে" বলতে কি বোঝায়? (১:৫-৯) _____

_____

১৬. পৌল তীমথিকে কি শিক্ষা দিতে বলেছিলেন? (২:১) _____

_____

১৭. "নিরাময় শিক্ষা" বা শিক্ষা বলতে পৌল কি বুঝিয়েছেন ব্যাখ্যা করুণ। (২:২) _____

_____

আলোচনা: ২ তীমথিয় ২:২০-২২ পদ অনুসারে পরিচর্যার ক্ষেত্রে নেতাদের চরিত্র কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। _____

_____

_____

_____

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান সময়ের মন্ডলী কেন শিক্ষাগত যোগ্যতাকে চরিত্রীক গুণাবলির চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে? থথ

_____

_____

_____

৫. প্রেরিতদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে (২ তীমথিয় ২:২)

বিশ্বস্ত লোকদের প্রশিক্ষণ প্রদান (২ তীমথিয় ২:২)

১. পৌলের শিক্ষা বহনের দায়িত্ব কোন ধরনের মানুষের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল? (২:২) _____

_____

২. তাদের কি করতে সক্ষম হওয়া উচিৎ? (২:২) _____

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অন্যদের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে? _____

_____

তীমথির দায়িত্ব (২ তীমথিয় ৪:১-৫)

৩. পৌল তীমথিকে কি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন? (৪:১-২) _____

_____

_____

এই দায়িত্ব কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? (৪:৩-৫) _____

_____

_____

পৌলের বিদায় (২ তীমথিয় ৪:৬-১৮)

৪. পৌলের পূর্বজীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? (৪:৬-৭) _____

_____

৫. পৌলের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? (৪:৮) _____

_____

৬. পৌলের শিষ্য, দীমার জীবনে কি ঘটেছিল? (৪:৯-১০) _____

_____

৭. প্রেরিত ১৫:৩৭-৪০ পদে কি ঘটেছিল, এখনে পৌল কেন মার্ককে চেয়েছিলেন? (৪:১১) _____

_____

৮. পৌল আলেকসান্দরের বিষয়টি কিভাবে মিমাংশ করেছিলেন? (৪:১৪-১৫) _____

আলোচনা: এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বিশ্বস্ত নেতাদের প্রশিক্ষণ দেই যে তারা অন্যান্য নেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে?

_____

প্রয়োগ: আপনি এমন কোন বিশ্বস্ত শিষ্যকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যিনি অন্যদের শিক্ষা দিতে পারবেন? যদি না দিয়ে থাকেন, তবে এর কারণ লিখুন। আপনি অবস্যই এ বিষয়টি নিয়ে অবিরত প্রার্থনা করবেন এবং প্রশিক্ষণ দেবার বিষয়ে তীমথির কাছ থেকে শিখবেন _____

_____

_____

ঈশ্বর প্রধান নেতাদের আহ্বান করেন

১) ঈশ্বর সাধারণ লোকদের মনোনীত করেন

ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য জাগতিক জনপ্রিয়তা বা মানদন্ডের বিচারে উচ্চ পর্যায়ের কোন লোককে বেঁছে নেন না। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, যীশু তাঁর পিতার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বারো জন শিষ্যকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে "ধার্মিকতায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত" কোন ব্যক্তিকে বেঁছে নেন নি। প্রকৃতপক্ষে, পুরো বাইবেলের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দানের জন্য ঈশ্বরের মনোনয়নের পদ্ধতি জাগতিক বা মানুষের মনোনয়নের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন।

১. ১ করিন্থীয় ১:২৬ পদ অনুসারে ঈশ্বর কোন ধরনের ভাইদের (বিশ্বাসীদের) আহ্বান করেন নি? _____

_____

২. ১ করিন্থীয় ১:২৭-২৮ পদ অনুসারে ঈশ্বর কাদের মনোনীত করেছেন? _____

_____

_____

৩. ১ করিন্থীয় ১:২৯ পদ অনুসারে ঈশ্বর কেন এই ধরনের লোকদের মনোনয়ন ও আহ্বান করেছেন? _____

_____

৪. বিচারকর্ত্তৃকগণ ৬:১১ পদে প্রভুর স্বর্গদূত যখন গিদিয়োনের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন গিদিয়োন কি করছিলেন? _____

_____

৫. বিচারকর্ত্তৃকগণ ৬:১৫ পদে গিদিয়োন কিভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সারা দিয়েছিলেন? _____

_____

_____

৬. বিচারকর্ত্তৃকগণ ৬:১৬ পদে ঈশ্বর কিভাবে গিদিয়োনকে উত্তর দিয়েছিলেন? _____

_____

৭. বিচারকর্ত্তৃকগণ ৭:২ পদের আলোকে কেন মাত্র ৩২,০০০ লোকই হাজার হাজার মিদিয়নীয় সৈন্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল? _____

৮. বিচারকর্ত্তৃকগণ ৭:৭ পদ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর কতজনকে গিদিয়োনের সাথে যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন?

_____

৮. যাত্রাপুস্তক ৩:১১; ৪:১, ১০, ১৩ পদে ঈশ্বরের আহ্বানের সারাদানে মোশি কোন কোন ধরনের অযুহাত ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন?

_____

_____

_____

_____

_____

৯. যাত্রাপুস্তক ৩:১২; ৪:১১, ১২ পদে ঈশ্বর কিভাবে মোশিকে উত্তর দিয়েছিলেন? _____

_____

_____

_____

১০. ১ শমূয়েল ১৬:৬-১৩ পদ অনুসারে ঈশ্বর কেন দায়ূদের মত একজন মেষপালককে বেঁছে নিয়েছিলেন, যিনি এমনকি যিশয়ের প্রথমজাত পুত্রও ছিলেন না? _____

_____

_____

১১. ঈশ্বরের মনোনয়ন এবং জাগতিক মনোনয়নের মধ্যে পার্থক্য কি (১ শমূয়েল ১৬:৭)? _____

_____

১২. প্রেরিত ৪:১৩ পদ অনুসারে পিতর ও যোহনের বিষয়ে প্রাচীনবর্গ, লেখকগণ, এবং মহাযাজকের ধারণা কেমন ছিল?

_____

১৩. প্রেরিত ৪:১৩ পদ অনুসারে তারা পিতর ও যোহনের সম্বন্ধে কি বুঝতে পেরেছিল? _____

_____

আলোচনা: আপনি কি মনে করেন যে ঈশ্বর বর্তমান সময়েও নেতা হবার জন্য"সাধারণ লোকদের"ই মনোনীত করেন? ___

_____

_____

আপনি কি মনে করেন যে ঈশ্বর সরল, দুর্বল, নিচু পর্যায়ের বা তুচ্ছ লোকদের মনোনীত করেন? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: আপনি কেন মনে করেন যে ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত করেছেন? _____

_____

_____

_____

আপনাকে মনোনয়নের উদ্দেশ্য সফল করতে আপনি কি করছেন? _____

_____

_____

_____

_____

২) ঈশ্বর শক্তিশালী নেতাদের পরীক্ষা করেন

সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর যেসব নেতাদের পরাক্রমের সাথে ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রথমে পরীক্ষিত ও সিদ্ধতা লাভ করতে হয়েছিল। কার্যকারিতা এবং জ্ঞান উপযোগিতা, বিশুদ্ধতা এবং শক্তি পরীক্ষা করার জন্য কোন বিকল্প নয়। আমাদের পরীক্ষা এবং দুর্বলতায় আনন্দ করতে হবে যেন আমরা ঈশ্বারের মহিমার জন্য আরও বেশি শক্তি, বিশুদ্ধতা এবং উপযোগিতা অনুভব করতে পারি।

১. মথি ৩:১৬ পদ অনুসারে বাপ্তিস্মের পর যীশুর উপর কি নেমে এসেছিল? _____

_____

২. বাপ্তিস্মের পর পরই পবিত্র আত্মা যীশুকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন (মথি ৪:১৪)

_____

কেন? _____

৩. প্রান্তরের পরীক্ষায় বিজয় লাভ করার পর মথি ৪:১৭ পদ অনুসারে যীশু কি করতে শুরু করেছিলেন? _____

৪. মোশি সর্বমোট ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। ৪০ বছর মিশরে বৃদ্ধি পাবার পর যাত্রাপুস্তক ২:১০ পদের বর্ণনানুসারে মোশি কেমন ব্যক্তিত্বে প্রবর্তিত হয়েছিলেন? _____

৫. যাত্রাপুস্তক ২:১৫ পদ অনুসারে পরবর্তী ৪০ বছর মোশি কোথায় অতিবাহিত করেছিলেন? _____

কেন? _____

৬. যাত্রাপুস্তক ৩:১ পদে প্রান্তরে থাকাকালীন সময়ে মোশি কি করেছিলেন? _____

_____

৭. মোশির "প্রান্তরে পরীক্ষা"য় উত্তীর্ণ হবার পর, শেষ ৪০ বছর তিনি কিভাবে কাটিয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:১০)?

_____

_____

৮. পিতর কি বলেছিলেন যখন যীশু ঘোষণা করেছিলেন যে তারা সকলে "বিঘ্ন" পাবে (মার্ক ১৪:২৬-৩১)?

_____

_____

৯. মার্ক ১৪:৭২ পদে কি ঘটেছিল যখন পিতর পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন? _____

_____

১০. প্রেরিত ২:৩৮-৪১ পদে পিতরের পরীক্ষা সহ্য করার ফলসরূপ কি ঘটেছিল? _____

_____

_____

_____

১১. ১ থিষলনীকীয় ১:৬ পদ অনুসারে মাকিদনিয়া ও আখায়ার লোকেরা বাক্য কিভাবে গ্রহণ করেছিল? _____

_____

_____

১২. ১ থিষলনীকীয় ১:৭-৮ পদ অনুসারে তাদের পরীক্ষা বা কষ্টের ফলাফল কী ছিল?

_____

_____

_____

১৩. ২ করিন্থীয় ১২:৭ পদ অনুসারে পৌলকে কেন পরীক্ষা করা হয়েছিল? _____

_____

_____

১৪. পৌলের মধ্যে যে "কন্টক" ছিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন। (২ করিন্থীয় ১২:৭) _____

_____

_____

১৫. "কন্টকের" যন্ত্রণা থেকে সুস্থ্য করার বদলে, প্রভু পৌলকে কি দিয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:৯)?

_____

১৬. কোন বিষয়টি ঈশ্বরের ক্ষমতাকে বিশ্বাসীদের মধ্যে নিখুঁত করে তোলে (২ করিন্থীয় ১২:৯)? _____

_____

১৭. অতএব, পৌল কেন তার দুর্বলতা নিয়ে গর্ব করেছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:৯)? _____

_____

১৮. তাহলে, ২ করিন্থীয় ১২:১০ পদ অনুসারে এমন কোন বিষয় ছিল কি যার ফলে পৌল সন্তুষ্ট এমনকি আনন্দিতও ছিলেন? _____

_____

আলোচনা: কি মনে করেন, কেন ঈশ্বর তাঁর দাস-রূপ নেতাদের পরীক্ষা করেন? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: আপনি কি কখনো পরীক্ষিত হয়েছেন? _____ এটি কি আপনাকে আপনার পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছে? _____

এটি কিভাবে আপনাকে প্রস্তুত করেছে? _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৩) ঈশ্বর কার্যকারী নেতাদের প্রস্তুত করেন

পৌলের চারপাশে এমন কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন যারা পরজাতীয়দের কাছে তার সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার সফলতার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। যতজনকে ঈশ্বর পৌলের জীবনে এনেছিলেন প্রত্যেকেই ঈশ্বর ভক্ত এই আদর্শ মন্ডলী সংগঠক এবং নেতার জীবনকে একটি বিশেষ রূপদান করার ক্ষেত্রে কার্যাকারী এবং কৌশলগত ভূমিকা পালন করেছেন। মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়নের কাজে সফলতা আনায়নের জন্য আপনার জীবনেও এরকম ব্যক্তিদের প্রয়োজন রয়েছে যারা আপনার জীবনকে একটি সুন্দর রূপদান করতে পারেন।

১. প্রেরিত ৭:৫৮-৬০ পদের আলোকে স্তিফানের ক্ষমার সাক্ষ্য পৌলের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা রেখেছিল বলে আপনি মনে করেন? _____

_____

_____

২. প্রেরিত ৯:২৬-২৭; ১১:২৫-২৬ পদের আলোকে পৌলের জীবনে বার্ণবার ভূমিকা কি ছিল বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

৩. ২ তীমথিয় ২:২ পদ অনুসারে তীমথির অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা কিভাবে পৌলের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল?

_____

_____

৪. ২ তীমথিয় ৪:১১ পদ অনুসারে মার্ক কিভাবে পৌলের জীবন এবং পরিচর্যা কাজে ভূমিকা রেখেছিলেন? _____

_____

৫. কি মনে করেন, মার্ক কিভাবেই বা পৌলের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলেন কারন এর আগে তো তারা একবার আলাদা হয়ে গিয়েছিল?

৬. আমরা জানি যে লূক প্রেরিত পুস্তক লিখেছিলেন, কিন্তু ২ তীমথিয় ৪:১১ পদ অনুসারে অন্য কোন কারণে আপনি মনে করে যে লূক পৌলের সাথে ছিলেন? _____

_____

৭. ২ তীমথিয় ৪:১০ এবং তীত ১:৫ পদ অনুসারে তীত কিভাবে পৌলকে সাহায্য করেছিলেন? _____

_____

_____

৮. ২ তীমথিয় ৪:১০ পদ অনুসারে পৌল তীমথিকে বলা তার শেষ কথাগুলোতে কেন দিমার কথা উল্লেখ করেছিলেন?

_____

আপনি কি কখনও আপনার কোন শিষ্যকে (প্রিয় অনুসারি) জগতের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? _____

এই কাজটি করার সময় আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল বা কেমন লেগেছে? _____

_____

৯. এমনকি আরও আকর্ষণীয় বিষয় হলো, ২ তীমথিয় ৪:১৪-১৫ পদে কেন আপনি মনে করেন যে এখানে পৌল আলেক্সান্দরের কথা উল্লেখ করেছেন? _____

_____

আলেক্সন্দরের মত এমন কেউ কি আপনার পরিবার বা পরিচর্যা কজে ছিল? _____

আলেকসন্দরের বিষয়টিতে পৌল কিভাবে সমাধান এনেছিলেন? _____

_____

১০. প্রায় সকলেই পৌলকে ত্যাগ করে গিয়েছিল (২ তীমথিয় ১:১৫; ৪:১৬), কিন্তু ২ তীমথিয় ৪:১৭-১৮ পদ পর্যন্ত কে শেষ পর্যন্ত পৌলের সাথে ছিলেন? _____

_____

কেন? _____

পৌল কার কাছ থেকে তার জীবন এবং পরিচর্যা কাজের জন্য সম্মান, মর্যাদা এবং মনোযোগ পেতে চান (৪:১৮খ)?

_____

প্রয়োগ: আপনার জীবনে কি **বার্ণবার** মত কেউ আছে? _____ আপনার জীবনে কেন একজন উৎসাহদাতার প্রয়োজন রয়েছে (প্রেরিত ৪:৩৬; ৯:২৭)? _____

_____

_____

আপনার জীবনে কি **পৌলের** মত কেউ আছে? _____ আপনার জীবনে কেন পৌলের মত একজন সিদ্ধ পরিপক্ক লোকের প্রয়োজন রয়েছে? _____

_____

আপনার জীবনে কি **তীমথির** মত কেউ আছে? _____ আপনার জীবনে কেন তীমথির মত একজন শিষ্যের প্রয়োজন রয়েছে? _____

_____

_____

আপনার জীবনে কি **মার্কের** মত কেউ আছে? _____ মার্কের মত দারকারী একজন ব্যক্তিকে আপনার জীবনে কেন আরেকবার প্রয়োজন? _____

_____

আপনার জীবনে কি **দিমার** মত কেউ আছে? _____ একজন শিষ্যকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আপনি কি শিক্ষা লাভ করতে পারেন? _____

_____

আপনার জীবনে আপনি কি কখনো **আলেকসান্দরের** মত কাউকে পেয়েছিলেন? _____ যারা আপনার ক্ষতি করতে চায় তাদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আপনি পৌলের কাছ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন (২ তীমথিয় ৪:১৪)? _____

_____

_____

সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেও এমনকি কেউ আছেন যার উপর আপনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারেন যে তিনি আপনাকে কখনও ছেড়ে যাবেন না, আপনাকে সর্বদা রক্ষা করবেন এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন? _____

২ তীমথিয় ৪:১৭-১৮ পদ বার বার পড়ুন।

৪) ঈশ্বর দাস-রূপ নেতাদের ব্যবহার করেন

দাস-রূপ নেতৃত্ব বর্তমান সময়ের মন্ডলীর কাছে একটি অপরিচিত ধারণা। এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে মন্ডলী, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে নম্রতম আদর্শের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়েও বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতা লোভীদের মত ক্ষুধার্ত এবং স্বার্থান্বেষী সংগঠনে পরিণত হয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রেই আরও বড় এবং আরও ভাল হওয়ার প্রতিযোগীতায় লেগে আছে। এখন শুনুন ঈশ্বর কি বলছেন। চলুন জানা যাক সত্যিকার অর্থে বাইবেলীয় নেতৃত্ব বলতে কি বোঝায়।

১. যোহন ৩:৩০ পদে যোহন বাপ্তাইজক দাস-রূপ নেতৃত্বের সম্বন্ধে মূলত আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন?

_____

আপনি যদি আজকে থেকে এই বিষয়টি অনুশিলন করেন তবে আপনার জীবন এবং পরিচর্যা কাজ দেখতে কেমন হয়ে উঠবে? _____

_____

_____

_____

২. মথি ১১:২৮-৩০ পদে দাস-রূপ নেতৃত্ব সম্পর্কে যীশুর কাছ থেকে আপনি কি শিক্ষা লাভ করেন? _____

_____

_____

_____

৩. মথি ২০:২৫-২৮; মার্ক ১০:৩৫-৪৫; লূক ২২:২৪-২৭ পদের আলোকে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে কে প্রথম এবং মহান?

_____

_____

_____

এবং যীশু কি কারণে এসেছিলেন (লূক ২২:২৭)? _____

৪. মথি ২৩:১১-১২ পদের আলোকে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? _____

_____

_____

_____

যেসব নেতারা তাদের নিজেদের উচ্চিকৃত করতে চায় তাদের কি দসা ঘটে (২৩:১২)? _____

_____

৫. কেউ যদি প্রথম হতে চায় তবে মথি ৯:৩৫-৩৭ পদ অনুযায়ী তার কি করা প্রয়োজন? _____

_____

ঈশ্বরের নামে কোন শিশুকে গ্রহণ করার বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন (৯:৩৭)? _____

_____

৬. যোহন ১৩:১২-২০ পদ অনুসারে যীশু কেন শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন? _____

_____

আপনি কি কখনো "পা-ধোয়া" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন? _____ বর্তমান সময়ের মন্ডলীতে এখন কেন প্রায়ই এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না? _____

৭. ১ থিষলনীকীয় ২:২-১২ পদ অনুসারে বর্ণনা করুণ, পৌল কিভাবে তাদের মধ্যে বসবাস করতেন? _____

_____

৮. ১ করিন্থীয় ১:২৬-২:৫, পদে ঈশ্বর কাদের আহ্বান করছেন? _____

কেন (১:২৯)? _____

পৌল কি জানবেন বলে মনে মনে স্থির করেছিলেন (২:২)? _____

পৌল তাদের মধ্যে কিভাবে ছিলেন (২:৩-৫)? _____

_____

_____

৯. ফিলিপীয় ২:৩-১১ পদে পৌল কিভাবে দাস-রূপ নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন? _____

_____

_____

পৌলের কার হৃদয় ছিল (২:৫-১১)? _____

খ্রীষ্টের হৃদয় বা মনোভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন _____

_____

_____

১০. ১ পিতর ৫:৫-৭ অনুসারে ঈশ্বর কার বিরোধীতা করেন? _____

ঈশ্বর কাকে অনুগ্রহ প্রদান করেন (৫:৫)? _____

তাহলে, আমাদের সারাদান কেমন হওয়া উচিৎ (৫:৬-৭)? _____

_____

আলোচনা: যে বিশ্বাস নম্রতার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা দেয়, কালের এবং পরিস্থিতির পরিক্রমায় আজ তা কিভাবে অবক্ষয়ের স্বীকার হয়েছে? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: আপনার জীবন ও মন্ডলীতে দাস-রূপ নেতৃত্ব পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য আপনি কি করতে পারেন? _____

_____

_____

_____

এখন পরবর্তী পৃষ্ঠায়, বর্তমান মন্ডলীতে নেতৃত্বের ব্যর্থতার যে চারটি বিষয় মন্ডলীর বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে সেগুলো বিবেচনা করুন।

প্রৈরিতিক মন্ডলীর আদলে বর্তমান সময়ে নেতৃত্ব গঠনের প্রশিক্ষণ কৌশল

১. ১ম অধ্যায় আমরা আলোচনা করেছি যে, মন্ডলী সংগঠন এবং শক্তিশালী নেতা তৈরীর ক্ষেত্রে আমাদের যা যা প্রয়োজন ঈশ্বর আমাদের তার সবকিছুরই জোগান দিয়ে থাকেন। ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ এই সত্যতা প্রমাণ করে যে শাস্ত্র একাই ঈশ্বরের লোকদের সম্পূর্ণভাবে গঠন করার জন্য সক্ষম (১৭)। শুধুমাত্র শাস্ত্রের সক্ষমতাকে অস্বীকার করা এবং অনুশীলনের ব্যর্থতাই কি বর্তমান সময়ের মন্ডলীর দুর্বল নেতৃত্বের জন্য দায়ী? _____

_____

_____

২. আজ অনেক মন্ডলীই পারিবার সম্পর্কিত বাইবেলীয় ধারণা এবং এর ভূমিকা চিনতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সময়ের মন্ডলীর ব্যবসায়ীক এবং সাংগঠনিক অনুশীলনগুলি কীভাবে মন্ডলীর দুর্বল নেতৃত্বের জন্য দায়ী? _____

_____

_____

৩. প্রাথমিক মন্ডলীর আত্মিক এবং দাস-রূপ নেতৃত্বের চেয়ে বর্তমান মন্ডলীতে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন বাগ্মি-নেতৃত্ব কেন বেশি গ্রহণযোগ্য?

_____

_____

_____

৪. শিষ্যদের ধরে রাখা বা ছেড়ে দেওয়া কি যীশু এবং পৌলের কৌশল ছিল? _____

৫. বর্তমান সময়ের অধিকাংশ মন্ডলীই শিষ্য ছেড়ে দেবার বদলে শিষ্য ধরে রাখার বিষয়ে বেশি মনোযোগী। কিন্তু যীশু এবং প্রৈরিতিক মন্ডলীর নেতারা অন্তিয়খিয়াতে শিষ্যদের প্রেরন করেছিলেন। আপনি কি মনে করেন, বর্তমান মন্ডলীগুলো কেন শিষ্যদের ধরে রাখতে চায়? _____

_____

_____

_____

নোট: একটি সতর্কবাণী: আপনি যদি বাইবেলীয় মতে কোন কিছু করেন, বিশেষভাবে যখন দাস-রূপ নেতৃত্ব গঠন করেণ এবং প্রশিক্ষিতদের প্রেরণ করেন, আপনাকে তখন অবশ্যই বাইবেলীয় মানদন্ড অনুসারে তা মূল্যায়ন করতে হবে। বাইবেলীয় আদর্শ অনুযায়ী সংগঠিত নেতৃত্বকে আপনি যদি জাগতিক মানদন্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করেন, তবে আপনি হতাশ হবেন।

৫ম অধ্যায়ে যাবার পূর্বে উত্তর না দেখে শূন্যস্থান পূরণ করার মাধ্যমে অধ্যায় ১, ২, ৩, এবং ৪ এর পাঠ পর্যালোচনা করুন। (লেখার জন্য আপনার বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়ে ফাঁকা জায়গাগুলোতে লিখতে পারেন)।

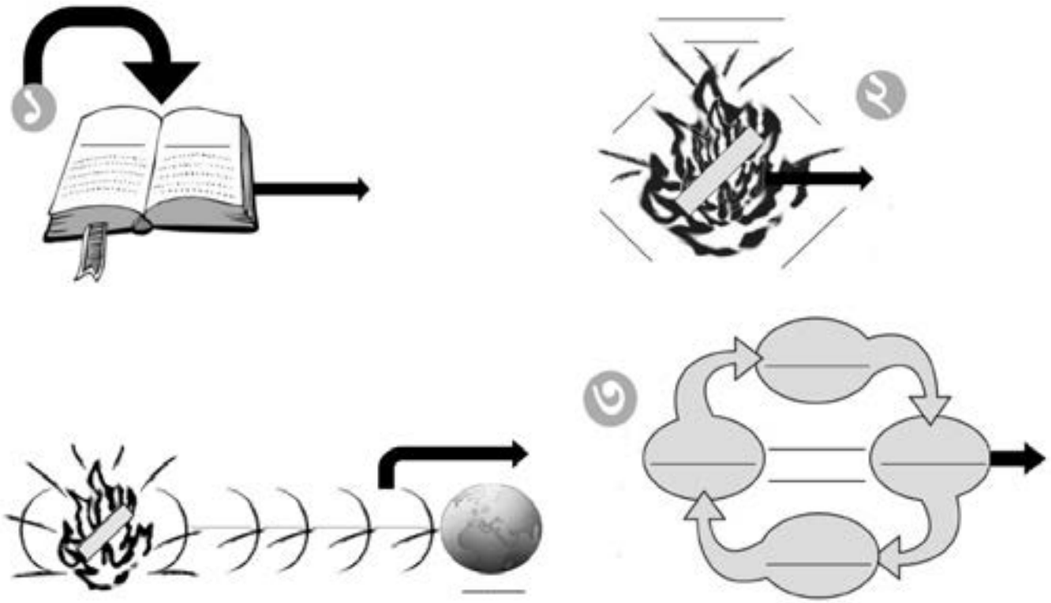

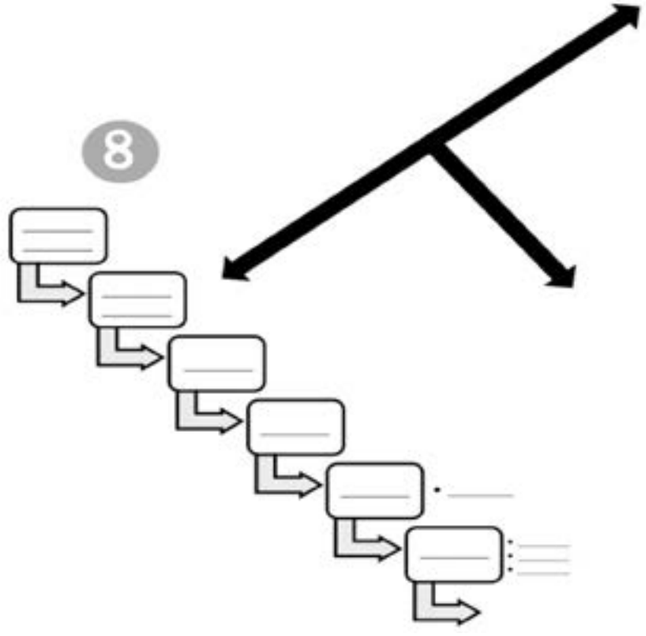

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

শক্তিশালী মন্ডলী গঠন

শক্তিশালী মন্ডলী গঠনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

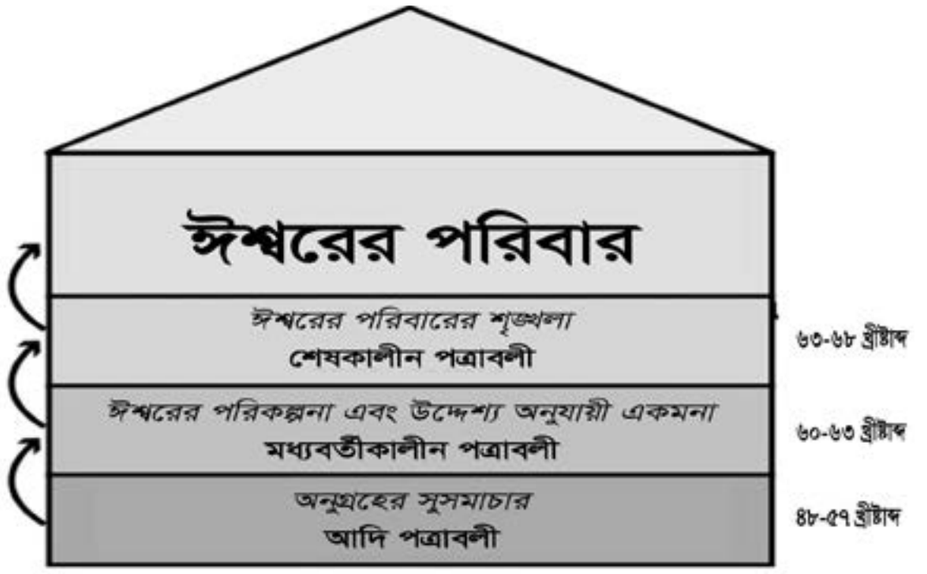

পৌল ছিলেন একজন আদর্শ মন্ডলী সংগঠক যিনি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যেরা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র নতুন মন্ডলী গঠনের দিকেই মনোযোগী ছিলেন না, বরং তিনি বর্তমান মন্ডলীকে শক্তিশালী করণের বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠার সম্পূরক অংশে পৌলের প্রচার যাত্রার চিত্রটি দেখুন, লক্ষ্য করুন কতবার তিনি ইকোনিয়া, লুস্ত্রা এবং দার্বিতে ভ্রমণ করেছিলেন। আমরা জানি প্রথমবার তিনি সেখানে সুসমাচার প্রচার করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কেন বার বার সেখানে ফিরে গিয়েছিলেন।

হ্যা, সর্বমোট চারটি যাত্রার মধ্যে তিনি মোট তিনবার সেসব শহরগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন। একবার মাত্র তিনি সেখানে সুসমাচার প্রচার করতে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তী তিনবার গিয়েছিলেন সেখানকার শিষ্যদের এবং মন্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। মন্ডলীকে শক্তিশালী করা বা সংগঠন করার জন্য পৌল এবং লূকের ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা নিচে উল্লেখিত শাস্ত্রাংসগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পায়:

লূকের দ্বারা: প্রেরিত ১৪:২১-২২; ১৫-৪১; ১৬:৫; ১৮-২৩

পৌলের দ্বারা: রোমীয় ১:১১-১২; ১৬:২৫-২৭; ১ থিষলনীকীয় ৩:১-৩; ২ থিষলনীকীয় ২:১৬-১৭

"শক্তিশালীকরণ" এবং *"সংগঠন"* শব্দ দু'টি গ্রীক শব্দ *যথাক্রমে* "স্টেরিযো" এবং *"এপিস্টেরিযো"* থেকে এসেছে যার অর্থ "শক্তিশালী করা, এক জায়গায় বেঁধে রাখা বা স্থির রাখা"। এই শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে পৌল মন্ডলীর জন্য কি করতে চেয়েছিলেন বা মন্ডলীকে কিভাবে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন ধারণাগত বা তত্ত্বগত ভাবে তাদের বিশ্বাসের মধ্যে "স্থির" অথবা "বাঁধা" থাকে। আক্ষরিক অনুবাদের এই শব্দের অর্থ বোঝায়, "কোন কিছুর সহায়তায় সেই খানে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যেন সেখান থেকে না নাড়ানো যায়।" উদাহরণসরূপ, প্রকৃত অর্থে এই শব্দটি দ্বারা দ্রাক্ষালতাকে সোঁজা করে দাঁড় করিয়ে রাখার খুঁটিকে বোঝানো হয়েছে। নিচের ডায়াগ্রামটি দেখুন:

অতএব, পৌল চেয়েছিলেন নতুন সংগঠিত মন্ডলী যেন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, অর্থাৎ স্বনির্ভর ও আত্ম-টেকসই হয়ে উঠতে পারে যেন ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভাবেও বিচলিত না হয়ে পড়ে। নতুন শিষ্যদের শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পৌল শুধুমাত্র সে সমস্ত মন্ডলী পরিদর্শন করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তিনি বিভিন্ন সময়ে তাদের কাছে পত্রও লিখেছিলেন।

পৌল একজন আদর্শ মন্ডলী সংগঠক ছিলেন, এবং তার শিক্ষা ধরে রাখার জন্য তিনি চিঠির মাধ্যমে কথা বলেছেন, সেক্ষেত্রে চলুন আমরা তার লিখিত পত্রগুলোকে তার পরিচর্যা কাজের "সরঞ্জাম" হিসেবে বিবেচনা করি। একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কাঠমিস্ত্রি বা মেকানিক যেমন খুব সহজেই বুঝতে পারে যে কোন সমস্যার জন্য কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে, তেমনি একজন উত্তম মন্ডলী সংগঠকেরও জানা উচিত যে কোন কোন সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মধ্যমে মন্ডলীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যায়। নিচের ডায়াগ্রামের যন্ত্র গুলো দেখুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন যে কোনটি কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে:

এগুলো দেখে খুব সহজেই বোঝা যায় যে কোনটি কোন কাজে লাগে। ঠিক একই ভাবে চিন্তা করে দেখুন তো দেখতে কেমন লাগবে যখন মন্ডলীর পালক, পরিচর্যাকারী এবং শিক্ষকগণ একটি হাতুরি ও করাত ব্যবহার করছে, বা করাত ও হাতুরির সাহয্যে একটি কাঠের অংশ কেটে সেখান থেকে পেরেক খুলে নিচ্ছে, ইত্যাদি। কাঠ মিস্ত্রী এবং মেকানিক যেমন এই যন্ত্রগুলো দিয়ে কাজ করতে করতে দক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনি মন্ডলীর নেতারাও মন্ডলী সংগঠনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যকে সরঞ্জাম বা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে দক্ষ মন্ডলী সংগঠক হয়ে ওঠে। মন্ডলী সংগঠন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবেলা করতে এবং "সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত" করে তুলতে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে সেসবের সরঞ্জাম দিয়েছেন। (২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭)। মন্ডলীকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের যত ধরণের সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তার সবকিছুই ঈশ্বর অকাতরে দিয়ে থাকেন।

যেহেতু পৌলের চিঠিগুলোকে আমরা তার পরিচর্যা কাজের সরঞ্জাম হিসেবে বিবেচনা করেছি, তাই বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত সেসব চিঠিগুলোর ক্রম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে:

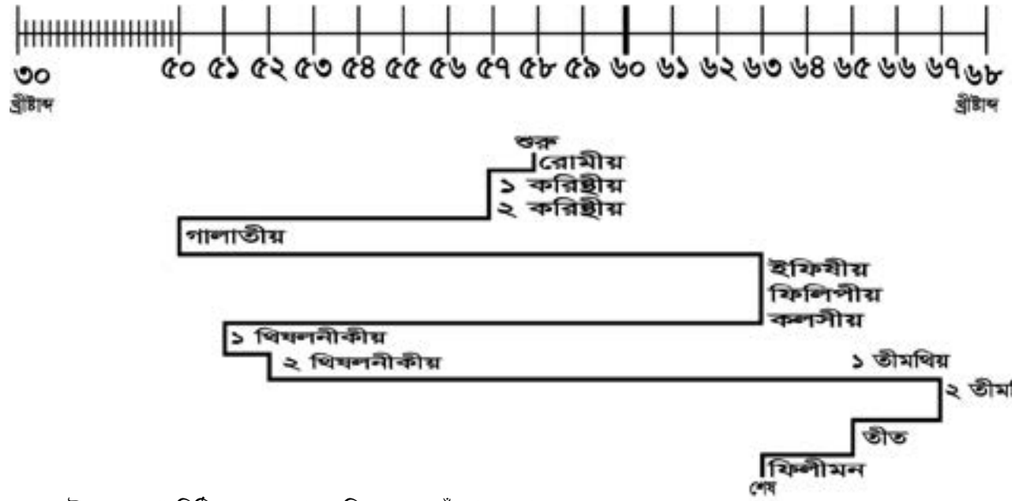

চলুন পৌলের লেখা চিঠিগুলো সময়ানুক্রমিক ভাবে সাঁজানো যাক:

এখানে চিঠিগুলো সময়ানুক্রমিক ভাবে সাঁজানো আছে, ধর্মতত্ত্বীয় দিক থেকে বিবেচনা করলে এগুলোকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়: পৌলের আদি পত্রাবলী, মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলী, এবং শেষকালীন পত্রাবলী। এই রূপরেখা থেকে নতুন সংগঠিত মন্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করণের জন্য পৌলের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর গভীরে ঢোকা সম্ভব। নোট: কোন কোন বাইবেল পন্ডিত বলে থাকেন যে ১ ও ২ থিষলনীকীয় পত্র গালাতীয় পত্রের আগে লেখা হয়েছিল।

উদাহরণসরূপ, তার আদি পত্রাবলীগুলো অথবা সরঞ্জামগুলো অনুগ্রহের সুসমাচারে নতুন বিশ্বাসীদের গড়ে তোলার জন্য লেখা হয়েছিল। নিচে পৌলের চিঠিগুলো সময় ও ধর্মতাত্ত্বীক ক্রম অনুযায়ী বিষদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। (নোট: পৌলের চিঠিগুলো পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় নতুন সংগঠিত মন্ডলীর বিশ্বাসীদের বাস্তব জীবনের ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল।)

পৌলের আদি পত্রাবলী ***(অনুগ্রহের সুসমাচার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম)***

গালাতীয়: বিশুদ্ধ সুসমাচার, বিশ্বাস এবং পবিত্র আত্মার কাছে ফিরে আসা

১ ও ২ থিষলনীকীয়: সুসমাচারের উপর ভিত্তি করে দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা

১ করিন্থীয়: সুসমাচার প্রয়োগের মাধ্যমে দলভেদ নিরসন করা

২ করিন্থীয়: সুসমাচার পরিচর্যাকারী এবং পরিচর্যা কাজকে রক্ষা করা

রোমীয়: সুসমাচারের একটি সম্পূর্ণ বক্তব্য ব্যাখ্যা করা

পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলী ***(মন্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একক সরঞ্জাম)***

ইফিষীয়: মন্ডলীর নিগুঢ়তত্ত্ব অনুধাবন এবং খ্রীষ্টের পরিকল্পনা প্রকাশ করা

ফিলিপীয়: মন্ডলীতে এক-ভাব বিশিষ্ট হওয়া এবং সুসমাচার বিস্তারের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ করা

কলসীয়: মন্ডলীর মস্তকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা

ফিলীমন: সুসমাচার বিস্তারের ক্ষেত্রে এক-ভাব বিশিষ্ট থাকার প্রভাব

পৌলের শেষকালীন পত্রাবলী ***(ঈশ্বরের পরিবারকে সুশৃঙ্খল রাখার সরঞ্জাম)***

১ তীমথিয়: ঈশ্বরের পরিবার তথা মন্ডলীকে সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক জীবন-যাপন চর্চার বিষয়ে শিক্ষা

তীত: মন্ডলীতে নিরাময় শিক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়গুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করা

২ তীমথিয়: পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সু-প্রশিক্ষিত, বিশ্বস্ত নেতাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা

উত্তর না দেখে এই শূন্যস্থানগুলোতে পৌলের ১৩টি পত্রের সময়ানুক্রমিক রূপরেখা সাঁজানোর চেষ্টা করুন:

ঈশ্বতাত্ত্বীক দৃষ্টিকোন থেকে পৌলের চিঠিগুলোর সময়ানুক্রম রূপরেখাকে আপনি ঈশ্বরের পরিবার গঠনের মূল স্তম্ভ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। নিচের ডায়াগ্রামটি দেখুন:

পাঠ ১২

মন্ডলী সংগঠন ও শক্তিশালীকরণ: পৌলের পত্রাবলী

পৌল ছিলেন একজন আদর্শ মন্ডলী সংগঠক যিনি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যেরা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র নতুন মন্ডলী গঠনের দিকেই মনোযোগী ছিলেন না, বরং তিনি বর্তমান মন্ডলীকে শক্তিশালী করণের বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যে "শক্তিশালী বা প্রতিষ্ঠা" শব্দ উল্লেখের মাধ্যমে এই সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পর্যবেক্ষণ: নিচে উল্লেখিত বাইবেল পদগুলো পড়ুন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে মন্ডলী এবং শিষ্যদের শক্তিশালী করণ এবং সংগঠনের বিষয়ে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

লূক: ২২:৩২ _____

_____

১ পিতর ১:২২-২৫; ২ পিতর ১:১২ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৪:২১-২৩ _____

_____

_____

প্রেরিত ১৫:৩৬-১৬:৫ _____

_____

প্রেরিত ১৮:২২-২৩ _____

_____

রোমীয় ১:৮-১২ _____

_____

রোমীয় ১৬:২৫-২৭ _____

_____

১ থিষলনীকীয় ৩:১-৩ _____

_____

১ থিষলনীকীয় ৪:১২ _____

_____

২ থিষলনীকীয় ২:১৬-১৭ _____

_____

২ থিষলনীকীয় ৩:৩ _____

_____

প্রকাশিত বাক্য ৩:১-২ _____

_____

ধ্যান: এই বাইবেল পদগুলোর উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আপনি যে যে মূলনীতি ও কাজগুলো খুঁজে পেয়েছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখুন যা আপনার ব্যক্তি, পারিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনের যেকোন সময় ও পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য। (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই মূলনীতিগুলো বর্তমানে কিভাবে আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক ও মন্ডলীক জীবনে বৈপরিত্য সৃষ্টি করছে তা চিন্তা করুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? _____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এসব পরিবর্তন নিয়ে আসবেন? _____

_____

_____

পাঠ ১৩

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলী- ৪৮-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

অনুগ্রহের সুসমাচারে বিশ্বাসীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে *গালাতীয়* পত্রটি পৌলের লিখিত প্রথম চিঠি। এখানকার মূল শিক্ষা হলো একজন বিশ্বাসী শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত অনুগ্রহের মাধ্যমেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা লাভ করে থাকে। বর্তমান সময়ের মন্ডলীগুলো আত্মার পরিবর্তে মাংসের চেষ্টার প্রতি বেশি মনোযোগী।

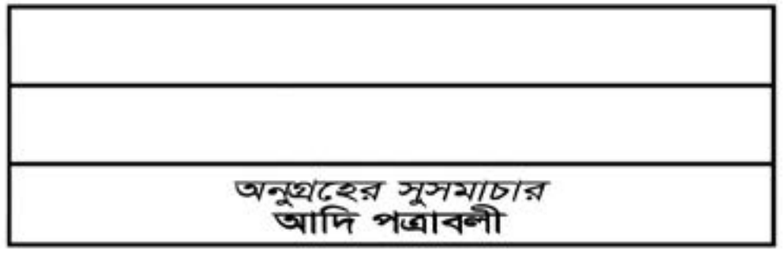

৪৮-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যবেক্ষণ ও ধ্যান: নিচের বাইবেল পদ ও প্রশ্নগুলো পড়ুন। এখান থেকে আপনি কি শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার বলতে কি বোঝায়? গালাতীয় ১:১-২৪ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন:

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার এবং ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি? গালাতীয় ২:১-২১ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

একজন ব্যক্তিকে কিভাবে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক বা সিদ্ধ বলে ঘোষণা করা যায়? গালাতীয় ৩:১-২৯ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন:

প্রেরিত পৌল কিভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে পরিত্রাণ কেবলমাত্র অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়? গালাতীয় ৪:১-৩১ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

আত্মার নিয়ন্ত্রণে চলা এবং মাংসের নিয়ন্ত্রণে চলার মধ্যে পার্থক্য কি? গালাতীয় ৫:১-২৬ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসে? কেন এটি মানুষকে গৌরবান্বিত করতে পারে না? গালাতীয় ৬:১-১৮ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

আলোচনা: অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের সাথে ব্যবস্থার বৈপরিত্য নিয়ে চিন্তা করুন। গালাতীয় পত্রে উল্লেখিত অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের সাথে আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক এবং মন্ডলীক জীবনকে তুলনা করুন।

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার অনুযায়ী আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক ও মান্ডলীক জীবন গড়ে তোলার জন্য আপনার কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনে পরিবর্তন আনবেন?

পাঠ ১৪

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলী- ৪৮-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

অনুগ্রহের সুসমাচারে বিশ্বাসীদের সংগঠিত করার জন্য **১ ও ২ *থিষলনীকীয়*** ছিল পৌলের লেখা দ্বিতীয় চিঠি। এই চিঠিগুলো নতুন বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকতে, বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে এবং যাতনা ও নির্যাতনের মধ্যে ঈশ্বরীয় জীবন ধরে রাখতে উৎসাহ দান করে।

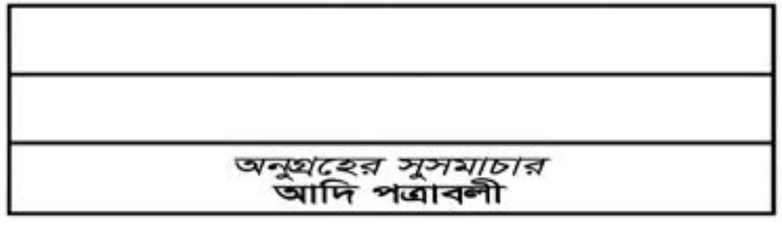

<u>পর্যবেক্ষণ ও ধ্যান:</u> নিচের প্রশ্ন ও বাইবেলের পদগুলো পড়ুন। এগুলো পড়ে আপনি কি শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

থিষলনীকীয়দের কাছে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার প্রচারের ফল বা প্রভাব কি ছিল? **১** থিষলনীকীয় **১:১-১০** পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

পৌল থিষলনীকীয়দের কাছে কিভাবে অনুগ্রহের সুসমাচারের পরিচর্যা করেছিলেন? **১** থিষলনীকীয় **২:১-৩:১৩** পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার গ্রহণের ফলে আপনার উপরে কি দায়িত্ব বর্তেছে? **১** থিষলনীকীয় **৪:১-৫:২৮** পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

বিচারের সম্মুখিন হয়ে অথবা যাতনা সহ্য করার পড়ও অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে আপনাকে ধৈর্যসহকারে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে? **২** থিষলনীকীয় **১:১-১২** পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে আপনাকে প্রভুর ক্রোধের দিনে ব্যবস্থা বিহীন মানুষের মাঝে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করবে? **২** থিষলনীকীয় **২:১-১৭** পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের কয়েকটি বাস্তব দিক উল্লেখ করুন? **২** থিষলনীকীয় **৩:১-১৮** পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

<u>আলোচনা:</u> অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের দায়িত্ব ও প্রভাবগুলো কি কি? থিষলনীকীয়দের জীবনে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের প্রভাবের সাথে আপনার ব্যক্তি, পারিবারিক ও মান্ডলীক জীবনে এর প্রভাবের তুলনা করুন। _____

_____

_____

_____

আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক ও মান্ডলীক জীবনকে সুসমাচারের উপর আরও দৃঢ়ভাবে গেঁথে তোলার জন্য আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

<u>প্রয়োগ:</u> কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ১৫

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলী- ৪৮-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

নতুন বিশ্বাসীদেরকে অনুগহের সুসমাচারে গড়ে তোলার জন্য ১ *করিন্থীয়* ছিল পৌলের লেখা চতুর্থ চিঠি। এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল নতুন সংগঠিত মন্ডলীকে এক ঐক্যে এবং পবিত্রভাবে গঠন করে অনুগ্রহের সুসমাচারের প্রয়োগ সম্পর্কে বুঝাতে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাদের মন্ডলীতে সেগুলোর অনুশীলন করতে সাহায্য করার জন্য ।

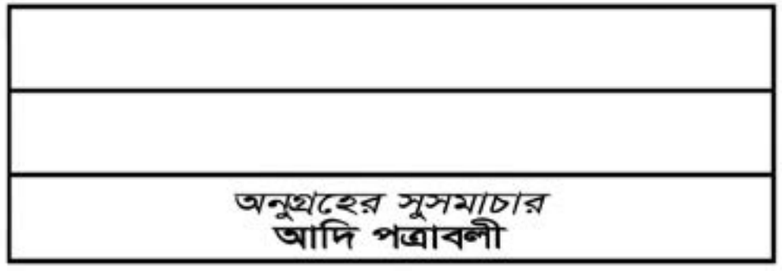

পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান: নিচের প্রশ্ন ও বাইবেলের পদগুলো পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার শিক্ষনীয় বিষয়গুলো লিখুন:

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের শিক্ষা মান্ডলীক দলভেদ রুখে দেবার জন্য কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে? ১ করিন্থীয় ১:১-৪:২১ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

মন্ডলীর নৈতিক অবক্ষয় শুধরাবার জন্য অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভবে প্রয়োগ করা যেতে পারে? ১ করিন্থীয় ৫:১-৬:২০ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

বিবাহ (১ করিন্থীয় ৭:১-৪০ এবং পাঠ ২৯ পড়ুন): _____

_____

_____

প্রতিমা (১ করিন্থীয় ৮:১-১১:১ পদ পড়ুন): _____

_____

_____

সহভাগীতার সভা (১ করিন্থীয় ১১:২-৩৪ পদ পড়ুন): _____

_____

_____

আত্মিক বর দান (১ করিন্থীয় ১২:১-১৪:৪০ পদ পড়ুন): _____

_____

_____

মৃত্যু ও পুনরুত্থান (১ করিন্থীয় ১৫:১-৫৮ পদ পড়ুন): _____

_____

_____

সংগ্রহ (১ করিন্থীয় ১৬:১-২৪ পদ পড়ুন): _____

_____

_____

নোট: ১৯৫ পৃষ্ঠায় **দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি** নামক সম্পূরক অংশটি দেখুন।

আলোচনা: অনুগ্রহরে বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে দলভেদ, নৈতিক অবক্ষয় এবং সহভাগীতা সভার বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে?

১ করিন্থীয়তে অনুগ্রহের সুসমাচারের প্রভাবের সাথে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীতে এর প্রভাবের তুলনা করুন: ___

_____

_____

_____

আপনার ব্যক্তি, পরিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারে দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকতে আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পারিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনে পরিবর্তন আনবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ১৬

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলী- ৪৮- ৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

নতুন বিশ্বাসীদেরকে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের উপর গড়ে তোলার জন্য **২ *করিন্থীয়*** ছিলো পৌলের লেখা পঞ্চম চিঠি। ভন্ড শিক্ষকের মন্ডলীতে পৌলের শিক্ষার বিরূপ অর্থ দাঁড় করিয়ে মন্ডলীতে বিভক্তি সৃষ্টি করছিল। এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল সেসব ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সত্যতা প্রমান এবং প্রেরিতত্বকে রক্ষা করার জন্য।

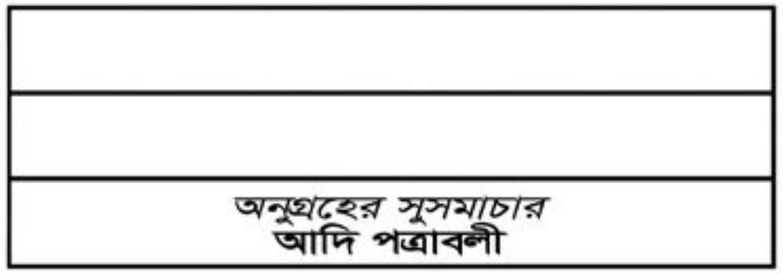

<u>পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান:</u> নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের পদগুলো পড়ুন এবং কি কি শিখেছেন সংক্ষেপে লিখুন।

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা কিভাবে তাদের আচরণকে রক্ষা করবে? ২ করিন্থীয় ১:২-২:১১ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের পরিচর্যাকারীগণ কিভাবে তাদের পরিচর্যা কাজকে রক্ষা করবেন? ২ করিন্থীয় ২:১২-৭:১৬ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

উপহার এবং দান-দশমাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের একজন পরিচর্যাকারী কিভাবে তার কাজে বিশ্বস্ত থাকবে?

২ করিন্থীয় ৮:১-৯:১৫ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

নোট: ১৯৫ পৃষ্ঠায় **<u>দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি</u>** নামক সম্পূরক অংশটি পড়ুন।

_____

_____

_____

অনুগ্রহের সুসমাচারের একজন পরিচর্যাকারী কিভাবে তার প্রেরিতত্ত্বকে সংরক্ষণ করতে পারে (পাঠ ৩৪ দেখুন)? ২ করিন্থীয় ১০:১-১২:১৩ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের একজন পরিচর্যাকারী কিভাবে তার মিশন/ প্রচার কাজকে রক্ষা করতে পারে? ২ করিন্থীয় ১২:১৪-১৩:১৪ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

<u>আলোচনা:</u> অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের একজন পরিচর্যাকারী কিভাবে তার মিশন এবং বক্তব্যের পক্ষ্যে যুক্তি স্থাপন করতে পারে এবং পরিচর্যা কাজকে রক্ষা করতে পারে? ২ করিন্থীয়তে বর্ণিত সুসমাচার পরিচর্যাকারীর সাথে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের অবস্থার তুলনা করুন: _____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের উপর ভিত্তি করে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবন গড়ে তোলার জন্য বর্তমানে আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন? _____

_____

_____

_____

_____

<u>প্রয়োগ:</u> কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং পারিবারিক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ১৭

মন্ডীল সংগঠন: পৌলের আদি পত্রাবলী- ৪৮-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

রোমীয় হলো পৌলের লিখিত সবচেয় দীর্ঘ চিঠি। এটি তার লেখা ষষ্ঠ চিঠি। এটি সুসমাচার সম্বন্ধীয় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এটি লেখা হয়েছিল নতুন বিশ্বাসীদের অনুগ্রহের সুসমাচারে গড়ে তোলার জন্য। এই পত্রে পৌল বিশ্বাসে ধার্মিক গণিত হবার বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, একই সাথে পাপের পরিণতি বা প্রভাব, পরিত্রাণ, পবিত্রতা এবং খ্রীষ্টের পক্ষ্যে সেবার বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

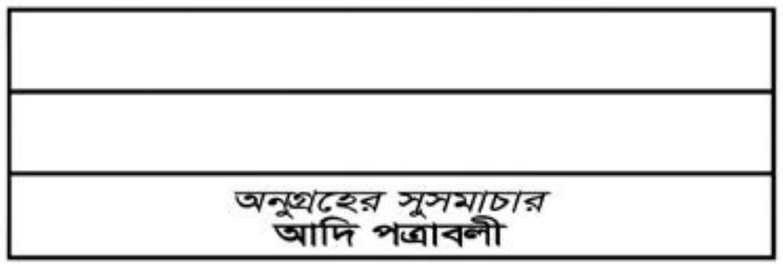

পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান: নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের পদগুলো পড়ুন এবং কি কি শিখেছেন সংক্ষেপে লিখুন:

কেন অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার সকলের শোন প্রয়োজন? রোমীয় ১:১-৩:২০ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে অধর্মচারীদের অপরাধের জন্য বিচার করে এবং ধার্মিকতা দান করে? রোমীয় ৩:২১-৫:২১ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:_____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার খ্রীষ্টের অনুরূপ হবার জন্য কিভাবে লোকদের পবিত্র বা পৃথক করে থাকে? রোমীয় ৬:১-৮:৩৯ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে একজন ব্যক্তির কাছে ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং স্বার্বভৌম মনোনয়নের বিষয়টি প্রকাশ করে? রোমীয় ৯:১-১১:৩৬ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের ধার্মিকতার জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গকৃত হবার জন্য রূপন্তরিত করে? রোমীয় ১২:১-১৬:২৭ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

নোট: ১৯৯ পৃষ্ঠায় **জগত ও সরকারের সাথে সম্পর্ক** নামক সম্পূরক অংশটি দেখুন।

_____

_____

_____

_____

ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি দেখতে কেমন? _____

_____

_____

_____

আলোচনা: অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে একজন পাপীকে দোষী করে এবং তাকে ধার্মিকতা প্রদান করে? _____

_____

একজন পাপী যখন ক্ষমা লাভ করে, রূপান্তরিত হয় এবং ধার্মিক হিসেবে গণিত হয়, তখন তা দেখতে কেমন লাগে?

_____

_____

আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবন সুসমাচারের উপর আরও দৃঢ় ভাবে গড়ে তোলার জন্য আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনে এই সমস্ত পরিবর্তন আনবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ১৮

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলী- ৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

পৌলের মধ্যবর্তীকালীন লিখিত চিঠিগুলোর মধ্যে ***ইফিষীয়*** পত্রটি ছিল তার লিখিত প্রথম চিঠি। এটি তিনি কারাবদ্ধ অবস্থায় থেকে লিখেছিলেন। অনন্তকাল বিষয়ে যুগ যুগ ধরে যে গুপ্ত পরিকল্পনা বর্তমানে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ব্যক্তিপর্যায়ে এবং সংঘবদ্ধভাবে একভাব বিশিষ্ট থেকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে এই পত্রটি লেখা হয়েছিল। এই পত্রে পৌল ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার কিভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং পারিবারিক জীবনে ঈশ্বরের ক্ষমতায় আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরবের পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে।

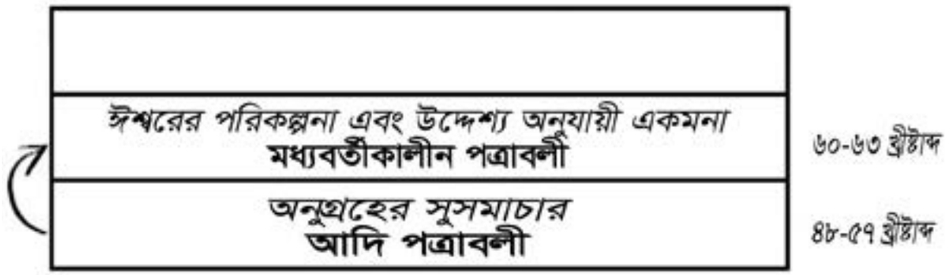

<u>পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান:</u> নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের পদগুলো পড়ুন এবং কি কি শিখেছেন সংক্ষেপে লিখুন:

খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আপনি কি কি আশির্বাদ এবং অধিকার লাভ করেছেন? ইফিষীয় ১:১-২৩ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

খ্রীষ্টেতে পুনঃজীবিত হয়ে বর্তমানে আপনার নতুন ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবন কি অবস্থায় চলছে? ইফিষীয় ২:১-২২ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা অর্থাৎ মন্ডলীর জন্য পৌলের প্রার্থনা কি? ইফিষীয় ৩:১-২১ পদ পর্যন্ত পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

মন্ডলী ঈশ্বরের চিরন্তন পরিকল্পনার অংশ, এই মন্ডলীতে বিশ্বাসীদের আচার-আচরণ বিষয়ে পৌল কি শিক্ষা দিয়েছেন? ইফিষীয় ৪-৬ অধ্যায় পড়ুন এবং নিচে সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

একতায় চলা (৪:১-১৬):_____

_____

সিদ্ধতায় চলা (৪:১৭-৩২): _____

_____

প্রেমে চলা (৫:১-৬): _____

_____

আলোতে চলা (৫:৭-১৪): _____

_____

সতর্ক ভাবে চলা (৫:১৫-১৭): _____

_____

ঐক্যে বা একভাব বিশিষ্ট হয়ে চলা (৫:১৮-৬:৯): _____

_____

বিজয়ীর মত চলা (৬:১০-২৪): _____

_____

আলোচনা: ইফিষীয় পত্র কিভাবে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং একভাব বিশিষ্ট হয়ে চলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে? _____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের জন্য আপনার ব্যক্তি, পারিবারিক এবং মান্ডলীক জীবনকে প্রস্তুত করতে আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

_____

<u>প্রয়োগ:</u> কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ১৯

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলী- ৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

মধ্যবর্তকালীন পত্রাবলীর মধ্যে ***ফিলিপীয়*** পত্রটি পৌলের লিখিত দ্বিতীয় চিঠি। এই চিঠিটিও কারাবদ্ধ অবস্থায় থেকে লেখা হয়েছিল। খ্রীষ্টের অনন্তকালীন পরিকল্পনায় বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত এবং সংঘবদ্ধভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। এই চিঠিতে পৌল ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে অনুগ্রহের সুসমাচার কিভাবে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুগ্রহ ও ধার্মিকতা সুসমাচারের অগ্রগতির জন্য নম্রতায় খ্রীষ্টের দাস হিসেবে জীবন-যাপন করতে ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

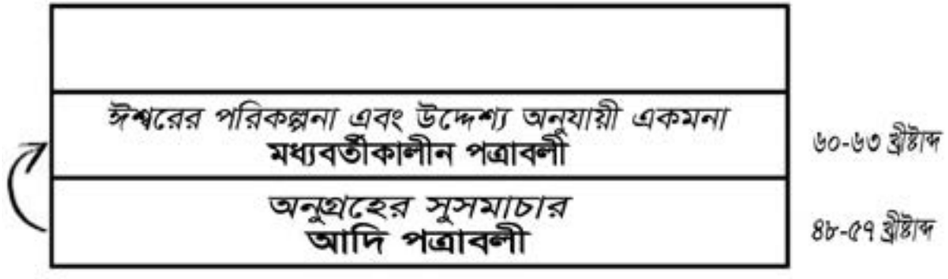

<u>পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান:</u> নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের পদগুলো পড়ুন এবং কি কি শিখেছেন সংক্ষেপে লিখুন।

সুসমাচারের জন্য কষ্ট সহ্য করা, এক আত্মা, এক মন, এবং একভাব বিশিষ্ট হওয়া কিভাবে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে? ফিলিপীয় ১:১-৩০ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন। _____

_____

_____

_____

_____

_____

খ্রীষ্টের হৃদয় এবং নম্রতার অনুশীলন কিভাবে একভাব বিশিষ্ট করে গড়ে তুলে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে? ফিলিপীয় ২:১-৩০ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

খ্রীষ্টকে অনুসন্ধানকারী আত্মা এবং জাগতিক বিষয়ে মগ্ন আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। কোন ধরনের আত্মা ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম? ফিলিপীয় ৩:১-২১ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সদা আনন্দ করা এবং অবিরত প্রার্থনায় রত থাকা কিভাবে একতা ও একভাব বিশিষ্ট করে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে? ফিলিপীয় ৪:১-২৩ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

<u>আলোচনা:</u> কয়েকটি উপায়ের কথা বলুন যার মাধ্যমে আপনি আপনার মন্ডলীকে একতা ও একভাব বিশিষ্ট করে গড়ে তুলে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন। _____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের উপর আরও সমৃদ্ধশালীভাবে নিজের ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবন গড়ে তোলার জন্য আপনার কি কি পরিবর্তন নিয়ে আসা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

_____

_____

<u>প্রয়োগ:</u> কখন এবং কিভাবে আপনি এসব পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবেন বলে আসা করেন? _____

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ২০

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলি- ৬০- ৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলীর মধ্যে **কলসীয় পত্রটি** পৌলের লেখা তৃতীয় চিঠি, এটি তিনি কারাগারের বন্দিদসায় থেকে লিখেছিলেন। বিশ্বাসীদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলে মন্ডলীর মস্তক-খ্রীষ্টের অনন্তকালীন পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। পৌল যেকোন দর্শন, ঐতিহ্য এবং আইনি ব্যবস্থার উর্দ্ধে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমান করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে কিভাবে আমরা জাগতিক বিষয়াবলীর দিকে দৃষ্টিপাত না করে বরং স্বর্গীয় বিষয়াবলীর প্রতি মনোনিবেশ করব।

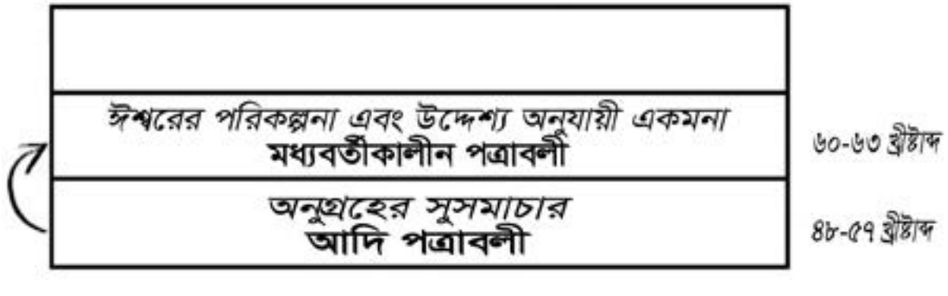

পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান: নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের অংশগুলো পড়ুন এবং আপনি কি শিখেছেন সে বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।

ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে খ্রীষ্টকে প্রথম স্থান দেওয়া কিভাবে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একভাব-বিশিষ্ট হতে সাহায্য করে? কলসীয় ১:১-২৯ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

দর্শন, মানব সৃষ্ট ঐতিহ্য, অনুশাসন এবং আত্ম-নির্মিত ধর্ম ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে কিভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে? কলসীয় ২:১-২৩ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন:

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং অনন্তকালীন পরিকল্পনায় খ্রীষ্টের অগ্রাধিকার যেভাবে দেখানো হয়েছে:

ব্যক্তিগত শুদ্ধতা ক্ষেত্রে ৩:১-১১

মান্ডলীর সহভাগীতা ক্ষেত্রে ৩:১২-১৭

ঘর এবং পরিবারে ৩:১৮-২১

কাজে ৩:২২-৪:১

সেবায় ৪:২-১৮

আলোচনা: 'ব্যক্তি-নির্মিত ধর্ম' এবং 'দর্শনের' সাথে মন্ডলীতে খ্রীষ্টের প্রাধান্যের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি চিন্তা করুন? খ্রীষ্টের প্রাধান্য কিভাবে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে?

ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের উপর আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবন গড়ে তুলতে আপনাকে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে?

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

পাঠ ২১

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলী: ৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

পৌলের মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলীর মধ্যে ***ফিলীমন*** পৌলের লেখা চতুর্থ চিঠি। এ চিঠিটি তিনি কারাবদ্ধ অবস্থায় লিখেছিলেন। খ্রীষ্টের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং বিশ্বাসীদের একত্রীকরণ ও গঠনের জন্য এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। পৌল এখানে ব্যক্তি ও পরিবারিক সম্পর্কগুলোকে একভাব বিশিষ্ট করতে সুসমাচারের শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

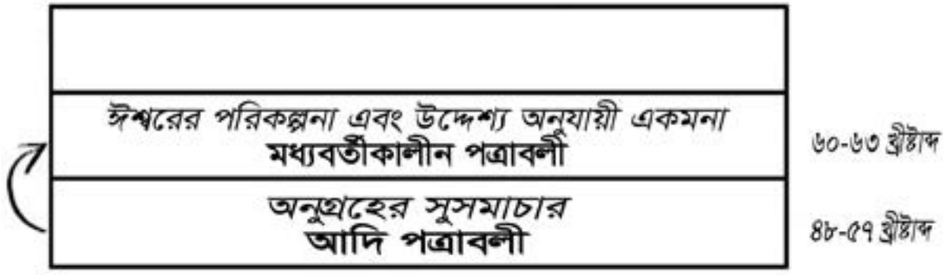

পর্যবেক্ষণ ও ধ্যান: নিচের প্রশ্ন ও বাইবেলের অংশগুলো পড়ুন এবং আপনার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লিখুন।

এখানে পৌল কি বলেছেন এবং তার কথাগুলো কি বিশ্বাসীদের ব্যক্তি পর্যায়ে গড়ে তুলতে ও ঐক্যতা বজায় রাখতে এবং মন্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের অনন্তকালীন পরিকল্পনা পূরণ করতে সাহায্য করে? ফিলীমন ১-৭ অধ্যায় পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে একভাব বিশিষ্ট হওয়াকে উৎসাহিত করতে প্রেরিত পৌল কি শিক্ষা দিয়েছেন? ফিলীমন ৮-১৬ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রেরিক পৌল এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আপনি কি কি সাদৃশ্য খুঁজে পান? ফিলীমন ১৭-২০ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে পৌলের শেষ আবেদন কিভাবে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার সংগঠন করতে এবং একভাব বিশিষ্ট করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে? ফিলীমন ২১-২৫ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: ফিলীমন পত্রের আলোকে পৌল এবং যীশুর কথা ও জীবনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন এবং একই সাথে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের সাথে এর বৈষাদৃশ্য খুঁজে বের করুন। _____

_____

_____

_____

_____

আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীতে এসমস্ত পরিবর্তন নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ২২

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের শেষকালীন পত্রাবলী- ৬৩-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম তিমথীয় পত্রটি পৌলের শেষকালীন লিখিত পত্রের মধ্যে প্রথম লেখা চিঠি। মন্ডলীকে একটি সুসংগঠিত পারিবার মত করে গড়ে তোলার জন্য এই পত্রটি লেখা হয়েছিল। পৌল তার আত্মিক পুত্র তিমথীকে চিঠির মাধ্যমে এই শিক্ষাগুলো দিয়েছিলেন কারণ তিনি যখন চলে যাবেন তখন যেন তিমথী এই একই ধারায় পৌলের কাজগুলো চালিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষাগুলো হলো নিরাময় শিক্ষা, পরিতৃপ্তি সহকারে ধার্মিকতা, এবং যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মিক অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়ে।

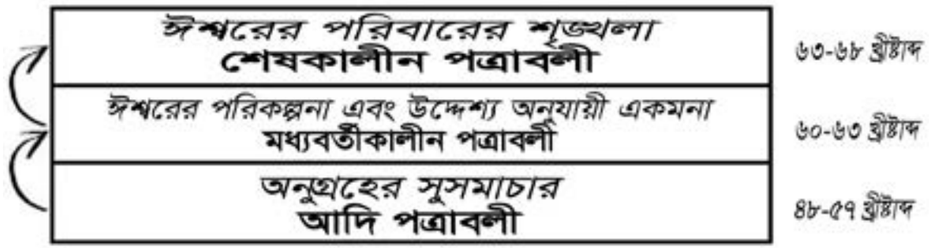

পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান: নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের অংশগুলো পড়ুন এবং কি কি শিখেছেন সেগুলো সংক্ষেপে লিখুন।

নিরাময় শিক্ষা এবং উত্তর চেতনা ঈশ্বরের পরিবারকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ১ তিমথীয় ১:১-২০ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

মন্ডলী বা ঈশ্বরের পরিবারে প্রার্থনা এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আচরণ সম্বন্ধে প্রেরিত পৌল কি নির্দেশণা দিয়েছিলেন? ১ তিমথীয় ২:১-১৫ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপ আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায় এবং ঈস্বরের মন্ডলী বা ঈশ্বরের পরিবারকে সুশৃঙ্খল ভাবে সংগঠিত করতে কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? ১ তিমথীয় ২:১-১৬ পদ পড়ুন এবং আপনার শিক্ষনীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

কিভাবে একজন শিষ্য ঐশ্বরিক স্বভাবে প্রশিক্ষিত হয়, এবং মন্ডলী ও পরিবারে ঐশ্বরিক স্বভাব দেখতে কেমন লাগে? ১ তীমথিয় ৪:১-১৬ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের পরিবারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করতে প্রেরিত পৌল প্রাচীন পুরুষ ও মহিলা, বিধবা এবং বয়স্কদের কি কি পরামর্শ দিয়েছেন? ১ তীমথিয় ৫:১-২৫ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের পরিবারকে সুশৃঙ্খল ভাবে সংগঠিত করতে প্রেরিত পৌলের শেষ উপদেশগুলো কেমন ছিল? ১ তীমথিয় ৬:১-২১ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

আলোচনা: প্রেরিত পৌল ১ তীমথিয় লিখেছিলেন বলে আপনি এখন জানতে পারছেন যে ঈশ্বরের পরিবার তথা মন্ডলীতে আমাদের আচার-আচরণ এবং ব্যবহার কেমন হওয়া উচিৎ। এখানকার কোন বিষয়গুলো আপনাকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কিভাবে চলতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষা দেয়?

_____

_____

_____

সঠিক ও সুশৃঙ্খল ভাবে ঈশ্বরের পরিবারের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এসব পরিবর্তন আনবেন?

_____

_____

_____

পাঠ ২৩

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের শেষকালীন পত্রাবলী- ৬৩-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ

পৌলের শেষকালীন পত্রাবলীর মধ্যে **তীত** নামক পত্রটি তার লেখা দ্বিতীয় চিঠি। মন্ডলীকে একটি সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। পৌল নিরাময় শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষা দিয়েছেন যা ঈশ্বরের পরিবারকে সঠিকভাবে সুসংগঠিত করার জন্য বাইবেল ভিত্তিক বিভিন্ন দায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়। তিনি এখানে ঈশ্বরের পরিবারে পবিত্র এবং অনুগ্রহশীল জীবন-যাপন করার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।

পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান: নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেলের অংশগুলো পড়ুন এবং যা শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

ঈশ্বরের পরিবারকে সুশৃঙ্খল রাখতে প্রাচীনদের নিয়োগ করার জন্য প্রেরিত পৌল তীতকে ক্রীতীতে রেখে এসেছিলেন। এই প্রাচীনদের যোগ্যতা কি ছিল? তীত ১:১-১৬ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রেরিত পৌল তীতকে নিরাময় শিক্ষা দিতে বলেছিলেন। ঈশ্বরের পরিবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট এবং কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন। তীত ২:১-১০ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত ঈশ্বরের পরিবারে অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচারের প্রশিক্ষণের প্রভাব কেমন? তীত ২:১১-১৫ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

অনুগ্রহের বিশুদ্ধ সুসমাচার ঈশ্বরের পরিবারে একজন ব্যক্তির আচরণ শুদ্ধকরনের জন্য কিভাবে উৎসহিত করে? তীত ৩:১-১৫ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: ক্রীতীতে মন্ডলীকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখার জন্য পৌল তীতকে কিভাবে নির্দেষনা দিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করুন। শৃঙ্খলার এই নীতিমালাগুলো আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের সাথে তুলনা করুন। _____

_____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের পরিবারে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনকে সুশৃঙ্খল রাখতে এখন আপনার কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই সমস্ত পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ২৪

মন্ডলী সংগঠন: পৌলের শেষকালীন পত্রাবলী- ৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ

২য় তীমথিয় পত্রটি ছিল বিচার সম্মুখিন হওয়ার পূর্বে কারাবদ্ধ অবস্থায় পৌলের লেখা শেষ চিঠি। মন্ডলীকে সুশৃঙ্খল পরিবার হিসেবে সংগঠন করার লক্ষ্যে তিনি এই চিঠিটি লিখেছিলেন। এই পত্রে পৌল আত্মিক শিক্ষাগুলো বিশ্বস্ত নেতৃবর্গের কাছে সমর্পণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন, যেন এই শিক্ষাগুলো তাদের কাছেই সমর্পণ করা হয় যারা অন্যদের সঠিক ভাবে শিক্ষা দেবার যোগ্যতা রাখে।

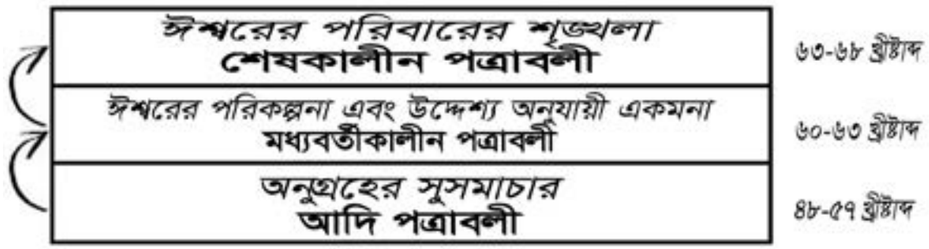

<u>পর্যবেক্ষণ এবং ধ্যান:</u> নিচের প্রশ্ন এবং বাইবেল পদগুলো পড়ুন এবং কি শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

প্রেরিত পৌল তীমথির কাছে ঈশ্বরের পরিবার সুশৃঙ্খলভাবে পরিচর্যা করার দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিলেন। তীমথিকে কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছিল এবং তার উপর অর্পিত শিক্ষা ও দায়িত্বগুলো তার কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়েছিল? ২ তীমথিয় ১:১-১৮ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

প্রেরিত পৌল চেয়েছিলেন তার পদ্ধতি যেন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও সিদ্ধ পরিচর্যাকারী দেখতে কেমন হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন ব্যাখ্যা করুন। ঈশ্বরের পরিবারকে ভবিষ্যতের জন্য যথাযথ ভাবে সুশৃঙ্খল রাখতে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২ তীমথিয় ২:১-২৬ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

শেষকালে কোন কোন বিষয়গুলো ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে ঢুকে পরবে? ২ তীমথিয় ৩:১-৯ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

যে বিশ্বাসী প্রেরিত পৌলের শিক্ষা অনুসরন করে এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করে তার জীবনে কি ঘটে? ২ তীমথিয় ৩:১০-১৭ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন:

_____

_____

_____

পৌল কিভাবে তীমথিকে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন? ২ তীমথিয় ৪:১-৮ পদ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

ঈশ্বরের পরিবারকে সুশৃঙ্খল ভাবে সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে পৌল যেসব প্রতিপক্ষ এবং বন্ধুদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের সম্বন্ধে কিছু লিখুন। প্রত্যেকেই তাকে ছেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কে শেষ পর্যন্ত তার সাথে ছিলেন? ২ তীমথিয় ৪:৯-২২ পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার উত্তর লিখুন: _____

_____

_____

_____

<u>আলোচনা:</u> পৌলের মত আপনিও কি খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে ঈশ্বরের পরিবারের শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করেছেন? প্রেরিত পৌলের জীবন এবং তীমথিয় পত্রের কথাগুলোর সাথে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের তুলনা করুন, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যাচাই করুন।

_____

_____

_____

পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঈশ্বরের পরিবারের শৃঙ্খলার শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার জন্য বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

_____

<u>প্রয়োগ:</u> কবে এবং কখন আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

প্রজেক্ট চ

কীভাবে একটি মন্ডলী সম্পূর্ণভাবে সংগঠন করা যায়

নোট: আরেকটি প্রশিক্ষণ সহায়ীকা দেখুন- **ঈশ্বরের শিষ্যদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা**

নোট: ১৯২ পৃষ্ঠায় **বিরোধ নিষ্পত্তি** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন

নোট: ১৯৫ পৃষ্ঠায় **দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন

১. "সংগঠন" পদ্ধতি বিষয়ে পৌলের ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।

২. সংগঠন পদ্ধতিতে পৌলের পত্রাবলীর তিনটি ভাগ (আদি পত্রাবলী, মর্ধবর্তীকালীন পত্রাবলী এবং শেষকালীন পত্রাবলী) কিভাবে ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।

আদি পত্রাবলী:

মধ্যবর্তীকালীন পত্রাবলী:

শেষকালীন পত্রাবলী:

৩. মন্ডলী সংগঠনের জন্য একটি পরিপূর্ণ কৌশল রচনা করা শুরু করুন। এটি অবশ্যই একটি বাস্তব পরিকল্পনা হবে যা আপনি এই কোর্স শেষ করতে করতে আরও কিছু বিষয় সংযোজন-বিয়োজন করতে পারবেন।

পাঠ ২৫

বাইবেলীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী একটি সংগঠিত মন্ডলী

পৌল একজন আদর্শ মন্ডলী সংগঠক ছিলেন যিনি মন্ডলীর ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন এবং অন্যরা সেই ভিত্তির উপর সংগঠন করেছিল। তিনি শুধুমাত্র নতুন মন্ডলী স্থাপন করার ব্যপারেই মনোযোগী ছিলেন না উপরন্তু তিনি চেয়েছিলেন বর্তমান মন্ডলীগুলোকে শক্তিশালী ভাবে সংগঠিত করতে। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী একটি সংগঠিত বা প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর চিত্র কেমন হতে পারে?

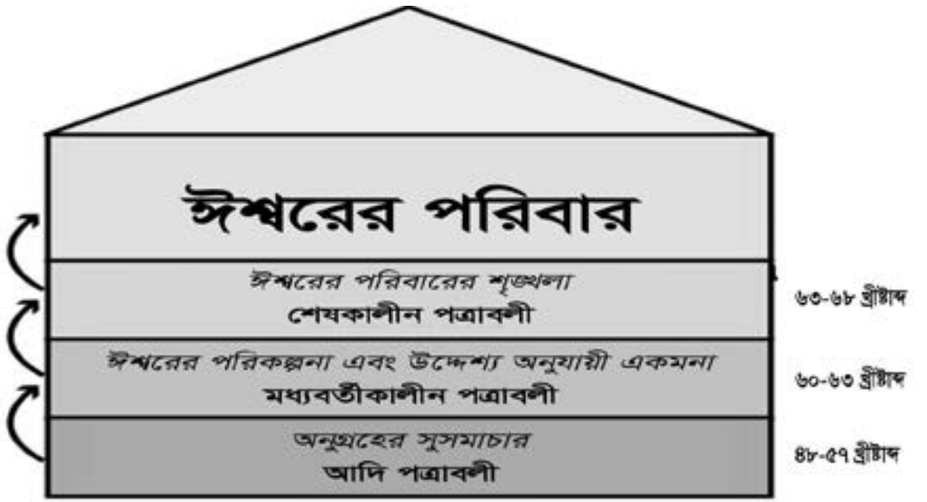

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে সংগঠিত মন্ডলী বিষয়ে কি শিক্ষা লাভ করলেন তা লিখুন।

প্রেরিত ১:৮

প্রেরিত ২:৩৭-৩৯

প্রেরিত ২:৪২-৪৭

প্রেরিত ১৩:১-৩

প্রেরিত ১৪:২১-২৩

প্রেরিত ২০:১৭-৩৮

১ করিন্থীয় ১৩:১-১৩ _____

_____

ইফিষীয় ১:১৫-১৮ _____

_____

কলসীয় ১:৩-৬ _____

_____

১ থিষলনীকীয় ১:২-৪ _____

_____

_____

১ থিষলনীকীয় ৪:১২ _____

_____

২ থিষলনীকীয় ১:৩-৪ _____

_____

১ থিষলনীকীয় ১৩:১৩ _____

_____

ধ্যান: শাস্ত্রাংশগুলোর উপর ভিত্তি সংক্ষেপে লিখুন যে এখান থেকে আপনি কোন কোন নীতিমালা এবং কাজগুলো খুঁজে পেয়েছেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময় যেকোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবে। (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: বর্তমান সময়ে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের অভিজ্ঞাতর সাথে এই নীতিমালাগুলোর তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজিক জীবনে কি কি পরিবর্তন নিয়ে আসা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তন গুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

প্রজেক্ট ছ

নূতন নিয়মের বর্ণনানুসারে মন্ডলী সংগঠন

নোট: ১৯৭ পৃষ্ঠায় **একে অন্যকে পরিচর্যা করা (মন্ডলীর সভ্য-সভ্যা),** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন।

নূতন নিয়মের বর্ণনানুসারে একটি সংগঠিত মন্ডলীর বর্ণনা দিন। "নতুন নিয়মের বর্ণনানুসারে মন্ডলী হলো..." এভাবে আপনার বর্ণনা শুরু করুন। স্বরণে রাখবেন যে মন্ডলীর মূল উপাদানগুলো সময় ও সংস্কৃতি ভেদে সব জায়গায় একই রকম। *নতুন নিয়মের বর্ণনানুসারে একটি সংগঠিত মন্ডলী হলো* _____

_____

_____

_____

_____

২. আপনার মাতৃমন্ডলীর সাথে আপনার বর্ণনা দেওয়া নূতন নিয়মের মন্ডলীর তুলনা করুন। আপনার মন্ডলীর কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে?

নোট: ২০৩ পৃষ্ঠায় **প্রেরিতিদের পরিচর্যা কাজের পরিমাপ** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন।

_____

_____

_____

_____

৩. বর্তমান সময়ের মন্ডলীগুলোকে নূতন নিয়মের মন্ডলী মত করে তুলতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোর জন্য আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন? _____

_____

_____

_____

_____

৪. আপনার মন্ডলীকে বাইবেলীয় আদর্শ অনুযায়ী শক্তিশালী ও নবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগীতা করার ক্ষেত্রে আপনার অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন: _____

_____

_____

_____

_____

অধ্যায় ৬ এ যাওয়ার আগে আরেকবার অধ্যায় ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ দেখে নিয়ে শূন্যস্থান গুলো পূরণ করুন। (লেখার জন্য আরও বেশি জায়গা লাগলে পাশের ফাঁকা জায়গাগুলোও ব্যবহার করতে পারেন।)

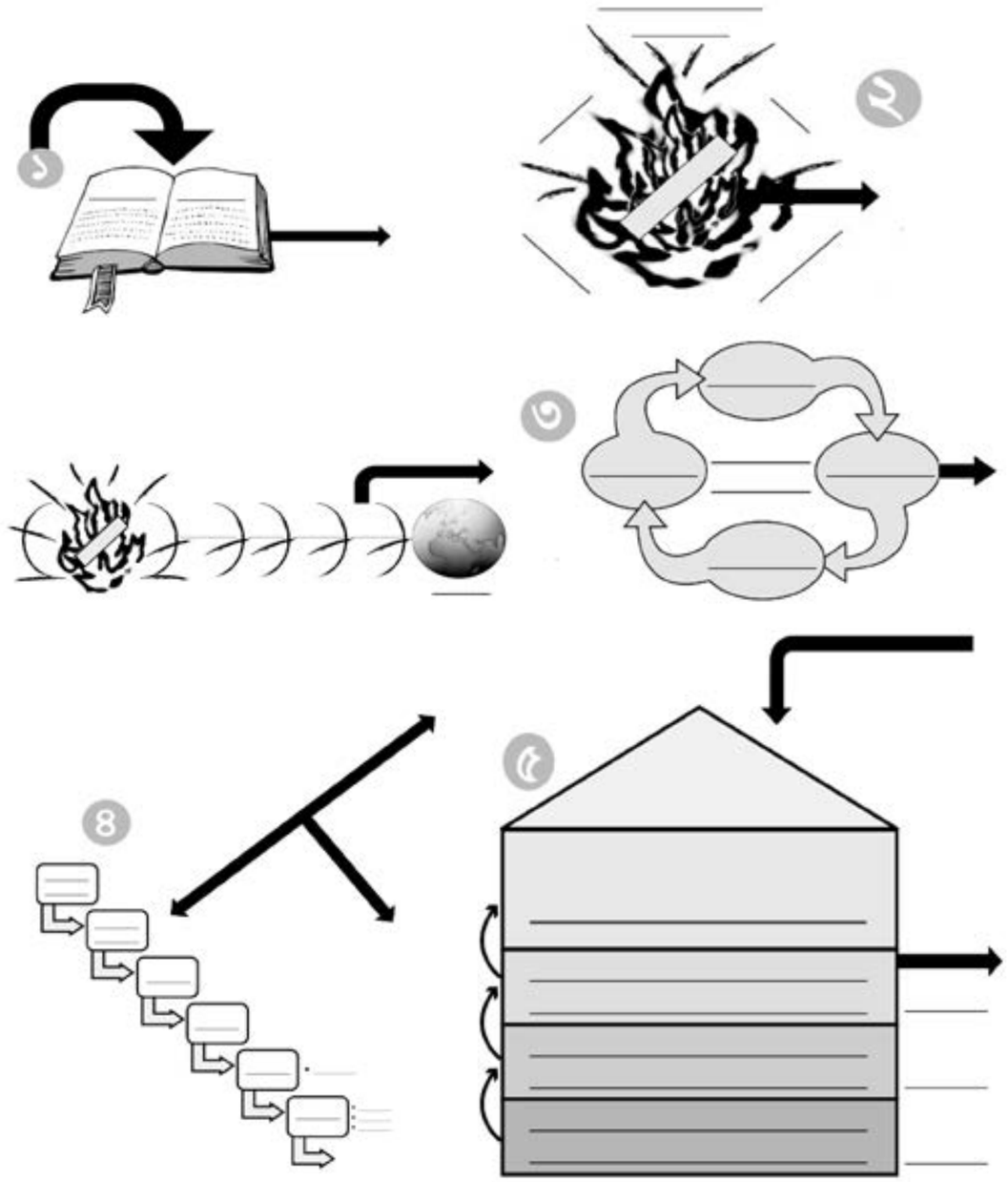

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

সুশৃঙ্খল মন্ডলী গঠন করা

সদাপ্রভু শৃঙ্খলার ঈশ্বর এবং যুগের জন্য তাঁর অন্তকালীন পরিকল্পনা হলো একটি সুশৃঙ্খল পরিবার বা মন্ডলী। তাঁর মন্ডলী পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এবং পরিবার একক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। তাঁর অনন্তকালীন পরিকল্পনা সমস্ত কৌশল, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তি। উপরের ডায়াগ্রামটি ঈশ্বরের পরিবারের চিত্র, তাঁর অনন্তকালীন পরিকল্পনার কাঠামো এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় সংগঠিত মন্ডলীর অগ্রগতির চিত্র প্রদর্শন করে।

ঈশ্বরের অন্তকালীন পরিকল্পনায়, পৌলের একটি দ্বি-মুখি পরিচর্যা কাজ ছিল

ইফিষীয় ৩:৭-১২ পদে পৌল বলেছেন যে তার পরিকল্পনার দুটি অংশ রয়েছে:

১. ইষিষীয় ৩:৮ পদ অনুযায়ী পৌলের দ্বি-মুখি পরিচর্যার প্রথম অংশ কি ছিল? _____

_____

২. ইফিষীয় ৩:৯ পদ অনুযায়ী পৌলের দ্বি-মুখি পরিচর্যার দ্বিতীয় অংশ কি ছিল? _____

_____

পৌল শুধু মাত্র "খ্রীষ্টের অনধিকৃত পরজাতিদের" কাছে সুসমাচার প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, উপরন্তু তিনি চেয়েছিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনার "ধনাধ্যক্ষতা বা প্রশাসন" পরিচালনার জন্য কাঠামো তৈরী করতে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানানো সুসমাচার প্রচারের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ; প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয় দুটি অবিচ্ছেদ্য, যেমন একটি পয়সার দুটি পাশ। যেহেতু আমরা সুসমাচার বিষয়ে অবগত, তাই চলুন আমরা এবারে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ইফিষীয় ৩:৯ পদে মূল যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ "প্রশাসন, ধনাধ্যক্ষতা অথবা পরিকল্পনা", এদের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। "প্রশাসন বা পরিকল্পনা" শব্দটি গ্রীক শব্দ *"ঐকোনোমিয়া"* থেকে এসেছে যা দু'টি ভিন্ন অর্থপূর্ণ শব্দের যুক্ত শব্দ। এই শব্দ দুটি হলো:

"ঐকোস" যার অর্থ হলো গৃহ, পরিবার, বা বাড়ি।

"নোমোস" শব্দের অর্থ আইন, শাসন অথবা ব্যবস্থাপনা যা আচরণকে শাসনে রাখে।

অতএব, ***"ঐকোনোমিয়"*** অর্থ গৃহের আইন (ঘরোয়া আইন) অথবা গৃহের ব্যবস্থা অথবা পরিবারিক শৃঙ্খলা। অনুগ্রহের সুসমাচার প্রচারের বাইরেও, পৌলের অন্যতম একটি প্রধান কাজ ছিল ঈশ্বরের পরিবার বা গৃহের শৃঙ্খলতা সম্পর্কে সকলকে জানানো। এই শৃঙ্খলা যিহুদী কি পরজাতি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; এটি একটি লুক্কায়িত রহস্য, কিন্তু বর্তমানে এটি প্রকাশিত। পৌল খুব স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধামাত্র খ্রীষ্টের অনধিকৃত পরজাতিদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করাই তার একমাত্র কাজ নয়, কিন্তু একই সাথে মন্ডলীকে ঈশ্বর কিরকম সুশৃঙ্খল দেখতে চান এবং এর কার্যক্রমগুলো কি কি হবে তা প্রকাশ করা। এই চিন্তাগুলো প্রতিনিয়ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পৌলের পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. ১ তীমথিয় ৩:১৪-১৫ পদ পড়ুন। পৌল এ চিঠিটি কেন লিখেছিলেন, এবং তিনি মন্ডলীকে কি জানাতে চেয়েছিলেন?

_____

_____

তীমথি ও তীতকে চিঠির মধ্য দিয়ে পৌল বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের গৃহ বা পরিবারে যথাযথ ভাবে জীবন-যাপন করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। পরিবার বিষয়ে এই ধারণা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত, কারণ প্রায় সকলেই পরিবার সম্বন্ধে ধারণা আছে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মন্ডলী এমন একটি পরিবার যা পরিবার এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিদের সমন্নয়ে গঠিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, ঈশ্বরের পরিবার অনেকগুলো একক গৃহ বা পরিবার নিয়ে গঠিত; তাই, ঈশ্বরের গৃহ বা পরিবার পারিবারিক শৃঙ্খলা অনুযায়ীই পরিচালিত হয়। পরিবারিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে মন্ডলীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ডায়াগ্রামটি আরেকবার লক্ষ্য করুন। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা মান্ডলীক শৃঙ্খলাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। পারিবারিক শান্তি, একভাব বিশিষ্টতা এবং একতা তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন সকলে পৌলের দিকনির্দেশনাগুলো অনুসরণ করবে এবং পরিবার ও মন্ডলীর জন্য তাদের ব্যক্তি পর্যায়ে বাইবেলীয় দায়িত্বগুলো পালন করবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় একটি ডায়াগ্রামটি আছে যা ঈশ্বরের গৃহ, মন্ডলী বা খ্রীষ্টের দেহে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসীদের জীবনে শৃঙ্খলা বিষয় ব্যাখ্যা বুঝতে সাহায্য করবে (১ করিন্থীয় ১২:১২-১৩)।

পৌল আশা রেখেছেন যে মন্ডলীর জন্য তিনি যে দিকনির্দেশনাগুলো উপস্থাপন করেছেন বিশ্বাসীরা যেন সেগুলো অনুসরণ করবে (১ করিন্থীয় ৪:১৭; ৭:১৭; ১৪:৩৩; ফিলিপীয় ২:১২)। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং মন্ডলীকে লেখা পৌলের ১৩টি চিঠির মাধ্যমে তিনি এই সমস্ত দিকনির্দেশনা এবং নীতিমালাগুলো উপস্থাপন করেছেন। এই দিকনির্দেশনাগুলো সঠিক ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছিল না বলে পৌল উপলব্ধি করেছিলেন যে মন্ডলীর শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে। আর এই কারণেই তীত ১:৫ পদে পৌল তীতকে ক্রীতীতে থেকে যেতে বলেছিলেন।

আমাদের পরিবার পরিচালনার দিকনির্দেশানা দেয়ার জন্য পৌল তীমথি এবং তীতকে তার শেষ পত্রগুলো লিখেছিলেন। পরিবারের মধ্যে যেমন কোন দন্দ্ব-সংঘাত থাকতে পারে না, তেমন মন্ডলীর মধ্যেও নয়। পরিচর্যা কাজ মন্ডলীর জন্য পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে, ঠিক যেমন নারী পুরুষের পরিপূরক, পরিচারকগণ প্রাচীনদের পরিপূরক, এবং প্রাচীনবর্গ খ্রীষ্টের পরিপূরক। পরিবার কিম্বা মন্ডলী কোথাও কারো সাথে যেন অসন্তোষজনক মনোভাব না থাকে, কারণ এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটিই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন ১ তীমথি ৩:৪-৫ এবং তীত ১:৬ পদে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিচালনা করতে পারে না, সে কিভাবে মন্ডলীর দায়িত্ব পালন করবে! শক্তিশালী বাইবেলীয় নেতৃত্বের কারণেই মন্ডলীতে শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

ঘরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক দেখলে তার প্রভাব আমাদের মন্ডলীক জীবনেও পরে। পরিবারের মত মন্ডলীতেও তখন আমরা খ্রীষ্টিয় সম্পর্কের মাধ্যমে সঠিক ভাবে আমাদের ভূমিকা রাখতে এবং দায়িত্ব কাঁথে তুলে নিতে পারি। মন্ডলী যেহেতু একটি পরিবার এবং এটি কোন ব্যবসায় নয়, সুতরাং পরিবারের যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সচেতন হই তা মন্ডলীতে আমাদের দায়িত্ব নেবার এবং পরিচর্যা করার ইচ্ছা বৃদ্ধি করবে। মন্ডলী হলো অনেকগুলো পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত ঈশ্বরের একক পরিবার, চলুন দেখা যাক ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ভাবে একসাথে মন্ডলীর জন্য কাজ করার বিষয়ে পৌল কি বলেছেন।

আমাদের প্রথম পাঠ শুরু করার পূর্বে, ১২৭ পৃষ্টায় ডায়াগ্রামটি আরেকবার দেখে নিন, আপনি দেখতে পাবেন যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মধ্য দিয়ে জগতের কাছে খ্রীষ্ট প্রকাশিত এবং দৃশ্যমান হবেন। আমাদের ব্যক্তি, বৈাবহিক, পারিবারিক এবং মান্ডলীক সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশিত হবেন (প্রেরিত ৪:১৩)। সম্পর্কের এই সূত্র প্রত্যেকটি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, সুতরাং এদের একটি ক্ষতি সম্পূর্ণ সম্পর্কটাকে প্রভাবিত করে ফলে পৃথিবীর কাছে খ্রীষ্টের স্ত্রীর (ভার্যার) চিত্রটি অপ্রীতিকর ভাবে প্রকাশ পায়। এখন ঈশ্বরের রব শোনার সময়

পাঠ ২৬

গৃহ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা

ঈশ্বরের শৃঙ্খলায় বিশ্বজগত পরিচালিত হয়, তাই ঈশ্বরের পরিবারেরও শৃঙ্খলা রয়েছে। ঈশ্বরের পরিবার অর্থাৎ মন্ডলী অনেকগুলো পরিবার এবং একক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত (নিচের ডায়াগ্রামটি দেখুন)। পৌল তীমথি ও তীতকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে ঈশ্বরের পরিবার তথা মন্ডলীকে যথাযথ ভাবে পরিচালনা দিতে হবে।

পরিবারগুলো পরিবার

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো পড়ুন এবং পর্যবেক্ষণ করুন। ঈশ্বরের পরিবারে বসবাসের বিষয়ে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ১৮:১৯ _____

_____

আদিপুস্তক ৩৫:২-৪ _____

_____

_____

মথি ১২:২৫ _____

_____

১ পিতর ৪:১৭ _____

_____

রোমীয় ১২:৪-৫ _____

_____

_____

১ করিন্থীয় ১১:৩ _____

_____

১ করিন্থীয় ১২:১-২৬ _____

_____

_____

ইফিষীয় ২:১৯-২০ _____

_____

ইফিষীয় ২:২১-২২ _____

_____

১ তীমথিয় ৩:৪-৫ _____

_____

১ তীমথিয় ৩:১৪-১৫ _____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

তীত ২:১-১০ _____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীর বর্তমান জীবনের সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কেন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসেবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ২৭

খ্রীষ্টেতে আপনার জীবন

একজন বিশ্বাসীর পক্ষে খ্রীষ্টে তার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের বিষয়টি জানার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিত্তিগত আর কিছুই নেই। খ্রীষ্টের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সম্পদগুলো বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত ভাবে পরিত্রাণ লাভের সাথে সাথে সংযুক্ত হয়। এগুলো কোনভাবেই মানুষের যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু এগুলো ঈশ্বরের পুত্রের যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো শুধুমাত্র ঐশ্বরিক প্রকাশের মাধ্যমেই জানা যায়।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংসগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। খ্রীষ্টের সাথে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে শাস্ত্র থেকে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

ইফিষীয় ১:৩ _____

ইফিষীয় ১:৪ _____

ইফিষীয় ১:৫ _____

ইফিষীয় ১:৭ _____

ইফিষীয় ১:১১ _____

ইফিষীয় ১:১৩ _____

ইফিষীয় ২:৬ _____

ইফিষীয় ২:৭ _____

ইফিষীয় ২:১০ _____

ইফিষীয় ২:১৩ _____

ইফিষীয় ২:১৬ _____

ইফিষীয় ২:২২ _____

ইফিষীয় ৩:৬ _____

ইফিষীয় ৩:১৯ _____

রোমীয় ৩:২৪ _____

রোমীয় ৫:১৭ _____

রোমীয় ৬:৩ _____

রোমীয় ৬:৪ _____

রোমীয় ৬:৫ _____

রোমীয় ৬:১০ _____

রোমীয় ৬:২৩ _____

রোমীয় ৮:১ _____

রোমীয় ৮:৩৭ _____

রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ _____

_____

রোমীয় ১৬:১০ _____

১ করিন্থীয় ১:২ _____

১ করিন্থীয় ৪:১০ _____

১ করিন্থীয় ১৫:২২ _____

২ করিন্থীয় ২:১৪ _____

২ করিন্থীয় ৫:১৭ _____

২ করিন্থীয় ১২:৯ _____

গালাতীয় ২:১৭ _____

গালাতীয় ২:১৯-২০ _____

_____

_____

গালাতীয় ৩:১৪ _____

_____

কলসীয় ১:২৭ _____

_____

কলসীয় ২:৯-১০ _____

_____

_____

কলসীয় ৩:৩ _____

_____

২ তীমথিয় ২:১ _____

_____

২ তীমথিয় ২:১০ _____

_____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কবে এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ: ২৮

খ্রীষ্টেতে আপনার জীবন

জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পথ চলার সুযোগ একজন বিশ্বাসীর জীবনে সবচেয়ে বড় আশির্বাদ। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তাঁর সাথে সময় কাটানো খুবই প্রয়োজনীয় এবং খ্রীষ্টের সাথে পথ চলতে চলতে আত্মিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন ঈশ্বরের সাথে সময় অতিবাহিত করেন, তখন আপনি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন। খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে এবং তাঁর সাথে সময় অতিবাহিত করার জন্য আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান এবং প্রার্থনায় কাটাতে পারি।

নোট: ১৮৮ পৃষ্ঠায় **প্রভুর ভোজ,** নামক সম্পূরক অংশটি দেখুন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং খ্রীষ্টের সাথে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে কি শিখেছেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ৩:৮-৯ _____

_____

আদিপুস্তক ৫:২৪ _____

আদিপুস্তক ৪৮:১৫ _____

১ করিন্থীয় ২৩:৩০ _____

যিহোশূয় ১:৮ _____

গীতসংহিতা ৫:৩ _____

গীতসংহিতা ১৬:১১ _____

যিরমিয় ১৫:১৬ _____

মথি ৪:৪ _____

মথি ৬:৬ _____

মথি ৬:১১ _____

মথি ৬:৩৩ _____

মার্ক ১:৩৫

মার্ক ৩:১৩-১৪

লূক ১০:৩৮-৪২

লূক ১৫:৩-৩২

যোহন ৬:২৫-৫১ এবং যাত্রাপুস্তক ১৬:১৩-২১

যোহন ১৫:১-১১

যোহন ২১:১৫-১৯

প্রেরিত ৪:১৩

প্রেরিত ২০:২৮

২ করিন্থীয় ৪:১৬-১৮

ফিলিপীয় ৩:৭-১৪

১ তীমথিয় ৪:১৬

ইব্রীয় ৫:১১- ৬:১

১ পিতর ১:২২- ২:৩

১ যোহন ১:৩-৭

প্রকাশিত বাক্য ৩:২০

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য)

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের কোন কেনে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

পাঠ ২৯

বিবাহের গুরুত্ব

মন্ডলী সংস্কৃতিকে সুযোগ দিয়েছে বিবাহকে পুনরায় সংজ্ঞায়ীত করার জন্য। ঈশ্বরের বাক্য বিবাহকে নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটি পবিত্র সম্পর্কের বন্ধন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। শাস্ত্রের দিকে ফিরে গিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী বাইবেলীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিবাহরে গুরুত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অনুধাবন করতে পারেন কারণ বিবাহ খ্রীষ্টের দেহ মন্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

নোট: ২০১ পৃষ্ঠায় **সমকামিতা এবং সম-লিঙ্গের বিবাহ** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন।

মন্ডলী
পরিবারসমূহের পরিবার

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংস গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং বিবাহ বিষয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ২:১৮-২৫ _____

_____

মথি ১৯:৩-৬ _____

_____

মার্ক ১০:৬-৯ _____

লূক ২০:৩৪-৩৫ _____

১ করিন্থীয় ৭:১-৬, ২৬ _____

_____

_____

১ করিন্থীয় ১৩:৪-১৩ _____

_____

ইফিষীয় ৩:৮-১১ _____

_____

ইফিষীয় ৫:২৯-৩৩ _____

_____

কলসীয় ৩:১৮-২৩ _____

_____

ইব্রীয় ১৩:৪-৬ _____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের কোন কেনে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৩০

স্বামীদের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য খুবই স্পষ্টভাবে পরিবার এবং গৃহের কর্তৃত্ব স্বামীদের উপর দিয়েছেন যেন তারা সর্বোচ্চ্য কর্তৃপক্ষ খ্রীষ্টের কর্তৃত্বের কাছে সমর্পিত থাকে। স্বামীর ভূমিকা হলো স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের ভালবাসা, পরিচালনা দান করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আত্মিক ও শারীরিক প্রয়োজন মিটানো এবং সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব দেয়া। মন্ডলীর একজন পালক, প্রাচীন বা অধ্যক্ষ হিসেবে এগুলো তার পরিচর্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়িত্ব।

মন্ডলী
পরিবারসমূহের পরিবার

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং স্বামীর ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ২:১৫-২৪ _____

_____

আদিপুস্তক ৩:১-৭ _____

_____

আদিপুস্তক ৩:৮-২০ _____

_____

যিরমিয় ৪৪:১৯-২৩ _____

_____

১ করিন্থীয় ১১:৩ _____

১ করিন্থীয় ১৪:৩৩-৪০ _____

_____

ইফিষীয় ৫:২১ _____

ইফিষীয় ৫:২৩-২৪ _____

_____

ইফিষীয় ৫:২৫ _____

ইফিষীয় ৫:২৬ _____

ইফিষীয় ৫:২৭ _____

ইফিষীয় ৫:২৮-৩০ _____

_____

ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ _____

_____

ইফিষীয় ৫:৩৩ _____

কলসীয় ৩:১৯ _____

১ তীমথিয় ৩:১-৬ _____

ইব্রীয় ১১:৭ _____

১ পিতর ২:১৮- ৩:৯ _____

_____

_____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

পাঠ ৩১

স্ত্রীদের ভূমিকা

হিতোপদেশ বলে, "গুণবতী স্ত্রী কে পাইতে পারে? মুক্তা হইতেও তাহার মূল্য অধিক।" অধিকাংশ সময়ই সংস্কৃতিগত দৃষ্টিকোন থেকে স্ত্রীলোকের এই সমস্ত ভূমিকা বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু শাস্ত্র যদি পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন ভাবে অনুধাবন করা হয়, তবে দেখা যায় যে সেই স্ত্রী স্বামীর শোভাস্বরূপ এক অপরূপা স্ত্রী। স্বামীর পরিচর্যা কাজ এবং আত্মিক সুস্থিরতার জন্য স্ত্রীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ২:১৫-২৪ _____

আদিপুস্তক ৩:১-৭ _____

আদিপুস্তক ৩:৮-২০ _____

হিতোপদেশ ১২:৪ _____

_____

হিতোপদেশ ১৯:১৪ _____

হিতোপদেশ ৩১:১০-৩১ _____

যিরমিয় ৪৪:১৯-২৩ _____

_____

১ করিন্থীয় ৭:১-৫ _____

_____

১ করিন্থীয় ১৪:৩৩-৪০ _____

ইফিষীয় ৫:২১-২৪ _____

কলসীয় ৩:১৮ _____

১ তীমথিয় ৩:১১ _____

তীত ২:৩-৫ _____

১ পিতর ২:১৮-৩:৯ _____

_____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

পাঠ ৩২

অভিভাবকদের ভূমিকা

চলুন বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া যাক, পরিবার হলো শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণের সবচেয়ে কঠিনতম স্থান। সবচেয়ে ভাল সংবাদ হলো পৌল তীমথিকে বলেছেন যে প্রত্যেক শাস্ত্র-লিপি ঈশ্বর নিশ্বসিত, এবং শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য উপকারী (২ তীমথিয় ৩:১৬), এবং পরিপক্ক লোক গঠনের জন্য যথেষ্ট (৩:১৭), যার অর্থ হলো অভিভাবকদের সাহায্য করার জন্য বাইবেলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং নির্দেশনা রয়েছে।

মন্ডলী
পরিবারসমূহের পরিবার

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং অভিভাবকত্ব সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ১:২৬ - ৩:২৪ _____

_____

_____

আদিপুস্তক ২২:১-১৪ _____

_____

_____

দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৯_____

_____

_____

হিতোপদেশ ১৩:২৪ _____

হিতোপদেশ ১৭:৬ _____

_____

হিতোপদেশ ১৯:১৩ _____

হিতোপদেশ ২২:৬ _____

মালাখি ৪:৫-৬ _____

_____

যোনা ৯: ১-৩ _____

_____

রোমীয় ১:৩০ _____

ইফিষীয় ৬:১-৪ _____

_____

_____

কলসীয় ৩:২০-২১ _____

_____

২ তীমথিয় ৩:২ _____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।
_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?
_____

_____

_____

_____

সন্তানদের ভূমিকা

বর্তমান সময়ের সংস্কৃতি সন্তানদেরকে তাদের অভিভবাকদের সম্মান এবং বাধ্য থাকার বিষয়ে উৎসাহিত করে না। ঈশ্বরের বাক্য স্পষ্ট ভাবে শিক্ষা দেয় যে সন্তানেরা পিতা-মাতার বাধ্য থাকবে এবং সম্মান করবে। সম্মান করা সব সময় সহজ হয়ে ওঠে না কিন্তু এই আদেশ যদি মান্য করা যায় তবে তা জীবনে পরিপূর্ণতা দান করে।

মন্ডলী
পরিবারসমূহের পরিবার

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সন্তানদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

১ শমূয়েল ১:২১-২:৩৬ _____

_____

_____

ইয়োব ৩১:১৫ _____

গীতসংহিতা ১২৭:৩-৪ _____

গীতসংহিতা ১৪৪:১২ _____

হিতোপদেশ ১:৭-১০ _____

_____

_____

হিতোপদেশ ৪:১ _____

হিতোপদেশ ৫:৭ _____

হিতোপদেশ ১৭:৬ _____

হিতোপদেশ ৩১:২৮ _____

যিরমিয় ১:৫ _____

মার্ক ১০:১৪-১৬ _____

_____

লূক ২:৪০, ৫২ _____

_____

ইফিষীয় ৬:১-৩ _____

_____

কলসীয় ৩:২০ _____

১ তীমথিয় ৫:৪ _____

২ তীমথিয় ১:৫ _____

২ তীমথিয় ৩:১-৫ _____

২ তীমথিয় ৩:১৫ _____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পরিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা

১. পরিবারে প্রত্যেকের ভূমিকাগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি পরিবারে তাদের দায়িত্বগুলো সক্ষেপে উল্লেখ করুন।

খ্রীষ্ট:

বিবাহ:

স্বামী:

স্ত্রী:

অভিভাবক:

সন্তান:

২. (১) নং উত্তরের সাথে আপনার পরিবারের তুলনা করুণ। আপনার পরিবারের কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে?

৩. এধরনের পরিবর্তন আনার জন্য আপনি কি কি করতে পারেন?

৩. আপনার পরিবারে আপনার ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলো জন্য সংক্ষেপে একটি কৌশল তৈরী করুন:

যেহেতু নিজেদের পরিবারে শৃঙ্খলা আনায়ন সম্ভব হয়েছে, এখন আসুন এই পরিবর্তন পরবার থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে মন্ডলীতে বা ঈশ্বরের গৃহে ছড়িয়ে দেই, যেন ঈশ্বরের পরিবারে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আমরা শিখলাম যে মন্ডলীর শৃঙ্খলা পারিবারিক শৃঙ্খলার মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। এটি অত্যন্ত সহজ ও সরল একটি নীতিমালা কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই পারিবারিক কাঠামো রয়েছে। তবে জন্মগত ভাবে এই ধারণা আমাদের মধ্যে থাকা সত্বেও বর্তমান মন্ডলীগুলোতে পারিবারিক সমস্যা মন্ডলী অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবিক, পরিবারের যেকোন সমস্যাই মন্ডলীকে প্রভাবিত করে। তাই, মন্ডলীর শৃঙ্খলা বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে পারিবারিক শৃঙ্খলা সম্পর্কিত এই শিক্ষাটি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পাঠ ৩৪

সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্যে সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের বা প্রেরিতদের কার্যাবলী খুব স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। প্রৈরিতিক মন্ডলী এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী বিবেচনা করে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই যে সে সমস্ত ব্যাখ্যাগুলো শুধুমাত্র প্রথম শতাব্দির জন্যই প্রযোজ্য ছিল। সেই সব নীতিমালাগুলোই মূলত ঈশ্বরের গৃহের নূতন ভিতি স্থাপন এবং পুরাতন ভিত্তিগুলোকে নবায়ন করার জন্য কাজ করছে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিই বহুদিন ধরে মন্ডলীতে উপেক্ষিত এবং লুকায়িত অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে মন্ডলী দুর্বল এবং স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

নোট: ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠায় **প্রেরিতিদের পরিচর্যা কাজের পরিমাপ** নামক সম্পূরক অংশটি দেখুন; ২০৫-২০৮ পৃষ্ঠায় **মন্ডলী সংগঠকদের পরিচর্যা কাজের বাইবেলীয় ব্যাখ্যা**, এবং ২০৯-২১১ পৃষ্ঠায় **মন্ডলী সংগঠকদের অর্থনৈতিক সহযোগীতা** নামক সম্পূরক অংশগুলো দেখুন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সুসমাচারের পরিচারকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

প্রেরিত ১৪:১৪-১৫ _____

_____

_____

প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ _____

_____

ইফিষীয় ৩:৭ _____

ইফিষীয় ৪:১১-১৪ _____

_____

১ তীমথিয় ১:৫-২০ _____

_____

১ তীমথিয় ২:১-৭ _____

_____

তীত ১:৫ _____

২ তীমথিয় ২:১৫-২৬ _____

_____

২ তীমথিয় ৪:১-৭ _____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৩৫

পালক/প্রাচীন/বিশপ/অধ্যক্ষগণের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য মন্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা ভূমিকাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করেছে। মূলত নাম গুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও এগুলোর কাজ প্রায় একই, অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিবারের মেষদের পালক হিসেবে বা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। এই দায়িত্বের নামগুলো সবসময় বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই সমস্ত পদে একের অধিক লোক দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। তারা হলেন প্রধান মেষপালক-খ্রীষ্টের অধিনে মন্ডলীর মেষপালক, এবং মন্ডলী পরিচালনার জন্য তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার ভিত্তি হলো ঈশ্বরের বাক্য।

নোট: ২১২ পৃষ্ঠায় **পালক/ প্রাচীনবর্গ/বিশপদের যোগ্যতা- পরিমাপ** নামক সম্পূরক অংশটি দেখুন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং পালক/প্রাচীন/বিশপ/অধ্যক্ষদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

যিহিষ্কেল ৩৪:১-৩১

তীত ১:৫ _____

_____

প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ _____

_____

১ তীমথি ৩:১-৭ _____

_____

১ তীমথি ৫:১৭-২০ _____

_____

তীত ১:৫-৯ _____

_____

ইব্রীয় ১৩:৭ _____

_____

১ পিতর ৫:১-৪ _____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৩৬

পরিচারকদের ভূমিকা

পরিচারকদের ভূমিকা এবং কাজ সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাখ্যা এমন যে পরিচারকগণ দাসরূপ নেতৃত্বের মনোভাব নিয়ে মন্ডলীর প্রাচীনদের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক, সাময়িক এবং বস্তুগত বিষয়গুলোতে যুক্ত থেকে সেবা কাজ করবে। যেহেতু তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রাচীনবর্গের আদর্শ প্রতিফলিত এবং প্রাচীনবর্গের কাজের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের আদর্শ প্রতিফলিত হয়, একারণে পরিচারকদের যোগ্যতা ঈশ্বরের বাক্যের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক।

নোট: ২১৫ পৃষ্ঠায় **পরিচারকদের যোগ্যতা- পরিমাপ** নামক সম্পূরক অংশটি দেখুন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং পরিচারকদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

প্রেরিত ৬:১-৭ _____

_____

_____

_____

_____

রোমীয় ১৬:১ _____

_____

_____

১ তীমথিয় ৩:৮-১৩ _____

_____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবতন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৩৭

নারী ও পুরুষের ভূমিকা

বর্তমান সংস্কৃতি পরিবার এবং মন্ডলীতে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা এমন ঘুরিয়ে দিয়েছে যা মূলত ঈশ্বরের বাক্যে বর্ণিত কাঠামোর বিরোধিতা করে। ঈশ্বরের রব শোনার মধ্য দিয়ে আপনি ঈশ্বরের পবিত্র নকশার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন এবং পরিবার ও মন্ডলীতে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব বন্টন সম্পর্কিত শিক্ষা লাভ করতে পারবেন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

লূক ২:৩৬-৩৮ _____

_____

প্রেরিত ১:১৪ _____

প্রেরিত ২:১৭; ২১:৯ _____

_____

গালাতীয় ৩:২৮ _____

_____

১ করিন্থীয় ১১:১-১৬ _____

_____

১ করিন্থীয় ১৪:২৬-৪০ _____

_____

_____

ইফিষীয় ৫:২১-৬:৪ _____

_____

_____

ফিলিপীয় ৪:২-৩ _____

_____

কলসীয় ৩:১৮-৪:১ _____

_____

_____

১ তীমথিয় ২:৮-১৪ _____

_____

_____

১ তীমথিয় ৩:৪-৫ _____

_____

১ তীমথিয় ৫:৯-১৫ _____

_____

_____

তীত ২:৩-৫ _____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৩৮

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য প্রাথমিক মন্ডলীতে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সমর্থন করেছে এবং আত্ম-সংযমী, পরিপক্ক বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে জীবন যাপন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। যুবক ও কমবয়সীদের ঈশ্বরের বাক্য থেকে উদাহরণ সহকারে শিক্ষা দেবার মত গুরু দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত আছে। পুরাতন নিয়মে এই বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রচীন বলে অবিহিত করা হতো এবং তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য তাদের অত্যন্ত সম্মান করা হতো।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

গীতসংহিতা ১৪৮:১২-১৩ _____

_____

_____

হিতোপদেশ ২০:২৭-২৯ _____

_____

_____

প্রেরিত ২:১৭ _____

_____

১ তীমথিয় ৫:১ _____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

তীত ১-২ _____

_____

তীত ৩:৮-১১ _____

_____

১ পিতর ৫:১-৫ _____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৩৯

বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য প্রাথমিক মন্ডলীতে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অত্যন্ত্য গুরুত্বের সাথে সমর্থন করেছে, বিশেষ ভাবে খ্রীষ্ট, পৌল এবং প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজে তাদের সেবার বিষয়ে। কম বয়সী এবং যুবতীদেরকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে উদাহরণ সহকারে শিক্ষা দেওয়ার মত গুরু দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। সেসময়কার কিছু স্ত্রীলোক সম্ভবত বিধবা ছিল এবং পরিচারকিনী হিসবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ফলে ঈশ্বরের সেবায় তারা অধিকতর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশ গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলোদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

১ তীমথিয় ৫:১-২ _____

_____

_____

_____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

_____

তীত ২:৩-৫ _____

_____

_____

_____

ধ্যান: সংক্ষেপে সারাংশ লিখুন যে নিচের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশের ভিত্তিতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কি কি নীতিমালা এবং কাজ অনুধাবন করতে পারলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন সংস্কৃতিতে ব্যবহার করতে পারবে? (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: নীতিমালাগুলোকে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৪০

যুবকদের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য খুব স্পষ্ট ভাবে ঈশ্বরের পরিবারে যুবকদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে অনেক যুবক পরিচর্যা কাজের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছে, এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের দায়িত্ব থেকে অবসরে যাচ্ছেন, কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন মন্ডলীর প্রতি তাদের উভয়েরই খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কাজ রয়েছে। যুবক এবং কিশোররা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে শিখবে।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

গীতসংহিতা ১১৯:৯-১৬ _____

_____

_____

_____

হিতোপদেশ ২০:২৭-২৯ _____

_____

_____

প্রেরিত ২:১৭ _____

_____

১ তীমথিয় ৫:১ _____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

তীত ২:১-৭ _____

_____

১ পিতর ৫:৫ _____

_____

১ যোহন ২:১২-১৭ _____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রাংশগুলোর পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতিতে এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনা করে দেখুন। _____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? _

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৪১

যুবতীদের ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য খুব স্পষ্ট ভাবে ঈশ্বরের পরিবারে যুবতীদের ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে যুবতীরা মন্ডলী বিমুখ হচ্ছে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা দায়িত্ব থেকে অবসরে যাচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন মন্ডলীর প্রতি তাদের উভয়েরই খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কাজ রয়েছে। যুবতী এবং কিশোরীরা এই বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে যার মধ্য দিয়ে তারা পরিপক্ক এবং গুণবতী স্ত্রী এবং ধার্ম্মিক জননী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যুবতীদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

গীতসংহিতা ১১৯:৯-১৬ _____

_____

_____

_____

১ তীমথিয় ৫:১-২ _____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

_____

তীত ২:১-৫ _____

_____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রাংশগুলোর পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতিতে এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

পাঠ ৪২

বিধবাদের ভূমিকা

আপনি সম্ভবত ঈশ্বরের বাক্যে অন্যান্য যেকোন শ্রেণীর ভূমিকা থেকে বিধবাদের ভূমিকা সম্পর্কে বেশি শিক্ষার উল্লেখ পাবেন। ঈশ্বরের পরিবারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং কাজের বিষয় জানলে আপনি চমৎকৃত হবেন। প্রৈরিতীক মন্ডলীতে তারা খুব সম্ভবত প্রেরিত এবং প্রাচীনবর্গের পরিচর্যাকারিনী এবং প্রাথমিক মন্ডলীর সময়ে পরিচারকিনী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মন্ডলীতে তাদের দায়িত্ব এবং গুনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে আরও বিস্তৃত ভাবে শিখতে পারবেন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং বিধবাদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

লূক ২১:১-৪ _____

_____

_____

_____

প্রেরিত ৬:১ _____

_____

১ করিন্থীয় ৭:৩৯-৪০ _____

_____

_____

১ তীমথিয় ৫:১-১৬ _____

_____

_____

_____

তীত ১:৫ _____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রংশগুলোর পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতিতে এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনা করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

প্রজেক্ট ১

মান্ডলীক শৃঙ্খলা বজায় রাখা

১. নিচে উল্লেখিত প্রত্যেকটি পদের মান্ডলীক ভূমিকা ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি পরিবার সমূহের পরিবারের তথা মন্ডলীতে প্রতি তাদের দায়িত্বগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

সুসমাচারের পরিচর্যাকারী (প্রচারক বা প্রেরিত - পাঠ ৩৪): _____

পালক/প্রাচীন/বিশপ (পালরক্ষক অথবা অধ্যক্ষ - পাঠ ৩৫): _____

পরিচারক (সেবক - পাঠ ৩৬): _____

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ (পিতা - পাঠ ৩৮): _____

বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা (মাতা - পাঠ ৩৯): _____

যুবক (পুত্র - পাঠ ৪০): _____

যুবতী (কন্যা - পাঠ ৪১): _____

বিধবা (পরিচারকিনী - পাঠ ৪২): _____

২. উপরে (১) এ উল্লেখিত আপনার উত্তরের সাথে আপনার মন্ডলীর বর্তমান চিত্র তুলনা করে দেখুন। আপনার মন্ডলীর কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? _____

৩. বাস্তবে এই পরিবর্তন সম্ভব করে তুলতে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন? _____

৪. মান্ডলীক পরিবারে আপনার ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলো নিয়ে সংক্ষেপে একটি কৌশল তৈরী করুন।

অধ্যায় ৭ এ যাবার আগে পুনরায় অধ্যায় ১ ,২ ,৩ ,৪ ,৫ এবং ৬ দেখে নিন এবং নিচের শূন্যস্থানগুলো পূরন করুন। (লেখার জন্য আপনার বেশি জায়গা প্রয়োজন হলে পাশের ফাকা জায়গাগুলোতেও লিখতে পারেন)।

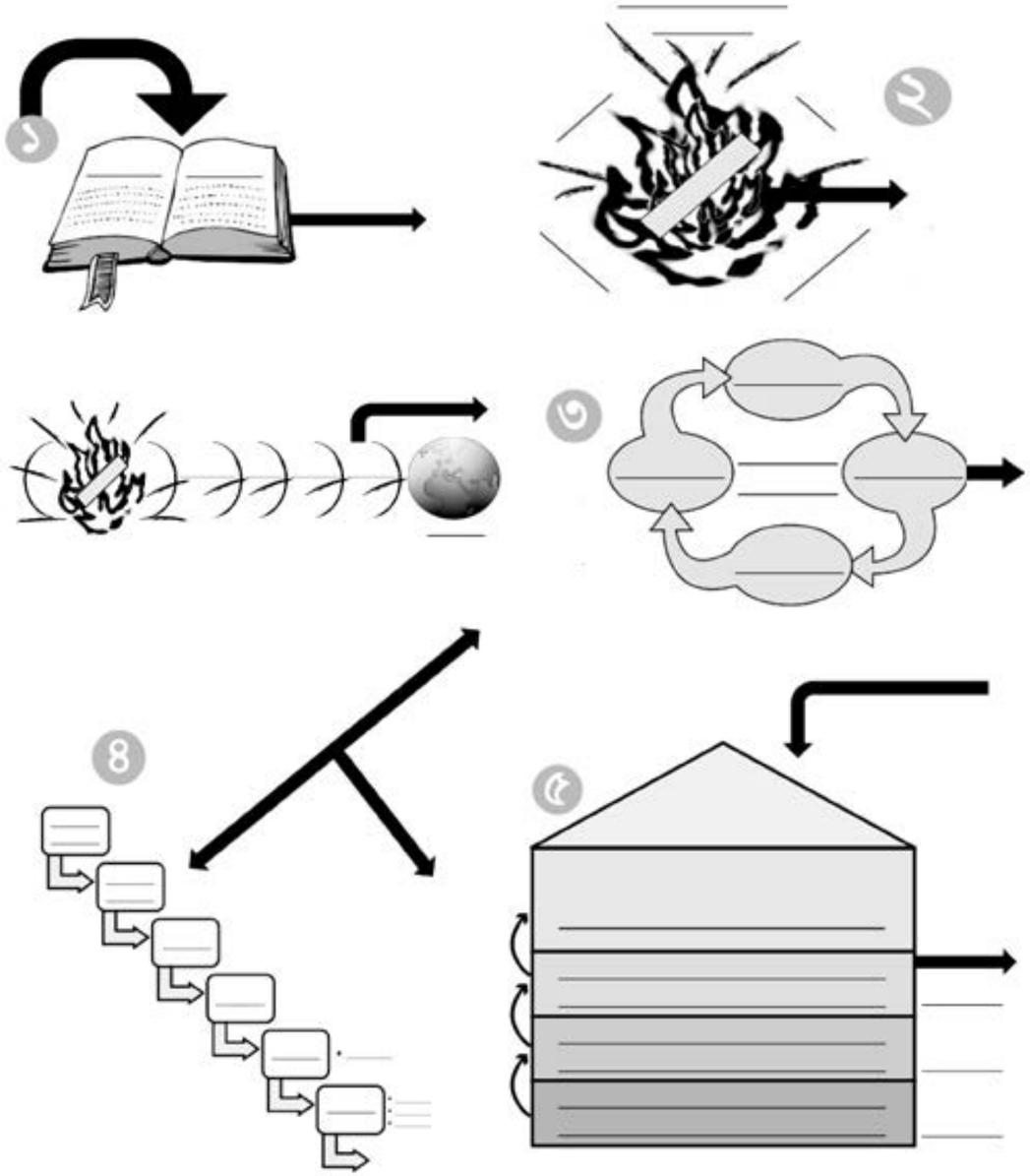

অধ্যায় ৭

আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়ন কৌশল গড়ে তোলা

আমাদের চ্যালেঞ্জ: এবার, আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে সর্বযুগের সর্ব-সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নীতিমালগুলো থেকে যা শিখেছেন, তা ব্যবহার করে আপনার একটি ব্যক্তিগত মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়ন কৌশল তৈরী করুন। এ কাজ আরও সহজ করে তোলার জন্য আপনি উপরের ডায়গ্রামটি ভালভাবে লক্ষ্য করুন। ডায়গ্রামে কিভাবে "তখন" এর মূখ্য বিষয় বা কাজগুলোর সাথে "এখন" এর গৌণ অথবা কাঠামো অংশগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে মূখ্য অথবা কাজগুলো "এখন" এ ব্যবহৃত হতে পারে।

মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়নের জন্য আপনার নিজস্ব কৌশল তৈরী করুন

"তখন" এবং "এখন"এর মধ্যে যোগসূত্র বোঝার জন্য আবহমান সংস্কৃতির সর্বগ্রাহ্য নীতিমালাগুলো ব্যবহার করুন। আপনার বোঝার সুবিধার্থে নিচে আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর ডায়াগ্রামটি আবার দেখুন:

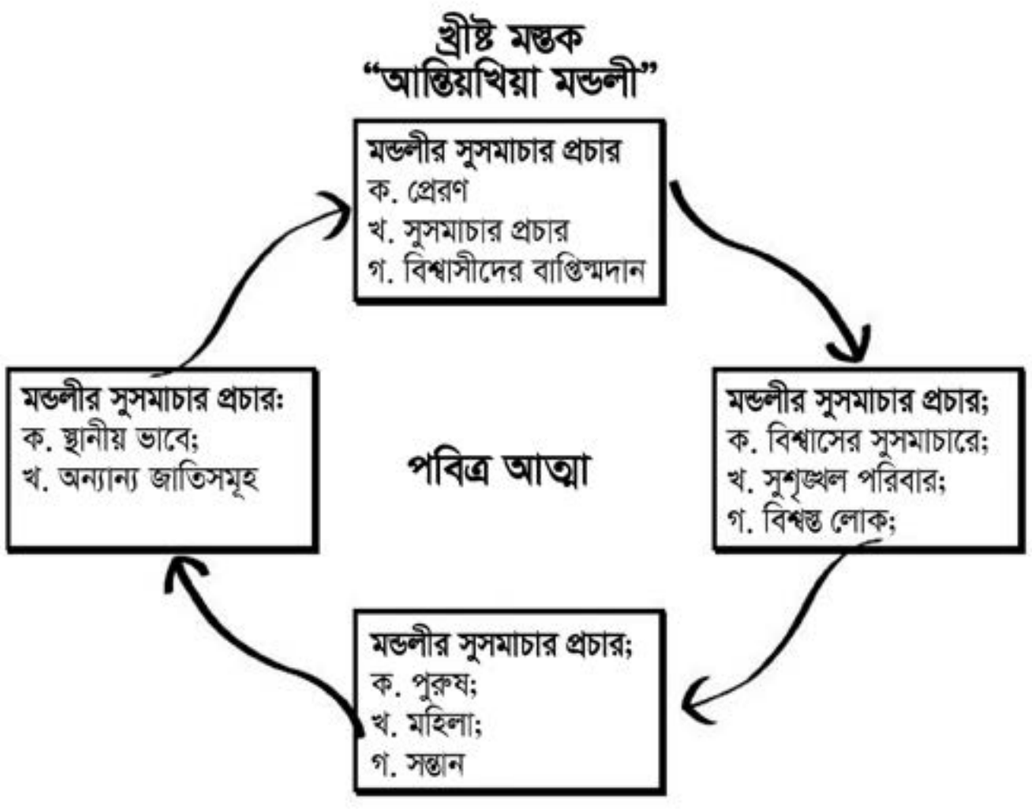

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ব্রীজ ডায়াগ্রামটি আরেকবার মনোযোগ সহকারে খেয়াল করুন। এবং, নিচে উল্লেখিত আবহমান সংস্কৃতির সর্বগ্রাহ্য নীতিমালাগুলো- যা আপনি বিগত ৬টি অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন, তার উপর ভিত্তি করে আপনার পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ একটি পূর্ণ সংগঠিত মন্ডলীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংগঠন কৌশল নকশা করুন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, নিচের কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে; আপনি এই মূলনীতিগুলো সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেবেন, এবং একই সাথে নিজের ভাষায় প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবেন। মনে রাখবেন, এই কাজের মাধ্যমেই আপনি ব্যক্তিগত ভাবে মন্ডলী বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই নীতিমালাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য যাঞ্চা করুণ।

১. *মন্ডলীর সুসমাচার কার্যক্রম*

ক. পাঠানো বা (প্রেরণ)

১. কিভাবে আমাকে পাঠানো হবে? _____

_____

_____

_____

২. কে আমাকে পাঠাবে? _____

৩. কখন আমাকে পাঠানো হবে? _____

৪. আমাকে কোথায় পাঠানো হবে? _____

_____

খ. সুসমাচার প্রচার করা

১. আমি কিভাবে সুসমাচার প্রচার করব? _____

_____

_____

_____

২. আমি কার কাছে সুসমাচার প্রচার করব? _____

_____

৩. কখন আমি সুসমাচার প্রচার করব? _____

_____

৪. আমি কোথায় সুসমাচার প্রচার করব? _____

_____

গ. **বিশ্বাসীদের বাপ্তিস্মদান**

নোট: ১৯০ পৃষ্ঠায় **জলে বাপ্তিস্ম** নামক সম্পূরক অংশ দেখুন।

১. কিভাবে আমি বাপ্তিস্ম দেব? _____

_____

২. কাকে আমি বাপ্তিস্ম দেব? _____

_____

৩. কখন আমি বাপ্তিস্ম দেব? _____

_____

৪. কোথায় আমি বাপ্তিস্ম দেব? _____

২. *মন্ডলী সংগঠন করা*

ক. অনুগ্রহের সুসমাচারে

১. অনুগ্রহের সুসমাচার দিয়ে কিভাবে আমি বিশ্বাসীদের সংগঠিত করে তুলবো? _____

_____

_____

২. অনুগ্রহের সুসমাচার দিয়ে আমি কাকে গড়ে তুলবো? _____

_____

৩. অনুগ্রহের সুসমাচার দিয়ে আমি কখন তাদের গড়ে তুলবো? _____

_____

৪. অনুগ্রহের সুসমাচার দিয়ে আমি তাদের কোথায় গড়ে তুলব? _____

খ. ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য

১. কিভাবে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বাসীদের সংগঠিত করে তুলবো? _____

_____

_____

২. কাকে আমি ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী গড়ে তুলবো? _____

_____

৩. ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী কখন আমি তাদের গড়ে তুলবো? _____

_____

৪. ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কোথায় আমি তাদের সংগঠিত করবো? _____

গ. সুশৃঙ্খল পরিবার

১. কিভাবে আমি পরিবারগুলোতে শৃঙ্খলা আনায়ন করতে পারি? _____

_____

২. পরিবারগুলোকে কে সুশৃঙ্খল করে রাখবে? _____

_____

৩. কখন আমি পরিবারগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা আনায়ন করবো? _____

_____

৪. পরিবারগুলোকে কোথায় আমি সুশৃঙ্খল করে রাখবো? _____

ঘ বিশ্বস্ত ব্যক্তি

১. কিভাবে আমি বিশ্বস্ত পুরুষ ও মহিলা গড়ে তুলতে পারি? _____

_____

২. আমি কাজে গঠন করবো? _____

_____

৩. কখন আমি বিশ্বস্ত পুরুষ এবং মহিলা গঠন করবো? _____

_____

৪. কোথায় আমি বিশ্বস্ত পুরুষ এবং মহিলা গঠন করবো? _____

৩. *মন্ডলীকে গেঁথে তোলা*

ক. পুরুষ

১. পরিচর্যা কাজের জন্য পুরুষদের আমি কিভাবে গেঁথে তুলবো? _____

_____

২. কাকে আমি পরিচর্যা কাজের জন্য গেঁথে তুলবো? _____

_____

৩. পরিচর্যা কাজের জন্য পুরুষদের আমি কখন গেঁথে তুলবো? _____

_____

৪. পরিচর্যা কাজের জন্য পুরুষদের আমি কোথায় গড়ে তুলবো? _____

খ. মহিলা

১. পরিচর্যা কাজের জন্য মহিলাদের আমি কিভাবে গেঁথে তুলবো? _____

_____

২. কাকে আমি পরিচর্যা কাজের জন্য গেঁথে তুলবো? _____

_____

৩. পরিচর্যা কাজের জন্য মহিলাদরে আমি কখন গেঁথে তুলবো? _____

_____

৪. পরিচর্যা কাজের জন্য মহিলাদের আমি কোথায় গেঁথে তুলবো? _____

গ. সন্তান

১. কিভাবে আমি সন্তানদের গেঁথে তুলবো? _____

_____

২. কে সন্তানদের গেঁথে তুলবে? _____

_____

৩. সন্তানদের আমি কখন গেঁথে তুলবো? _____

_____

৪. সন্তানদের আমি কোথায় গেঁথে তুলবো? _____

_____

৪. মন্ডলীর প্রসারণ

ক. স্থানীয় ভাবে

১. মন্ডলী কিভাবে স্থানিয় পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করবে? _____

_____

_____

_____

২. স্থানীয় ভাবে কে মন্ডলীর প্রসারণ ঘটাবে? _____

_____

_____

৩. স্থানীয় ভাবে কখন আমি মন্ডলীর প্রসারণ ঘটাবো? _____

_____

৪. কোথায় আমি মন্ডলীর স্থানীয় বিস্তৃতি ঘটাবো? _____

_____

_____

খ. অন্যান্য জাতিসমূহ (জনগোষ্ঠী)

১. মন্ডলী কিভাবে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করবে? _____

_____

_____

_____

২. কে মন্ডলীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাবে? _____

_____

_____

_____

৩. কখন আমি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে মন্ডলীকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ব? _____

_____

৪. কোথায় আমি অনধিকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মন্ডলী সংগঠন করবো? _____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রজেক্ট চ

দশ-বছর মেয়াদী মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়ন কৌশল

আপনার তৈরীকৃত নতুন কৌশল ব্যবহার করে দশ-বছর মেয়াদী একটি সমায়ানুক্রমিক এবং ভৌগলিক পরিকল্পনা কৌশল তৈরী করুন। এই কৌশলের সময় এবং অবস্থানগত বিষয়গুলো নখোদর্পণে রাখার জন্য একটি তালিকা তৈরী করতে পারেন। সম্ভব হলে, আপনি কয়েকটি জনগোষ্ঠিকে আপনার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। অবশ্যই খ্রীষ্ট এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য, যিনি পবিত্র আত্মার পরিচালনার মধ্য দিয়ে মন্ডলীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ধারণ করেন। আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে পবিত্র আত্মা প্রায় সময়ই পৌলের কৌশল পরিবর্তণ করে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬:১-১০); খুব সম্ভবত, পৌলের জীবনের স্বাধীন-সার্বভৌম ঘটনাগুলোই তার স্পেন দেশে যাবার পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল (রোমীয় ১৫:২৪, ২৮)। প্রজেক্ট ঞ তে আপনি যা লিখেছেন তা আপনার আপনার কৌশলের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠাতে একটি মানচিত্র দেওয়া আছে যা আপনাকে আপনার দশ-বছর মেয়াদী মন্ডলী সংগঠন ও নবায়ন কৌশলের তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। আপনার আগ্রহের বিষয়গুলো এই মানচিত্রের সাথে নাও মিলতে পারে, তাই নিজে থেকে এমন একটি মানচিত্র তৈরী করার চেষ্ট করুন যা বিশেষভাবে আপনার আগ্রহ ও শক্তিশালী দিকগুলোকে প্রতিফলিত করবে। এই মানচিত্রের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই বুঝতে ঈশ্বর আপনার কোন সামর্থকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্য বৃদ্ধির কাজের জন্য আপনাকে আহ্বান করছেন। বিষয়টি আরও সহজ ভাবে বোঝার জন্য নিচের মানচিত্র দেখুন যা মন্ডলীর অগ্রগতির চিত্র প্রদর্শন করছে। অবশ্যই, তারিখ এবং সময় নির্ভর করবে যে ঈশ্বর আপনাকে কোথায়-কবে-কিভাবে পরিচালনা দান করবেন। ১৮০ পৃষ্ঠায় আপনার নিজস্ব পরিকল্পনার তালিকা তৈরী করুন।

আপনার দশ-বছর মেয়াদী মন্ডলী সংগঠন ও নবায়ন কৌশলের কার্যক্রম ও সময়রেখার তালিকা তৈরী করুন

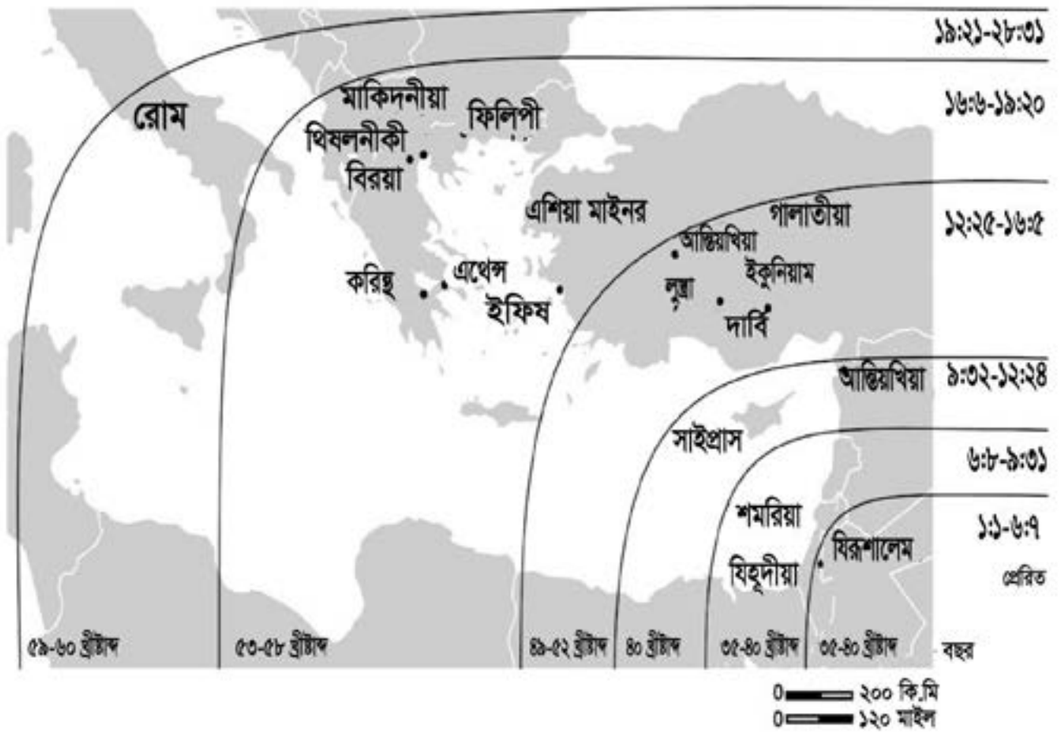

নিচে খুব সহজ দুটি কাঠামোর উদাহরণ দেওয়া হলো, প্রথমটি একটি নতুন মন্ডলী সংগঠন করার জন্য, এবং অপরটি হলো বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ন ও পুনঃসংগঠিত করার জন্য।

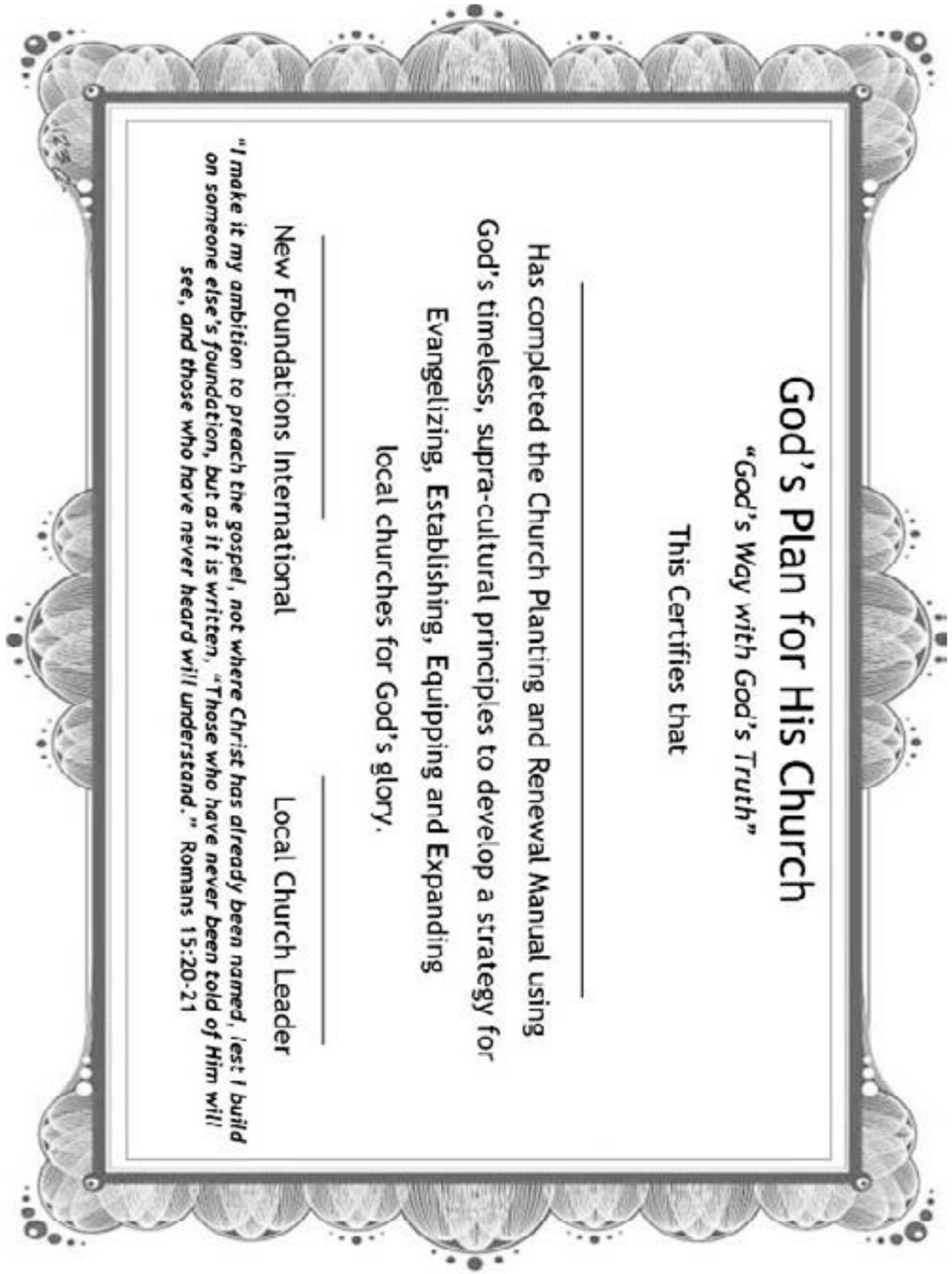

God's Plan for His Church

"God's Way with God's Truth"

This Certifies that

Has completed the Church Planting and Renewal Manual using God's timeless, supra-cultural principles to develop a strategy for Evangelizing, Establishing, Equipping and Expanding local churches for God's glory.

New Foundations International

Local Church Leader

"I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation, but as it is written, "Those who have never been told of Him will see, and those who have never heard will understand." Romans 15:20-21

মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

সম্পূরক অংশ ও সহায়ক উপাদানসমূহ

মন্ডলী সংগঠন ও বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ন ও শক্তিশালী করণে বাইবেলের মূল্যবান নীতিমালাগুলো সম্বন্ধে পরিপক্ক ধারণা লাভ করার জন্য

বিষয়বস্তু: পৃষ্ঠা

- পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা ১৮৪
- পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা ১৮৪
- পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রা ১৮৫
- রোমের উদ্দেশ্যে পৌলের যাত্রা ১৮৫
- কিভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করা যায় ১৮৬
- প্রভুর ভোজ ১৮৮
- জলে বাপ্তিস্ম ১৯০
- বিরোধ নিষ্পত্তি ১৯২
- দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি ১৯৫
- একে অন্যকে পরিচর্যা করা (মন্ডলীর সভ্য-সভ্যা) ১৯৭
- জগত ও সরকারের সাথে সম্পর্ক ১৯৯
- সমকামিতা এবং সম-লিঙ্গের বিবাহ ২০১
- প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজের পরিমাপ ২০৩
- মন্ডলী সংগঠকদের পরিচর্যা কাজের বাইবেলীয় ব্যাখ্যা ২০৫
- মন্ডলী সংগঠকদের অর্থনৈতিক সহযোগীতা ২০৯
- পালক/ প্রাচীনবর্গ/বিশপদের যোগ্যতা- পরিমাপ ২১২
- পরিচারকদের যোগ্যতা- পরিমাপ ২১৫

পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা

দেখুন: অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১৬; অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৯১;

প্রেরিত ১৩:৪- ১৪:২৮ ● ৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

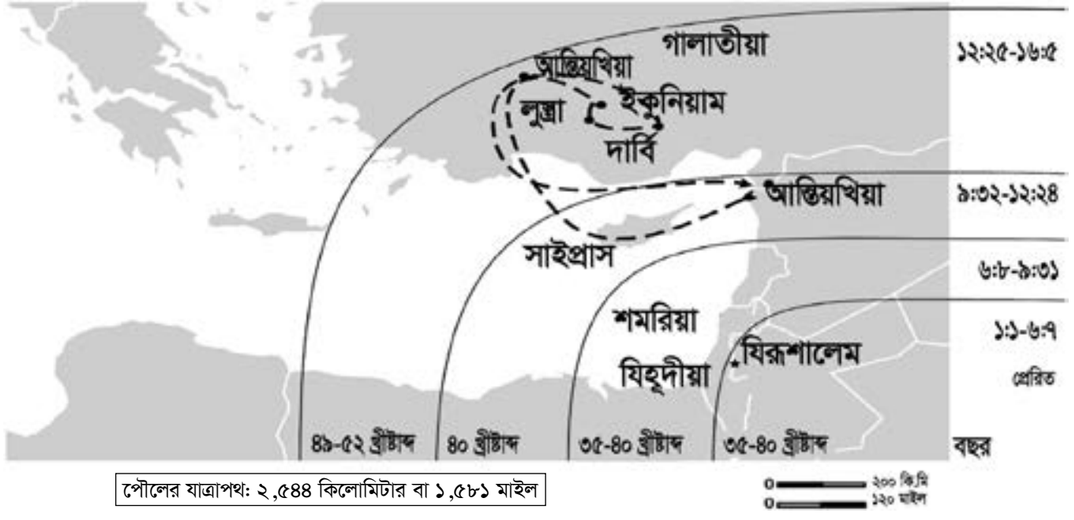

পৌলের যাত্রাপথ: ২,৫৪৪ কিলোমিটার বা ১,৫৮১ মাইল

এই চিহ্ন দ্বারা পৌলের যাত্রার পথ বোঝানো হচ্ছে।

পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা

দেখুন: অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১৬; অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৯১।

প্রেরিত ১৫:৩৯- ১৮:২২ ● ৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দ

পৌলের যাত্রাপথ: ৪,৯০৮ কিলোমিটার বা ৩,০৫০ মাইল

পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রা

দেখুন: অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১৬; অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৯১।

প্রেরিত ১৮:২৩- ২১:১৭ ● ৫৩-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

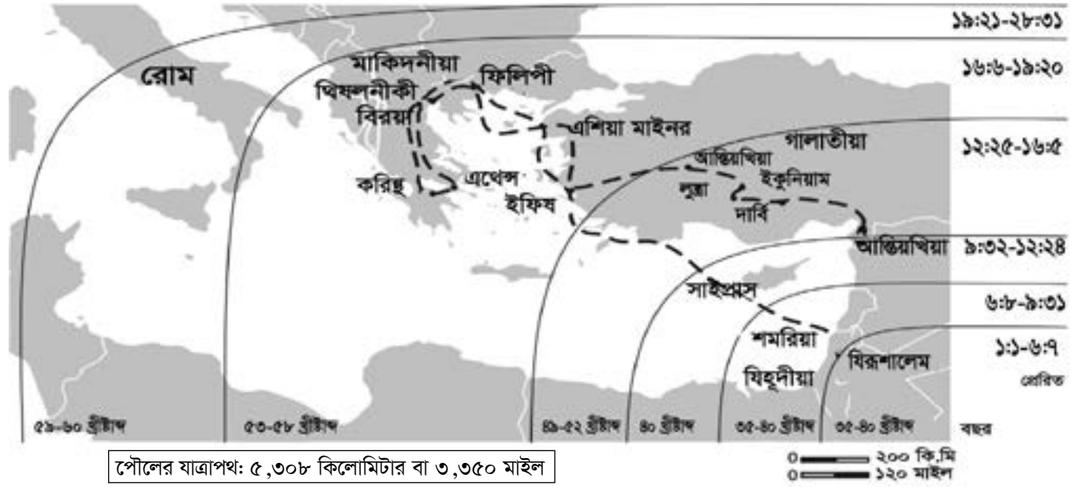

পৌলের যাত্রাপথ: ৫,৩০৮ কিলোমিটার বা ৩,৩৫০ মাইল

রোমের উদ্দেশ্যে পৌলের যাত্রা

দেখুন: অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১৬; অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ৯১।

প্রেরিত ২৭:১- ২৮:১৬ ● ৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ

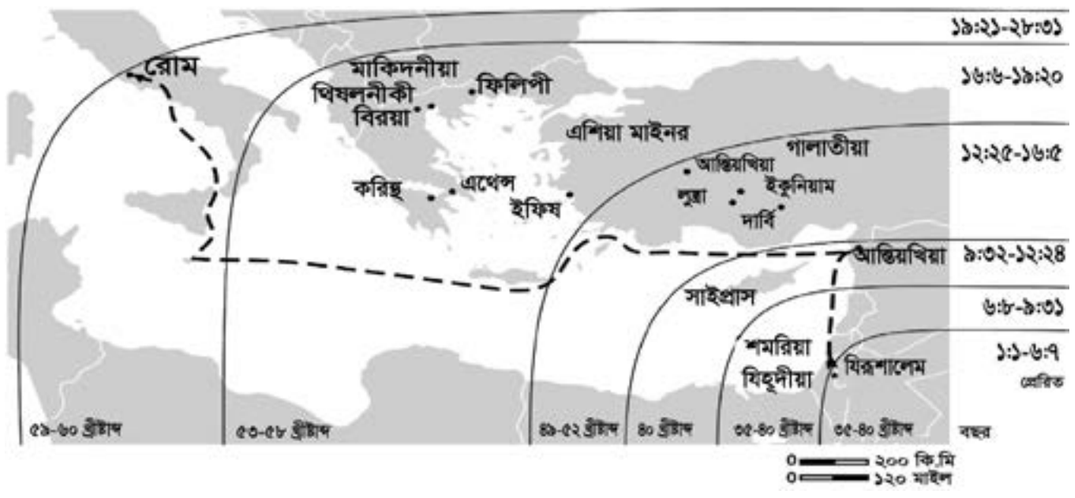

পৌলের যাত্রাপথ: ৫,০০০ কিলোমিটার বা ৩,১০০ মাইল

কিভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হয় (vi পৃষ্ঠার উল্লেখ অনুসারে, ২৪ এবং ৩৪ পৃষ্ঠায়)

(উদাহরণ হিসেবে, প্রেরিত ৮:২৬-৩৮ পদে বর্ণিত ফিলিপ এবং ইথিয়পিয় নপুংসকের কাঠামোটি দেখুন)।

১ - পর্যবেক্ষণ - "এটি দেখুন" - এটি কেন বলা হয়েছে?

- বাইবেল কি বলে তা অনুসন্ধান করুন।
- এটি দেখার জন্য (বোঝার জন্য) **পবিত্র আত্মার** সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করুন।

ঈশ্বরের বাক্য বোঝার জন্য **পর্যবেক্ষণ** হলো মূল চাবিকাঠী; এটি বাক্যের একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ বা পদকে ঘিরে সার্বিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে আপনার হৃদয় এবং মনোযোগকে নিবদ্ধ করে। পর্যবেক্ষণ হলো ঈশ্বর কি বলছেন, এই অনুচ্ছেদের মধ্যে কি ঘটছে এবং শাস্ত্রের এই অংশে শ্রোতাদের ঈশ্বর কি বলতে চাচ্ছেন তা খুঁজে বের করার জন্য সময় অতিবাহিত করা। একটি অনুচ্ছেদ বার বার পড়া প্রয়োজন। বার বার পড়লে আপনার বুঝতে সহজ হবে। অতপর, পর্যবেক্ষণ করে আপনি কি উপলব্ধি করলেন তা লিখে ফেলবেন।

পর্যবেক্ষণ (উদাহরণ): ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদ পড়ুন (একই সাথে ১৬ এবং ১৭ পদের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য ১০-১৭ পদ পড়ুন)। শাস্ত্র সম্পর্কে পৌল যা বলেছেন সে বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ বা উপলব্ধিগুলো লিখুন।

পৌলের শেষ পত্রে, পৌল তিমথীকে বলেছেন তিমথী যেন তার শিক্ষা এবং জীবন অনুসরণ করেন, কারণ পৌলের শিক্ষা এবং জীবন শাস্ত্র ভিত্তিক, আর শাস্ত্রের সমস্ত কথা ঈশ্বর-নিশ্বসিত। আর এই কারণেই পৌল বলেছেন যে শাস্ত্রের প্রতিটি কথা শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা বিষয়ে শিক্ষা, দিকনির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য উপকারী। পৌল চেয়েছিলেন যেন তিমথী এটা বুঝতে পারেন যে ঈশ্বরের লোকদের সম্পূর্ণ পরিপক্ক ভাবে গেঁথে তোলার জন্য ঈশ্বরের বাক্য একাই যথেষ্ট।

২ - ধ্যান - "এটি নিয়ে ভাবুন" - এটি কি বোঝাতে চেয়েছে?

- বাইবেল কি বোঝাতে চেয়েছে তা আবিষ্কার করুন।
- প্রার্থনা করুন যেন **পবিত্র আত্মা** আপনাকে এটি বুঝতে সাহায্য করেন।

বাক্য নিয়ে ধ্যান করা আপনাকে বাক্যের গভীর অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে। একে আমরা অর্থভেদ বা অর্থ ব্যাখ্যা বলে থাকি। ব্যাখ্যা করা মানে আপনি যা পর্যবেক্ষণ বা উপলব্ধি করেছেন তা ব্যাখ্যা করা। এটি করার একটি উপায় হলো, এই লেখার মাধ্যমে লেখক পাঠকদের কি বোঝাতে চেয়েছেন তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। সেই সময় লেখকের কাছে এটি কি অর্থ প্রকাশ করেছিল এবং বর্তমানে পাঠকদের কাছে এটি কি অর্থ প্রকাশ করছে তা বোঝার চেষ্টা করা।

অর্থ বোঝার আরেকটি উপায় হলো, এই অংশটি বোঝার জন্য এর সাথে সম্পর্কিত অন্য শাস্ত্রাংশগুলো পড়া এবং তুলোনামূলক বিশ্লেষণ করা।

(উদাহরণ) **ধ্যান:** ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদ ধ্যান করে আপনি যে মূল-শিক্ষা বা কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করে খুঁজে পেয়েছেন তা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে এবং যেকোন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের বাক্যের এই শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

এই অংশটি বোঝাতে চেয়েছে যে ঈশ্বরের বাক্য আসলে ঈশ্বরের নিজের নিঃশ্বাস বা নিজের বলা কথা। একজন মানুষকে সম্পূর্ণ এবং পরিপক্ক ভাবে গেঁথে তুলতে এবং সামর্থবান করতে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা, অনুযোগ, সংশোধন এবং ধার্মিকতার জীবন বিষয়ে দিকনির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। আমাদের শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে আমরা যা শিক্ষা দেই তা অবশ্যই আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে হবে। আমি যা শিখেছি এবং বিশ্বাস করেছি সেভাবেই আমি জীবন যাপন করব যার ফলে অন্যরা তা অনুসরণ করতে এবং তাড়ণা ও ক্লেশের মধ্যে ধৈর্য্য সহকারে টিকে থাকতে অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

৩ - আলোচনা - "এই বিষয়ে আলোচনা করুন" - অন্যরা কি বলছে?

- অন্যরা কি বলছে তা বোঝার চেষ্টা করুণ।
- অন্যদের কাছে শেখার জন্য **পবিত্র আত্মার** কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পারিক **আলোচনা** সবচেয়ে পুরাতন এবং বর্তমান পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষা কৌশল যা প্রশ্ন-উত্তর এবং খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ধারণা এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ জানতে অত্যন্ত কার্যকারী ভূমিকা রাখে। প্রাথমিক মন্ডলীতে একে অপরের জীবন এবং পরিচর্যা কাজকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই আলোচনা পদ্ধতির ব্যপক প্রচলন ছিল। এই অনুচ্ছেদে আবহমান কালের সার্বজনীন-সংস্কতির মূলনীতিগুলো কি কি তা নিয়ে আলোচন করুন? বর্তমান সময়ে এগুলো কেন প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন? ঈশ্বর আপনাকে, আপনার পরিবার এবং মন্ডলীকে কি বলছেন? ঈশ্বরের রব শোনার মাধ্যমেই আপনি বুঝতে পারবেন যে ঈশ্বর আপনাকে কোন কাজে নিয়োজিত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

উদাহরণসরূপ, প্রশ্ন করুন এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলোকে সংক্ষেকে লিখে ফেলুন। কি মনে করেন, কিছু লোক যা শিক্ষা দেয় তার সাথে তার ব্যক্তি জীবনের কোন মিল থাকে না কেন? লোকেরা কেন মনে করে যে ঈশ্বরের একজন লোককে পরিপূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের সাথে আরও কিছু অবশ্যই যুক্ত করা উচিৎ? কিভাবে আমার অন্যদের ঈশ্বরের বাক্যে স্থির থাকতে এবং তাড়না ও ক্লেশে ধৈর্য্য ধরে জীবন-যাপন করতে উৎসাহিত এবং সাহায্য করতে পারি?

(উদাহরণ) **আপনার (ধ্যান) অংশ থেকে প্রাপ্ত মূলনীতি এবং কাজগুলো নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করুন।**

আলোচনা: ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদ থেকে আপনি যে মূলনীতি গুলো শিখেছেন সেগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের সাথে তুলোনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

এখানে শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা এবং প্রাপ্ত শিক্ষার প্রতি বাধ্যতাই সবকিছু নয়। আসলে, আমরা এটা মেনে নিতে চাইনা যে বাইবেল একই যথেষ্ট; বাইবেলের শিক্ষা খুবই সরল, আর এই কারণেই আমরা শিক্ষা দেবার সময় অন্যান্য আরও বিভিন্ন শিক্ষা এর সাথে যুক্ত করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়নের মাধ্যমে আমরা মান্ডলীক পরিবারের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

আমাকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে আমার শিক্ষা এবং আমার আচরণ অভিন্ন। আমার ব্যক্তি জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রাচুর্যতার উপলব্ধি থেকেই আমি কর্তৃত্বের সাথে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হবো। ঈশ্বর তাঁর নিজ বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাকে নুতন ভাবে সজ্জিবিত করুন এবং আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করুন যেন আমি কেবল তাঁর বাক্যের একক শিক্ষাতে নির্ভর করে সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক ভাবে অন্যদের গেঁথে তুলতে পারি।

৪ - প্রয়োগ - "এতেই জীবন-যাপন - এটিই কাজ" - এখন কি?

- বাইবেল কিভাবে কাজ করে আবিষ্কার করুন।
- এটি করার জন্য **পবিত্র আত্মার** কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

(উদাহরণ) **প্রয়োগ:** কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসবেন?

প্রভু, এখন আমি আমার অন্তর-মন ও হৃদয় আত্মার অধীনে সমর্পণ করেছি যেন তোমার বাক্য আমাকে যা বলছেন তা বুঝতে পবিত্র আত্মা আমাকে সাহায্য করেন। প্রভু, আমি ঈশ্বরের বাক্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি; আমাকে শিখাও, অনুযোগ কর, সংশোধন দাও এবং ধার্মিকতার পথে চালাও যেন তোমার বাক্যের মাধ্যমে অন্যদের পরিপূর্ণ ভাবে গেঁথে তুলতে পারি। আমি অন্যদের কাছ থেকে আরও শুনতে চাই, এবং আরও পরিপক্কতার সাথে শিক্ষা দিতে চাই। আর আমি যেন এভাবেই বিশ্বাস এবং শিক্ষা জীবনে ধারন ও লালন করে তোমার বাক্যের প্রাচুর্য্যতায় কর্তৃত্বের সাথে আমার পরিবার এবং মন্ডলীকে শিক্ষা দিতে পারি।

(চেষ্টা করুন) নিম্নে উল্লেখিত ৪ ধাপে ইষ্রা ৭:৮-১০ পড়ুন: ১ - পর্যবেক্ষণ (এটি দেখুন), ২ - ধ্যান (এটি নিয়ে ভাবুন), ৩ - আলোচনা (এ বিষয়ে আলোচনা করুন) এবং ৪ - প্রয়োগ (এটি করুন)।

প্রভুর ভোজ

অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১৮; অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১৩৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐতিহ্য এবং বাধা-ধরা নিয়ম কানুন আমাদের জীবন এবং হৃদয়কে এমন ভাবে বাক্সবন্দি করে ফেলেছে যে আমরা প্রভুর ভোজ উৎযাপনের মর্ম ভুলেই গিয়েছি। এই স্মৃতি-সভা উৎযাপন করার জন্য আমাদেরকে প্রতীকী হিসেবে রুটি (তাঁর দেহ - তিনি যে ছিলেন) এবং পানপাত্র (তাঁর রক্ত - তিনি যা করেছেন) দেওয়া হয়েছে যেন আমরা প্রতিবার এই প্রতীকী ভোজ পালন করার সময় কৃতজ্ঞতার হৃদয় নিয়ে, গভীল আত্ম-মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে, এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন অবধি পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে এটি উৎযাপন করি।

পর্যবেক্ষণ: নিচে উল্লেখিত শাস্ত্রাংশগুলো পড়ুন এবং প্রভুর ভোজ সম্পর্কে আমি বাক্য থেকে কি শিখলেন তা লিখুন।

যাত্রাপুস্তক ১২:১-৩০ _____

_____

_____

মথি ২৬:১৭-৩০ _____

_____

_____

মার্ক ১৪:২২-২৬ _____

_____

_____

লূক ২২:৭-২০ _____

_____

_____

_____

প্রেরিত ২:৪২-৪৭ _____

_____

_____

প্রেরিত ২০:৭, ১১ _____

_____

১ করিন্থীয় ১১:১৭-৩৪ _____

_____

_____

_____

প্রকাশিত বাক্য ৩:১৫-২০ _____

_____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রাংশগুলো পড়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আপনি কোন কোন মূলনীতি এবং কাজ সম্বন্ধে শিখেছেন সংক্ষেপে লিখুন যা আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে যেকোন সময় এবং যেকোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারবেন। (মূখ্য) _____

_____

_____

_____

আলোচন: এই মূলনীতিগুলো বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীক জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষন করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

জলে বাপ্তিস্ম

অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ১৮; অধ্যায় ৭, পৃষ্ঠা ১৭৫; এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাপ্তিস্ম একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠান যা খ্রীষ্ট নিজে পালন করেছিলেন এবং প্রশাসনিক নীতি হিসেবে পালন করার জন্য খ্রীষ্ট মন্ডলীকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির আত্মিক বাপ্তিস্ম এবং পরিত্রাণ লাভের দৃশ্যমান প্রকাশ ঘটে। বাপ্তিস্ম হলো ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি আনুগত্যের একটি চিহ্ন কাজ তবে যদিও এর মধ্য দিয়ে বিশেষ কোন আশির্বাদ লাভ করা যায় না, তথাপি এই আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার প্রমান হলো প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞান এবং অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করা।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং জলে বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

মথি ৩:১১-১৭ _____

_____

মথি ১০:৩২-৩৩ _____

_____

মথি ২৮:১৯-২০ _____

_____

মার্ক ১:৯-১০ _____

_____

লূক ৩:১-২২ _____

_____

যোহন ৩:২৩ _____

_____

প্রেরিত ২:৪১ _____

প্রেরিত ৮:১২-১৩ _____

_____

প্রেরিত ৮:৩৬-৩৯ _____

_____

প্রেরিত ১৬:৩১-৩৪ _____

_____

প্রেরিত ১৮:৮ _____

_____

রোমীয় ৬:৩-১১ _____

_____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রংশগুলো পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীর প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখুন।

_____

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

বিরোধ নিষ্পত্তি

অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ১২২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের মন্ডলীগুলো শক্তি এবং প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার অভাব খ্রীষ্টের ভার্য্যা- মন্ডলীর ভবিষ্যত সম্ভাব্য পতন, গোলযোগ এবং পাপের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ করছে। শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্যতার মধ্য দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করলে তা খ্রীষ্টের দেহে তাঁর গৌরবের জন্য শক্তি, একতা, পবিত্রতা, পূনঃর্জীবন, এবং সাক্ষ্য দেবার সামর্থ দান করবে। (নোট: বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক সহায়তার জন্য এই অধ্যায়ের শেষে একটি তালিকা উল্লেখ আছে, দেখুন।)

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

মথি ১৮:১৫-১৮ _____

_____

প্রেরিত ১৫:১-৪১ _____

_____

গালাতীয় ২:১-১৪ _____

_____

গালাতীয় ৫:১২-৬:৫ _____

_____

২ থিষলনীকীয় ৩:৫-১৬ _____

_____

১ করিন্থীয় ৫:১-৬:১১ _____

_____

_____

২ করিন্থীয় ২:১-১৪; ৭:৫-১৩ _____

_____

_____

ফিলিপীয় ৪:২-৭ _____

_____

১ তীমথিয় ৫:১৯-২২ _____

_____

_____

তীত ১:৯-১৬ _____

_____

_____

তীত ৩:৯-১১ _____

_____

২ তীমথিয় ২:১৪-১৬ _____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রংশগুলো পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীর প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

দান এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি

অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ২০; অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪, ১২২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্য খুব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে যে সমস্ত কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ের দায়িত্বভাব তিনি তাঁর লোকদের দিয়েছেন। তিনি আশা করেন আমরা যেন জ্ঞান এবং বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের ধনাধক্ষ্যতার দায়িত্ব পালন করি, কিন্তু সর্বপ্রথমে আমাদের হৃদয় যীশুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। আমরা খ্রীষ্টকে ভালবাসি কিনা তা আমাদের দানশীলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। আমরা কোন কিছু না দিয়ে ভালবাসতে পারি না।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং দান ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

মথি ৬:১৯-২১ ______________________________

____

____

মথি ১৪:১৩-২১ ______________________________

____

____

লূক ২১:১-৪ ______________________________

____

প্রেরিত ৬:১-৭ ______________________________

____

প্রেরিত ১১:২৭-৩০ ______________________________

____

প্রেরিত ২০:৩৫ ______________________________

____

গালাতীয় ৬:৬-১০ ______________________________

____

____

২ থিষলনীকীয় ৩:৬-১৫ _____

_____

_____

১ করিন্থীয় ১৬:১-৪ _____

_____

২ করিন্থীয় ৮:১-৯:১৫ _____

_____

_____

_____

১ করিন্থীয় ৩:৩-৫ _____

_____

১ করিন্থীয় ৫:১-১৮ _____

_____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রংশগুলো পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীর প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখুন।

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

একে অন্যকে পরিচর্যা করা (মন্ডলীর সভ্য-সভ্যা)

অধ্যায় ৫, প্রোজেক্ট ছ, পৃষ্ঠা ১২৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণী সক্ষমতা এবং সাফল্য পরিমাপ করতে করতে বর্তমানে পৃথিবীর বহু মন্ডলী তাদের সদস্যপদ বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যা বাইবেলের নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই সমস্যার কারণ হলো কিছু কিছু মন্ডলীতে এই নীতি বা অনুশাসনই মূখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিলে দেখবেন যে খ্রীষ্টের দেহ হিসেবে যে মন্ডলী প্রকৃতরূপে খ্রীষ্টকে মন্ডলীর মস্তক হিসেবে ধারণ করে এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় পরিচালিত হয়ে থকে সে মন্ডলীর প্রত্যেকজন সদস্য একে অপরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, মূলত সেসমস্ত মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের প্রকৃতিই এমন হয়ে ওঠে।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মন্ডলী সভ্য-সভ্যা বা সদস্যপদ সম্বন্ধে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

১ করিন্থীয় ১২:১২-১৪, ২৭ _____

_____

গালাতীয় ৫:১৩ _____

_____

গালাতীয় ৬:২ _____

_____

১ থিষলনীকীয় ৪:১৮-৫:১১ _____

_____

_____

রোমীয় ১২:৫-১০ _____

_____

রোমীয় ১৩:৮ _____

_____

রোমীয় ১৫:৫-১৪ _____

_____

ইফিষীয় ৪:২ _____

_____

ইফিষীয় ৫:২১ _____

_____

ফিলিপীয় ২:৩-৪ _____

_____

কলসীয় ৩:১২-১৪ _____

_____

_____

যাকোব ৫:১৬ _____

_____

১ পিতর ৫:৫ _____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রাংশগুলো পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীর প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখুন।

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

জগত ও সরকারের সাথে সম্পর্ক

অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ১০৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্য সুস্পষ্ট ভাবে আপনার সাথে জগত এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয় ব্যাখ্যা দিয়েছে। মন্ডলীকে রাষ্ট্রের শাসক তথা সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি বাধ্য এবং সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিশ্বাসীদের দেহকে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে এবং তবে তাদের জাগতিক নিয়ম নীতি সংশোধন করতে, অথবা অন্যায় মেনে নিতে বলা হয় নি বরং রূপান্তরিত করতে বলা হয়েছে। যীশু, পৌল এবং প্রৈরিতিক মন্ডলীর প্রেরিতগণ জগতের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং জগত ও সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে আপনি কি শিখেছেন তা লিখুন।

মথি ৫:১৩-১৬ _____

_____

_____

যোহন ১৫:১৭-২০ _____

_____

_____

প্রেরিত ৫:২৪-২৯ _____

_____

_____

রোমীয় ১২:১-২ _____

_____

রোমীয় ১৩:১-৭ _____

_____

ইফিষীয় ৩:৮-১১ _____

_____

_____

ইফিষীয় ৬:১০-২০ _____

_____

_____

কলসীয় ৪:২-৬ _____

_____

১ তীমথিয় ২:১-৮ _____

_____

তীত ২:১-১৫ _____

_____

তীত ৩:১-১৪ _____

_____

১ যোহন ২:১৫-১৭ _____

_____

ধ্যান: এই শাস্ত্রাংশগুলো পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীর প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখুন।

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

সমকামিতা এবং সম-লিঙ্গের বিবাহ

অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১৩৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইবেলে সমকামিতা বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও এখানে স্পষ্টভাবে সম-লিঙ্গের বিবাহের বিষয়ে তেমন কিছুর উল্লেখ নেই। কিন্তু, বাইবেল সুস্পষ্টভাবে সমকামিতাকে একটি অপ্রাকৃতিক পাপ হিসেবে দোষারোপ করেছে। শাস্ত্র যেহেতু সমকামিতাকে পাপ বলে দোষারোপ করেছে, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে সম-লিঙ্গের মানুষের "বিবাহ" ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ এবং বাস্তবিক এটি একটি পাপ। বাইবেলের নীতিমালা অনুসারে ঈশ্বর পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের সম্পর্ককে রচনা এবং অলঙ্কিত করেছেন। সেক্ষেত্রে, সম-লিঙ্গের বিবাহ প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাত যিনি বৈবাহিক সম্পর্কের স্রষ্টা, সেই ঈশ্বরের নিয়মের বিকৃত রূপ যা ঈশ্বর বিরুদ্ধ একটি কাজ।

সমকামিতা এবং সমকামী বিবাহ

পর্যবেক্ষণ: নিচের শাস্ত্রাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সম-লিঙ্গের বিবাহ বিষয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনি শাস্ত্র থেকে কি শিখলেন তা লিখুন।

আদিপুস্তক ১৯:৫, ২৪ _____

_____

লেবীয় পুস্তক ১৮:২২-২৩ _____

_____

লেবীয় পুস্তক ২০:১৩ _____

_____

বিচারকর্তৃগণ ১৯:২২ _____

_____

মথি ১৯:৩-৬ _____

_____

রোমীয় ১:২৪-২৭ _____

_____

১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ _____

_____

১ তীমথিয় ১:৮-১১ _____

_____

_____

_____

যিহূদা ৭ _____

ধ্যান: এই শাস্ত্রংশগুলো পাঠ করে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে মূল যে নীতিমালা এবং কাজগুলো শিখলেন তার একটি সারসংক্ষেপ লিখুন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলী যেকোন সময়ে যেকোন পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিতে এ শিক্ষাগুলো ব্যবহার করতে পারে। (মূখ্য)

_____

_____

_____

_____

_____

আলোচনা: এই নীতিমালাগুলো আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মন্ডলীর প্রত্যাহিত জীবনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখুন।

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি বিষয়ে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

_____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রেরতিদের পরিচর্যা কাজের পরিমাপ

অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ১২৫; অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১৫০; এ উল্লেখ আছে।

আপনার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বার্ষিক অগ্রগতি পরিমাপের জন্য অন্যান্য মন্ডলীর নেতৃবর্গকে সাথে নিয়ে এই পরিমাপকটি প্রতি বছর ব্যবহার করা উচিৎ। যদিও সব পরিচর্যার ধরন সব স্থানে এক নয়, তথাপি অসন্তুষ্টিকর পরিচর্যার অঞ্চলে আপনার অবস্যই পরিচর্যার অগ্রগতির ধারা দৃঢ় রাখা উচিৎ। নিচের সংখ্যাগুলোতে গোল চিহ্ন দিন যা প্রতিটি বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন প্রদর্শন করবে।

প্রচার (প্রেরিত ১১:১৯-২০) খ্রীষ্টিয়ানরা বিচ্ছিন্ন, সুসমাচার প্রচার

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

মন পরিবর্তন (প্রেরিত ১১:২১) অনেকে প্রভুর কাছে ফিরে এসেছে

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

প্রেরণ (প্রেরিত ১১:২২-২৪ক) যিরূশালেম মন্ডলী বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়ায় পাঠিয়েছিল

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

বৃদ্ধি পাওয়া (প্রেরিত ১১:২৪খ) আন্তিয়খিয়া মন্ডলী এক বিশাল সংখ্যক জনতাকে প্রভুর সাথে যুক্ত করেছিল

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

পরামর্শ দান বা সহায়তা (মেন্টরিং) (প্রেরিত ১১:২৫) বার্ণবা পৌলের সাহায্য পেয়েছিলেন

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

শিক্ষা দান (প্রেরিত ১১:২৬) বার্ণবা ও শৌল এক বছর যাবত অনেক লোককে শিক্ষা দিয়েছিলেন

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

পরিপক্ক করণ (প্রেরিত ১১:২৬) আন্তিয়খিয়াতে বিশ্বাসীদের সর্বপ্রথম খ্রীষ্টিয়ান বলা হয়েছিল

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

প্রেরণ এবং পুনঃবৃদ্ধিকরণ (প্রেরিত ১৩:১-৪) আন্তিয়খিয়া মন্ডলী বার্ণবা এবং শৌলকে জাতিগণের কাছে প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেছিল

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

সুসমাচার প্রচার (প্রেরিত ১৩:৪-১৪:২১) তারা প্রশাসনিক শহরগুলোতে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

দিকনির্দেশনা (প্রেরিত ১৪:২১-২২) তারা নতুন বিশ্বাসীদের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

নিয়োগ দান (প্রেরিত ১৪:২৩) প্রাচীনবর্গকে নিয়োগ দান

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

জবাবদিহিতা (প্রেরিত ১৪:২৭-২৮) তারা আন্তিয়খিয়া মন্ডলীতে প্রতিবেদন পেশ করতেন
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

সংগঠন (প্রেরিত ১৫:৩৬-২৮:৩১ এবং পত্রাবলী) তারা সেসব অঞ্চলে গিয়ে এবং পরবর্তীতে চিঠি-পত্র প্রেরণের মাধ্যমে মন্ডলী সংগঠন করেছিলেন
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

দলীয় কাজ (প্রেরিত) তারা প্রচার দল এবং মন্ডলীগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

গেঁথে তোলা (২ করিন্থিয় ২:১২-১৩) তারা বিপর্যস্ত বা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া মন্ডলীগুলো প্রতি বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

পরিপূর্ণতা (রোমীয় ১৫:১৯-২০) সুসমাচার যিরূশালেম থেকে ইল্লুরিকায় পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয়েছিল
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

বিস্তৃতি (প্রেরিত ২৮:৩০-৩১) সুসমাচার ছড়িয়ে যেতে লাগল
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

দায়িত্ব হস্তান্তর (২ তীমথিয় ২:২) পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃবর্গ এই ধারা অব্যহত রাখবে
অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

আলোচনা: প্রেরিতদের যোগ্যতা এবং ভূমিকা কেন সেই সময়কার পালক, প্রাচীনবর্গ এবং অধ্যক্ষদের বিহ্বল করে দিত? _____

_____

_____

_____

একজন প্রেরিতের গুণাবলি বা যোগ্যতাসমূহ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে এগুলো কিভাবে কাজ করে? _____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কখন এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

মন্ডলী সংগঠকদের পরিচর্যা কাজের বাইবেলীয় ব্যাখ্যা

অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা ৭৭; অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১৫০ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজ (“apostles” - প্রেরিত; ইংরেজী ছোট হাতের “a”) বা আক্ষরিক অর্থে “প্রেরণ”, এর কাজ প্রথম শতাব্দিতেই শেষ হয়ে যায় নি। বর্তমানে প্রায় সময়ই এই টার্ম'গুলোকে “মন্ডলী সংগঠক,” “মিশনারী,” “প্রচারক,” এমনকি “পালক,” হিসেবেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার জন্য অনেক দূরের কোন অঞ্চলে পাঠানোই কি বর্তমানে নূতন নিয়মের পরিচর্যা কাজের আহ্বানকে বোঝায়? প্রেরিত ১৪:১৪ পদে বার্ণবা এবং পৌল উভয়কেই “প্রেরিত” বলা হয়েছে। এই প্রেরিতগণ বা যাদের পাঠানো হয়েছিল- এরা ছিলেন ভ্রমণকারী প্রচারক যাদের কাজ ছিল সুসমাচার প্রচার করা, একই সাথে নতুন বিশ্বাসীদের সংগঠিত করা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে মন্ডলীকে সুসগঠিত করা। বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বোঝানোর জন্য আমরা এই দায়িত্ব বা ভূমিকাগুলোকে মন্ডলী সংগঠক বা প্রেরিতদের ভূমিকা বলতে পারি। চলুন, আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর সুসমাচার প্রচার, সংগঠন, গেঁথে তোলা এবং সম্প্রসারণের কাঠামো উন্মোচনের মাধ্যমে এই দায়িত্ব বা ভূমিকাগুলো সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাক।

মন্ডলী সংগঠকদের পরিচর্যা কাজের ব্যাখ্যা

সুসমাচার প্রচার:

মন্ডলী সংগঠকেরা ***সুসমাচার প্রচারের*** মাধ্যমে মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন এবং লোকসমূহের মধ্যে শিষ্যদের সুসজ্জিভূত করেছিলেন। তাদের দেয়া শিক্ষা বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল যা নতুন সংগঠিত মন্ডলীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। মাঝে মাঝে, মন্ডলী সংগঠকদের সংগঠিত মন্ডলী সংস্কারের কাজও করতে হয়েছিল।

সংগঠন:

মন্ডলী তথা ঈশ্বরের পরিবারের আচরণ সঠিক করার জন্য প্রেরিতদের সত্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং ***প্রচারের মাধ্যমে মন্ডলী সংগঠন*** এবং সংগঠিত মন্ডলীর শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে হয়েছিল। এই সমস্ত কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল মন্ডলীকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া (তীত ১:৫; ১ তীমথিয় ৩:১৪-১৬; ৬:২খ; ১ থিষলনীকীয় ২:১-৩:১০)।

গেঁথে তোলা:

প্রেরিতগণ ***প্রাচীনবর্গ*** বা পালকদের নিয়োগ করেছিলেন যাদের উপর শিষ্যদের পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল। এভাবে প্রেরিতরা সেই স্থান ত্যাগ করে আরেক জায়গায় চলে যেতেন। প্রেরিতের পরিচর্যা কাজের প্রয়োজনেই তাকে একই সময়ে পালক/প্রাচীন'এর ভূমিকা পালন করা উচিৎ (১ পিতর ৫:১; ২ যোহন ১:১; ৩ যোহন ১:১)। কিন্তু, তিনি কখনই একই স্থানে স্থায়ী পালক কিম্বা প্রাচীন হিসেবে কাজ করেন না। তিনি প্রাচীনদের চিনে নিয়ে তাদের কেবল নিয়োগই করেন না অধিকন্তু প্রয়োজনবোধে প্রত্যক্ষভাবে তাদের পাপের জন্য অনুযোগও করেন (প্রেরিত ২০:১৭-৩৮; ১ তীমথিয় ৩:১-৭; ৫:১৭-২৫; তীত ১:২-৯)।

বিস্তৃতি:

একজন প্রেরিত ***“তীমথি”র মত বিশ্বস্ত*** শিষ্যদের গড়ে তোলাকে বিশেষ প্রাধান্য দেন যার কাছে তিনি শাস্ত্রের শিক্ষা হস্তান্তর করতে পারেন (২ তীমথিয় ২:২)। *মন্ডলী স্থাপন এবং সংগঠনের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি* একজন সম্প্রসারণের দূত হিসেবে কাজ করেন।

মন্ডলী সংগঠকের প্রতি দিকনির্দেশনা

পৌলের দিকনির্দেশনা:

পৌল তীমথি এবং তীতকে লেখা পত্রে মন্ডলী সংগঠকের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো প্রধানত মন্ডলী সংগঠকের জীবন এবং পরিচর্যা কাজের বিষয়গুলো নির্দেশ করে।

ধার্মিকতা:

তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের পথে গমনাগমনের উদ্দেশ্যে *তার ব্যক্তি জীবন*, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলার দিকে *মনোযোগী হতে হবে।* তার অগ্রগতি সকলের কাছে আদর্শসরূপ। তাকে একজন কৃষকের মত কঠোর পরিশ্রমী, একজন খেলোয়ারের মত সুশৃঙ্খল, এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে সৈনিকের মত জটিলতামুক্ত হতে হবে (১ তীমথিয় ৪:১-১৬; ২ তীমথিয় ২:৩-৬; ১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭)।

প্রস্তুতি:

পৌল এই যাত্রা পথের রুক্ষতা, প্রতিরোধের কঠোরতা, শত্রুর সুক্ষ্মতা এবং বিশেষভাবে মন্ডলী সংগঠকের চারদিকে ঘিরে থাকা বিপদ এবং প্রলোভন সম্পর্ক ভাল ভাবেই জানতেন; আর এই কারণেই তাকে সব সময় সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হতো।

মন্ডলী সংগঠকের কর্তৃত্ব

কর্তৃত্ব:

প্রেরিতের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তার কাজ হলো সব সময় প্রচার করে যাওয়া (২ তীমথিয় ৪:১-৫; তীত ২), মন্ডলী সংগঠন (তীত ১:৫; প্রেরিত ১৪:২৩), মন্ডলীর এবং প্রাচীনদের তত্ত্বাবধান করা (১ তীমথিয় ১:৩; তীত ১:৫; ১ তীমথিয় ৪:১১-১৩; ৫:১, ১৭, ১৯-২০; ২ তীমথিয় ৪:২-৫; তীত ২), অনুযোগ করা, ভর্ৎসনা করা, উৎসাহিত করা (১ তীমথিয় ৫:২০-২১; তীত ১:১৩-১৪; ২:১৫), শয়তানের বা দুষ্ট মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং ভ্রান্ত বা বিকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তেলা (তীত ৩:১০-১১; প্রেরিত ১৫:১-২; ১ তীমথিয় ১:২-৪), বিশ্বাস এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরিচর্য্যার দায়িত্ব পালন করা (২ তীমথিয় ৪:১-৪; ২:২২-২৬; ১ তীমথিয় ৪:১-১৬)। সে প্রস্তুতি লাভ করবে ঈশ্বরের দূরদর্শী পবিত্র আত্মার নীবির তত্ত্বাবধানে থেকে স্থানিয় মন্ডলীর কার্যক্রম এবং জীবনের সাথে চলতে চলতে এবং শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে করতে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানে সমৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে।

মন্ডলী সংগঠকের আহ্বানের নিশ্চয়তা

নিশ্চয়তা:

প্রেরিতদের আহ্বান সরাসরি প্রভুর কাছ থেকে হয়েছিল এবং নেতৃবর্গ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এই আহ্বানের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন *(প্রেরিত ১৩:২-৪; ১৬:১-৩)।* এটি প্রেরিত ১৩:২ পদে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, *"তাঁহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রভুর পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যেও নিমিত্তি আমার জন্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেও।" নেতৃবর্গ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর আহ্বানের বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন। (১ তীমথিয় ৪:১-৪; ২ তীমথিয় ১:৬; প্রেরিত ১২:২-৩)। একজন প্রেরিতকে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যেকোন স্থানে অর্থাত স্থানিয় অঞ্চলে অথবা পৃথিবীর অচেনা কোন অংশ, যেখানে প্রভু চেয়েছেন অনুগ্রহের দরজা খুলে দিতে বা বন্ধ করতে সেখানেই পরিচর্যা কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। তার প্রাথমিক আহ্বান ছিল নতুন কোন অঞ্চলে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করা এবং নতুন মন্ডলী সংগঠন করা ও সংগঠীত মন্ডলীকে উদ্দিপিত করা (প্রেরিত ১৩:১-১৪:২৬; ১৫:৩৬-১৬:৫; ফিলিপীয় ১:৩-৭; ২:১৯-২৪; ১ থিষলনীকীয় ১:১-৩; ৩:১৩; ১ তীমথিয় ৩:১৪-১৬; তীত ১:৫)।*

মন্ডলী সংগঠকের দলীয় কাজ

দল:

প্রেরিতগণ সাধারণত "প্রেরিত দল" এর দ্বার পরিচর্যা পেতেন এবং করতেন। স্থানীয় মন্ডলীর প্রাচীনবর্গের উপর এদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, তেমনি তারাও প্রাচীনবর্গের কর্তৃত্বাধীন ছিলেন না। তথাপি তাদের মধ্যে একটি সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকত। তারা একই সাথে পালক (পাল প্রধান) দলের অংশ হিসেবে কাজ করতেন, এবং স্থানিয় মন্ডলীতে অবস্থানকালে কিছু সময়ের জন্য প্রাচীনদের পাশে থেকে সাহায্য করতেন। ২ করিন্থীয় ৮:২৩ পদ নিয়ে চিন্তা করে দেখুন, "মন্ডলীগণের বার্তাবহক" এর আক্ষরিক অর্থ হলো "মন্ডলীগণের প্রেরিত"।

প্রেরিতগণ সংগঠিত বা বর্তমান মন্ডলীগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপন কাজের পাশাপাশি নতুন মন্ডলী সংগঠনের কাজে সাহায্য করতেন। শাস্ত্রে যেসমস্ত "অন্যান্য প্রেরিতদের" নাম উল্লেখ করা আছে তারা হলেন, আন্দ্রনীক, আপোল্ল, বার্ণবা, ইফাপ্রা, ইফাপ্রদীপ,যূনিয়ক, যুষ্ট, সীল, তীমথি, তীত এবং তুখিক।

তত্ত্বাবধান:

অনেক অনেক বিষয়ের উপর নজর রাখা প্রয়োজন- মন্ডলী পুনঃবৃদ্ধি পাচ্ছে শুধু এটুকু দেখলেই হবে না, কিন্তু একই সাথে দল পুনঃবৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তাও দেখা দরকার। ঈশ্বর বর্তমানেও সেরকম "জ্ঞানবান অভিজ্ঞ গাঁথক"দের আহ্বান করছেন যারা শুধুমাত্র স্থাপন ও সংগঠনই করবেন না বরং একই সাথে মন্ডলী সংগঠকদের নব্য দলগুলোর তত্ত্বাবধান করবেন।

মন্ডলী সংগঠকের দায়িত্বসমূহ

তারা *"তারা কোন ধরনের লোক"* ছিলেন তা তাদের শক্তিশালী শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছিল। তারা ছিলেন এমন ধরনের লোক যারা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ের সাক্ষাতেই তাদের বিবেক স্বচ্ছ রাখার বিষয়ে উৎসাহি (১ থিষলনীকীয় ১:৫; ২:৩, ১০)।

তারা অপরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং এর পর তাদেরকে শিষ্য হিসেবে গঠন করেছিলেন যারা নিজেদের পাপের জন্য অনুতাপ করে বিশ্বাসী হয়েছিল (প্রেরিত ১৩:১-২৮; কলসীয় ২:৭)।

তারা *মন্ডলীসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী* হিসেবে পরিচর্যা করেছিরেন, তারা তথ্য, সংবাদ এবং প্রতিবেদন আদান-প্রদান করতেন। তারা নিত্য ভ্রমণকারী কর্মীর মত পরিচর্যা কাজে রত ছিলেন এবং মন্ডলী থেকে মন্ডলীতে ঘুড়ে ঘুড়ে পরিচর্যা কাজ করতেন (প্রেরিত ১৪:২৭; ১৫:৩০-৩৫; কলসীয় ৪:৭-৮)।

তারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষাদান, পরামর্শ ও উপদেশ, এবং তাদের মধ্যে থেকে "জীবন্ত পত্রাবলী" প্রেরণের মাধ্যমে *সাধুগণের হৃদয়কে প্রতিনিয়ত উৎসাহে ধরে রাখতেন* (১ থিষলনীকীয় ১:১-৯)।

তারা নতুন সংগঠিত মন্ডলীগুলোতে প্রাচীনবর্গ নিয়োগের মাধ্যমে *"অবশিষ্ট বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলতা"* নিশ্চিত করতেন এবং ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণার বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন (প্রেরিত ২০:২৫-৩৮; তীত ১:৫)।

তারা তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের হাতে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। এই কাজের মাধ্যমেই তারা সাধুগণের সামনে এই আদর্শ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে "গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং দান করা ধন্য হইবার বিষয়" (প্রেরিত ২০:৩৫)। তাদের কাজই লোকদের মন থেকে সুসমাচার প্রচার বিষয় এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছিল যে তারা অর্থের লোভে এই সমস্ত কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা মূলত "তাবু তৈরী" করে অর্থ সংস্থান করতেন; তথাপি, মাঝে মাঝে তারা মন্ডলীসমূহের কাছ থেকে কিছু অর্থনৈকিত সহায়তা লাভ করতেন, কিন্তু অবস্যই সেইসমস্ত মন্ডলী থেকে নয় যাদের মধ্যে তারা তখন পরিচর্যা কাজ করতেন। তবে এমন কিছু সময়ও ছিল যখন তারা অর্থনৈতিক সহায়তা প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন (প্রেরিত ২০:৩৩-৩৮; ১ থিষলনীকীয় ১:১-৯; ২ থিষলনীকীয় ৩)।

সবশেষে, তারা মন্ডলীর মধ্যকার *ভয়াবহ বিবাদ নিষ্পত্তিতে* এবং পাপ বিষয়ে তিরষ্কার করতেও মন্ডলীকে *সাহায্য* করতেন (প্রেরিত ১৫:১-৪১; গালাতীয় ২:১১-১৪; ২ তীমথিয় ২:২৪-২৬)।

আলোচনার জন্য প্রশ্ন: "প্রেরিত"গণ এবং মন্ডলী সংগঠকদের কেন প্রায় সময়ই পালক বলে অভিহিত করা হতো? _____

_____

_____

_____

_____

যদি "প্রেরিত"এর ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয় এবং তার ভূমিকাকে পালকের ভূমিকার সাথে মিলিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয় তাহলে কি পরিণতি ঘটতে পারে? _____

_____

_____

_____

_____

বর্তমানে আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? _____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কবে এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার, মন্ডলী এবং পরিচর্যার জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন? _____

_____

_____

_____

_____

_____

মন্ডলী সংগঠকদের অর্থনৈতিক সহায়তা

অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা ৭৬; অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১৫০; এ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাবু নির্মাণ বনাম পূর্ণ সহায়তা

তাবু তৈরী করতেই হবে, নাকি না তৈরী করলেও চলে যাবে? প্রশ্নটি সত্যিই মন্ডলী সংগঠকদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এটি বাইবেলীয় রীতি বলেই যে প্রাসঙ্গিক তা কিন্তু নয়, কিন্তু বর্তমান সময়ের এরূপ অনেক অনেক তাবু নির্মাতা পরিচর্যাকারীরা কাজ করার উপকারিতা ভোগ করছে। যে কোন ব্যক্তির এটি বোঝা উচিৎ যে, একজন মন্ডলী সংগঠক যখন তার আয়ের বৃহৎ একটি অংশ তার দাতা'র (ডোনার বা সহায়তাকারী সংস্থা) কাছ থেকে পেয়ে থাকে, তখন তা তার সামর্থকে নষ্ট করে দেয়, কারণ সে ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে যা তার সামর্থগুলোকে কাজে লাগিয়ে অধিকাংশ বিশ্বাসীর কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগকে নষ্ট করে। প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক সহায়তার বিষয়ে সতর্ক এবং বিচক্ষণ হতে হবে কারণ এই বিষয়টিতে প্রচুর স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থনৈতিক সহায়তার মূল শিক্ষা এবং প্রধান নীতিমালা হলো- অর্থনৈকিত সহায়তাকে আপনার পরিচালক হতে দেবেন না, অর্থাত অর্থনৈতিক সহায়তা যেন আপনার কাজ শুরু করার বা শেষ করার নিয়ন্ত্রণী শক্তি না হয়ে ওঠে।

পৌল, আদর্শ মন্ডলী সংগঠক

আদর্শ মন্ডলী সংগঠক, পৌলের দিকে লক্ষ্য করুন। এখন অবধি তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ মন্ডলী সংগঠক হিসেবে বিবেচিত, তথাপি তিনি নিজের প্রয়োজন নিজেই জুগিয়েছেন। মন্ডলীগুলোর সাথে পৌলের যে ধরণের সুসম্পর্ক এবং একই সাথে সর্ববিরাজমান প্রৈরিতিক কর্তৃত্ব ছিল, তাতে করে তার নিজের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থান করা তার জন্য চিন্তার কোন বিষয়ই ছিল না, তথাপি পৌল চেয়েছিলেন তার নিজের জোগান জোগাতে এবং দলের সঙ্গিদের সহায়তা করতে। *কাজের বিষয়ে* পৌলের এই আদর্শ *সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার জন্য বর্তমান বিশ্বাসীদের পক্ষে উৎসাহসরূপ।*

পৌল তাদের দেখিয়েছেন (প্রেরিত ২০:৩৩-৩৫)

ইফিষীয়'র প্রাচীনদের প্রতি পৌলের উদাহরণ ছিল খুবই স্বচ্ছ: *"আমি কাহারও রৌপ্যের কি স্বর্ণের কি বস্ত্রের প্রতি লোভ করি নাই। তোমরা আপনারা জান, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের অভাব দূর করণার্থে এই দুই হস্ত কার্য্য করিয়াছে। সকল বিষয়ে আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি যে, এই প্রকারে পরিশ্রম করিয়া দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করিতে হইবে, এবং প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা উচিত, কেননা তিনি আপনি বলিয়াছেন, 'গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং দান করা ধন্য হইবার বিষয়'" (প্রেরিত ২০:৩৩-৩৫)।*

পৌল নিজেকে আদর্শ করেছিলেন (২ থিষলনীকীয় ৩:৭-১৩)

আরেকটি উদাহরণ ছিল থিষলনীকীয়'দের কাছে: *"কারণ কি প্রকারে আমাদের অনুকারী হইতে হয়, তাহা তোমরা নিজেরাই জান; কেননা তোমাদের মধ্যে আমরা অনিয়মিতাচারী ছিলাম না; আর বিনামূল্যে কাহারও কাছে অন্ন ভোজন করিতাম না, বরং তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন কার্য করিতাম। আমাদের যে অধিকার নাই, তাহা নয়, কিন্তু তোমাদের নিকটে আপনাদিগকে আদর্শরূপে দেখাইতে চাহিলাম, যেন তোমরা আমাদের অনুকারী হও। কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে এই আদেশ দিতাম যে, যদি কেহ কার্য করিতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক। বাস্তবিক আমরা শুনিতে পাইতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনিয়মিতরূপে চলিতেছে, কোন কার্য না করিয়া অনধিকারচর্চা করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকদিগকে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ দিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য করিয়া আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক। আর হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সৎকর্ম করিতে নিরুৎসাহ হইও না"* (২ থিষলনীকীয় ৩:৭-১৩)।

পৌল বাইরের লোকদের কাছ থেকেও সম্মান অর্জন করেছিলেন (১ থিষলনীকীয় ৪:১১-১২)

এমনকি থিষলনীকীয়দের কাছে লেখা পৌলের প্রথম চিঠিতেও তিনি তারা আদর্শের বিষয়ে সচেতন ছিলেন: "কিন্তু তোমা*দিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, আরও অধিক উপচিয়া পড়, আর শান্ত ভাবে থাকিতে ও আপন আপন কার্য করিতে এবং স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে সযত্ন হও- যেমন আমরা তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছি- যেন বহিঃস্থ লোকদের প্রতি তোমরা শিষ্টাচারী হও, এবং তোমাদের কিছুরই অভাব না থাকে" (১ থিষলনীকীয় ৪:১১-১২)।*

পৌল তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ৯)

নূতন নিয়মে উল্লেখিত বেতনভুক্ত মন্ডলী সংগঠক বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নের একদম সোঁজাসোজি উত্তর তথা আলোচনার উল্লেখ আছে ১ করিন্থীয় ৯ অধ্যায়ে। প্রেরিত হিসেবে যেসমস্ত মন্ডলীতে তিনি পরিদর্শন করেছিলেন তাদের কাছ থেকে সরাসরি সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে তার অধিকার ও প্রাসঙ্গিকতার সপক্ষে তিনি এখানে চারটি যুক্তি তুলে ধরেছেন (১-৬ পদ): তিনি মানবিয় অভিজ্ঞতার আলোকে যুক্তি দিয়েছেন (৭ পদ), যুক্তি দিয়েছেন পুরাতন নিয়মের কৃষিবিষয়ক নীতি থেকে (৮-১০ পদ; দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৪), অন্যান্য কর্তৃত্বকারীদের আচরণের আলোকে (১১-১২ পদ), এবং পুরাতন নিয়মের লেবীয়দের প্রথা উল্লেখ করে (১৩ পদ)। পৌল মূলত আরও কার্যকারী পরিচর্যাকারী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করার জন্য এইভাবে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন (১৫-২৩ পদ), কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যিকারের পুরষ্কার হলো আত্মিক অধিকার লাভ করা, যা ভবিষ্যতে আসবে বলে অপেক্ষমান (২৪-২৭ পদ)। পৌল ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তার ইচ্ছা তিনি যেন খ্রীষ্টের সুসমাচার বিনামূল্যে সহজলভ্য করে তুলতে পারেন (১৮ পদ)।

পৌল একটি কার্যকারী পরিচর্যা চেয়েছিলেন (২করিন্থীয় ৭-১২)

পৌল কখনই চাইতেন না যে তার পরিচর্যা কাজের বিষয়ে কারও মনে *কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকুক যা তার পরিচর্যা কাজের কার্যকারীতাকে খর্ব করে। আর এই কারণেই পৌল যেসময় যাদের পরিচর্যা করতেন কখনই তাদের কাছ থেকে কোনরূপ অর্থনৈতিক সহায়তা গ্রহণ করতেন না (২ করিন্থীয় ৭:২-৪; ১১:২০-২১; ১২:১৪-১৫, ইত্যাদি।)। তিনি ফিলিপীয় থেকে প্রস্থান করার পরে তাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে অসম্মতি জানন নি। পৌল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে পরিশ্রম করার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন, একারণে তিনি তাবু তৈরী করতেন বা অন্যরা সাহায্য করলে গ্রহণ করতেন (ফিলিপীয়* ৪:১০-১৯)। পৌল তার সবকিছু নিয়েই সন্তুষ্ট ও স্বাধীন ছিলেন।

মন্ডলী সংগঠকের আদর্শ

যারা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সহায়তার মধ্যে থেকে পরিচর্যা কাজ করেন, তাদের অবশ্যই বোঝা উচিৎ যে ভবিষ্যত নেতৃত্বের কাছে উত্তম আদর্শ স্থাপনের জন্য তাদের পরিচর্যা কাজে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। একজন উত্তম আদর্শ হলেন সেইরকম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মন্ডলী সংগঠক যিনি সেই মন্ডলীর সকল সদস্যের কাছে তার পারিবারিক দায়িত্ব, চাকরি, এবং পরিচর্যা কাজের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন (প্রেরিত ২৮: ৩০-৩১; ১ থিষলনীকীয় ৪:৯-১২; মথি ২৫:১৪-৩০)। যদিও একজন আত্ম-সাহায়তাকারী মন্ডলী সংগঠক মন্ডলী থেকে কোন প্রকার অর্থনৈকিত সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন, তথাপি তিনি এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন যা মান্ডলীক জীবনকে প্রভাবিত করে আদর্শ মন্ডলী হিসেবে প্রতিষ্টিত করতে পারে।

কে হবেন সেরকম একজন ব্যক্তি?

বিশ্বজুড়ে এটি অনেকটা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে আদর্শ বা বিশ্বস্ত প্রচারকের কাজ হলো সেই কাজ *যেখানে স্থানীয় নেতাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেবার মাধ্যমে যোগ্য করে তোলা হবে এবং পরিচর্যা কাজের জন্য তারা সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করবে। পশ্চিমারা সমগ্র পৃথিবীতে এই ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছে ফলে বর্তমানে মনে হয় এটি যেন সুসমাচারেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মন্ডলীর সম্প্রসারণ এর উপাদানগুলোতে হ্রাস পেয়েছে, এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক* বিষয়। এর জন্য কোন বৃহৎ সংগঠনের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন পরে না কোন বৃহৎ অর্থসংস্থানের, এবং বিশাল সংখ্যক বেতনভুক্ত প্রচারকের। একটি নূতন মন্ডলীর আরম্ভ হয় একজন ব্যক্তির একক পরিশ্রমের মাধ্যমে, যিনি হয়ত জাগতিক জ্ঞানে বা সম্পদে খুব বেশি সমৃদ্ধ নন। *তথাপি, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি যীশুর সাথে পথ চলছেন এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন!*

আলোচনার জন্য প্রশ্ন: পৌলের কাজ অথবা তাবু-নির্মাণের মাধ্যমে জীবিকা উপর্জনের আদর্শ কি তার পরিচর্যা কাজকে বৃদ্ধি অথবা প্রগতিশীল করেছিল নাকি এই কাজ তার পরিচর্যা কাজকে ব্যহত অথবা গতিহীন করেছিল? _____

পৌলের কাজ কেন তার পরিচর্যা কাজকে গতিশীল করেছিল? _____

_____

_____

_____

পৌলের কাজ কিভাবে তার পরিচর্যা কাজকে গতিশীল করেছিল? _____

_____

_____

_____

মনে রাখবেন, একাজে স্বাধীনতা আছে! আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া প্রয়োজন যে আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভাল হবে। তাবু-নির্মাণ অথবা সম্পূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা কি আপনার পরিচর্যা কাজকে গতিশীল করবে নাকি ব্যহত করবে? _____ আপনার উত্তরের ব্যাখ্যা দিন:

_____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: কবে এবং কিভাবে আপনি আপনার ব্যক্তি, পরিবার এবং মান্ডলীক জীবনে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবেন?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

পালক/ প্রাচীন/ বিশপদের যোগ্যতা - পরিমাপ

অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১২৫ এ উল্লেখ আছে।

নিচে উল্লেখিত যোগ্যতাসমূহ বছরে অন্তত একবার আপনার ব্যক্তিগত ভাবে, স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এবং মন্ডলী ও পরিচর্যা ক্ষেত্রে অন্যান্য নেতৃবর্গকে নিয়ে পরিমাপ করা উচিৎ। যদিও, কেউই সমস্ত বিষয়ে নিখুঁত নন, তথাপি চারিত্রীক সন্তুষ্টির দিকে পৌছানোর জন্য অবশ্যই স্থির অগ্রগতি প্রয়োজন। নিচের সংখ্যাগুলো বৃত্ত আঁকুন, এগুলো আপনার মূল্যায়ন পরিমাপ করবে।

যেমন ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্য

নূতন বিশ্বাসী নয় (১ তীমথিয় ৩:৬)। আপনি কি সত্যিই প্রভুকে জানেন এবং আপনি কি ক্রমন্নয়ে আপনার আত্মিক পরিপক্কতা এবং বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

ভক্তি (তীত ১:৮)। আপনি যে ঈশ্বরকে ভালবাসেন, জানেন এবং তাঁর সাথে পথ চলেন, এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন কি আপনি দেখাতে পেরেছেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য ধরিয়া থাকেন...উপদেশ দিতে... প্রতিকূলবাদীদের দোষ ব্যক্ত করিতে...(১ তীমথিয় ৩:২; তীত ১:৯)। আপনার জীবনে কি অনুকরনীয় আদর্শ এবং বাইবেলী জ্ঞানের সমৃদ্ধতা আছে কি না যা দ্বারা আপনি অন্যদের কাছে নম্রতার সাথে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য শিক্ষা দিতে পারেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

তার কাছে যেমন

যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্খী হন (১ তীমথিয় ৩:১)। আপনি কি ইচ্ছুক হৃদয়ে, আনন্দের সাথে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহ মন্ডলীর মেষদের অধ্যক্ষ্য হয়ে তাদের সেবা করার জন্য আকাঙ্খী? এতে কেউ আপনাকে বাধ্য করবে না, আপনি কি সেচ্ছায় বা অবৈতনিক ভাবে এই সেবা কাজ করতে আগ্রহী.

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

মিতাচারী (১ তিমথীয় ৩:২)। প্রতিদিনকার জীবনে আপনি কি পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে বাইবেলীয় নীতিমালা অনুযায়ী আচরণ করতে আগ্রহী?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

বিচক্ষণতা (১ তীমথিয় ৩:২)। আপনার কি খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের বিষয়ে সঠিক ধারনা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক আছে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

আশুক্রোধী বা বদরাগী (তীত ১:৭)। আপনার কি খুব অল্পতেই মাথা গরম হয়ে যায়? কোন বিষয়ে রাগ হলে তা কি অনেকদিন পর্যন্ত আপনাকে কষ্ট দেয় বা প্রতিশোধ স্পৃহা পুষে রাখে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

তাঁর পরিবার হিসেবে

একজন স্ত্রীর স্বামী (১ তীমথিয় ৩:২; তীত ১:৬)। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? প্রকৃতপক্ষে, আপনি কি একজন স্ত্রীরই স্বামী?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

যে তার নিজের সংসারকে সুশৃঙ্খল রাখতে পারে (১ তীমথিয় ৩:৪-৫; তীত ১:৬)। আপনার স্ত্রী এবং সন্তানরা কি সম্মানপূর্বক আপনার নেতৃত্ব অনুসরণ করে এবং তারা কি আপনার ঈশ্বরকে তাদের জীবনের কর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

অন্যদের কাছে যেমন

আতিথি পরায়ন (১ তীমথি ৩:২; তীত ১:৮)। প্রকৃতপক্ষে, আপনি কি "অতিথি ভালবাসেন" এবং আপনি কি আপনার গৃহ অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য ব্যবহার করেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

শিক্ষা দিতে সমর্থ (১ তীমথিয় ৩:২)। আপনি কি অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিতে এবং যারা এর বক্তব্যের সাথে একমত হতে চান না তাদের সাথে ধৈর্য ধরে নম্রভাবে আলোচনা করতে পারেন? অন্যরা কি শাস্ত্র থেকে শিক্ষা দেবার জন্য আপনার যোগ্যতা বিষয়ে কখনো কোন স্বীকৃতি দিয়েছে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

সেচ্ছাচারী নয় (তীত ১:৭)। আপনি কি সব সময় নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তাকে নাকি দলীয় একতা বা অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেচ্ছাচারিতাকে উপেক্ষা করেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

উত্তম বিষয়গুলো ভালবাসা (তীত ১:৮)। আপনি কি নিজেকে সত্য, সম্মান এবং বিশুদ্ধতা দিয়ে সাঁজাতে চান; আপনি কি অন্যদের উচ্চিকৃত করার জন্য সুযোগ পেলেই তাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন নাকি তাদের টেনে নামানোর চিন্তায় মগ্ন থাকেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

মদ্যপানে আসক্ত কিম্বা প্রহারক না হন, অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ (১ তীমথিয় ৩:৩; তীত ১:৭)। আপনি কি রাগের বশীভূত হয়ে নিজের দেহকে বা মুখের কথার দ্বারা নিজেকে অবমূল্যায়ীত করার চেষ্টা করেন??

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

কলহপ্রিয় (১ তীমথিয় ৩:৩)। আত্ম-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো যেমন, হিংসা কিম্বা স্বার্থ চেষ্টার মত বিষয়গুলোতে কি আপনি অন্যদের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

নির্বিরোধ (১ তীমথিয় ৩:৩)। আপনি কি অন্যদের সুযোগ দিচ্ছেন, দয়া এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করছেন, নাকি ব্যবস্থার বিষয়গুলোকে কঠোরতার মধ্য দিয়ে অন্যদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

ন্যায্যতা (তীত ১:৮)। আপনি কি বাক্য অনুযায়ী যারা জ্ঞানী, স্পষ্টবাদী, নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং সৎ তাদের মত ন্যায্য সীদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

অনিন্দনীয়, আত্মসংযমী, মিতাচারী (১ তীমথিয় ৩:২)। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের উপর নিজের জীবন গড়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আপনার সমস্ত কিছুতে ভারসাম্য বজায় রাখছেন বলে লোকেরা কি আপনাকে সেই কারণে সম্মান করে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

বহিঃস্থ লোকদের কাছে উত্তম সাক্ষ্য (১ তীমথিয় ৩:৭)। অবিশ্বাসীদের কাছে কি আপনার সুনাম রয়েছে কারণ আপনি তো অনিন্দনীয় সংযত জীবন-যাপন করেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

জাগতিক বিষয়ে

অর্থের প্রতি লোভ না করা (১ তীমথিয় ৩:৩; তীত ১:৭)। আপনি কি গুরুত্বপূর্ণ হতে চাচ্ছেন, এবং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধি থেকে সন্তুষ্টি খুঁজছেন? আপনি কি সর্বপ্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য চেষ্টা করছেন না?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

মদ্যপানে আসক্ত নয় (১ তীমথিয় ৩:৩; তীত ১:৭)। আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণকারী যেকোন ধরনের আসক্তি থেকে মুক্ত যা আপনার খ্রীষ্টিয় জীবনকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম? (রোমীয় ১৪:১৩-২১)

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

আলোচনার জন্য প্রশ্ন: কি মনে করেন লোকে কেন পালক, প্রাচীন এবং বিশপ ইত্যাদি কাজ অনুযায়ী বিভিন্ন নাম বা পদবী ব্যবহার করে থাকেন যেখানে বাইবেলে একই অর্থ বা কার্যকারীতাগুলো বোঝাতে এই নামগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে?

_____

_____

_____

কেন চারিত্রীক সুদ্ধতার চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক মর্যাদা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে?

_____

_____

প্রয়োগ: বাইবেলের সত্য শিক্ষা অনুযায়ী প্রাচীনদের ভূমিকা এবং কার্যাবলীর বিষয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তুলতে আপনি কিভাবে কাজ করতে পারেন। _____

_____

_____

_____

পরিচারকদের যোগ্যতাসমূহ - পরিমাপ

অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ১৫৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিচে উল্লেখিত যোগ্যতাসমূহ বছরে অন্তত একবার ব্যক্তিগত ভাবে , আপনার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এবং মন্ডলী ও পরিচর্যার অন্যান্য নেতৃবর্গকে নিয়ে মূল্যায়ন করে দেখা উচিৎ। যদিও কেউই নিখুঁত নয়, তথাপি চারিত্রীক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্থির অগ্রগতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচের সংখ্যাগুলোতে বৃত্ত আঁকুন, এগুলো আপনার বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশ করবে:

সাধারণত

পরীক্ষিত...অনিন্দনীয় (১ তীমথিয় ৩:১০)। দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করার পর, আপনার মধ্যে এমন কোন মন্দ স্বভাব দেখা গেছে কি যা পরিচারক হিসেবে আপনাকে অযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয়, বা যোগ্যতা অর্জন করতে আপনার আরও অধিক সময় প্রয়োজন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যের কাছে

শুচি বিবেকে বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব ধারণ করা (১ তীমথিয় ৩:৯)। "বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব" বলতে পরিষ্কার হৃদয়ে নিরাময় শিক্ষা লালন করার বিষয় বোঝানো হয়েছে। আপনি কি ঈশ্বরের সামনে সূচি বিবেক ধরে রাখতে পেরেছেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

নিজের কাছে

মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (১ তীমথিয় ৩:৮)। আপনি কি আপনার জীবন ও কাজকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত হিসেবে গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

দ্বিবাক্যবাদী (১ তীমথিয় ৩:৮)। আপনি ভন্ডামী করছেন না তো, একজনের কাছে এক কথা, অন্যের কাছে আবার কথা ঘুড়িয়ে অন্য কথা বলছেন না তো?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

জাগতিক বিষয়ের প্রতি

মদের প্রতি আসক্ত নয় (১ তীমথিয় ৩:৮)। আপনি কি আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণকারী এমন কোন কিছুর প্রতি আসক্ত যা আপনার খ্রীষ্টিয় জীবনে হোঁচট খেতে বাধ্য করে এবং ঈশ্বর বিমুখী করে পাপের দিকে নিয়ে যায়?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

নোংরামির প্রতি ঘৃণা (১ তীমথিয় ৩:৮)। আপনি কি জাগতিক সম্পদ বা সমৃদ্ধির প্রতি আসক্ত ও নিয়ন্ত্রিত নাকি আপনি তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতা অনুসন্ধান ও লাভ করাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

পরিবার হিসেবে

এক স্ত্রীর স্বামী (১ তীমথিয় ৩:১২)। আপনি এক স্ত্রীর স্বামী? আপনার কি আপনার স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক আছে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

নিজের সন্তান-সন্ততি ও নিজের ঘর উত্তমরূপে পরিচালনা করা (১ তীমথিয় ৩:১২)। আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা কি সম্মানের সাথে আপনার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকে? তারা কি ঈশ্বরের আহ্বানে সারা প্রদান করেছে এবং তাঁকে তাদের জীবনে কর্তা হিসেবে স্বীকার করেছে?

অসন্তুষ্ট ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সন্তুষ্ট

আলোচনার জন্য প্রশ্ন: পরিচারক এবং প্রাচীনের মধ্যে পার্থক্য কি?

_____

_____

_____

_____

_____

পরিচারকগণ কেন প্রায় সময়ই প্রাচীনবর্গ এবং নের্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন?

_____

_____

_____

_____

_____

পরিচারকের যোগ্যতাসমূহ কেন এত কঠোর বলে মনে হয়? _____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রয়োগ: বাইবেলের সত্য শিক্ষা অনুযায়ী পরিচারকদের ভূমিকা এবং কার্যাবলীর বিষয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তুলতে আপনি কিভাবে কাজ করতে পারেন। _____

_____

_____

_____

_____

মানুষের গোষ্ঠী দ্বারা সুসমাচারের অগ্রগতি

জোশুয়া প্রকল্পের অগ্রগতি স্কেল উপর ভিত্তি করে

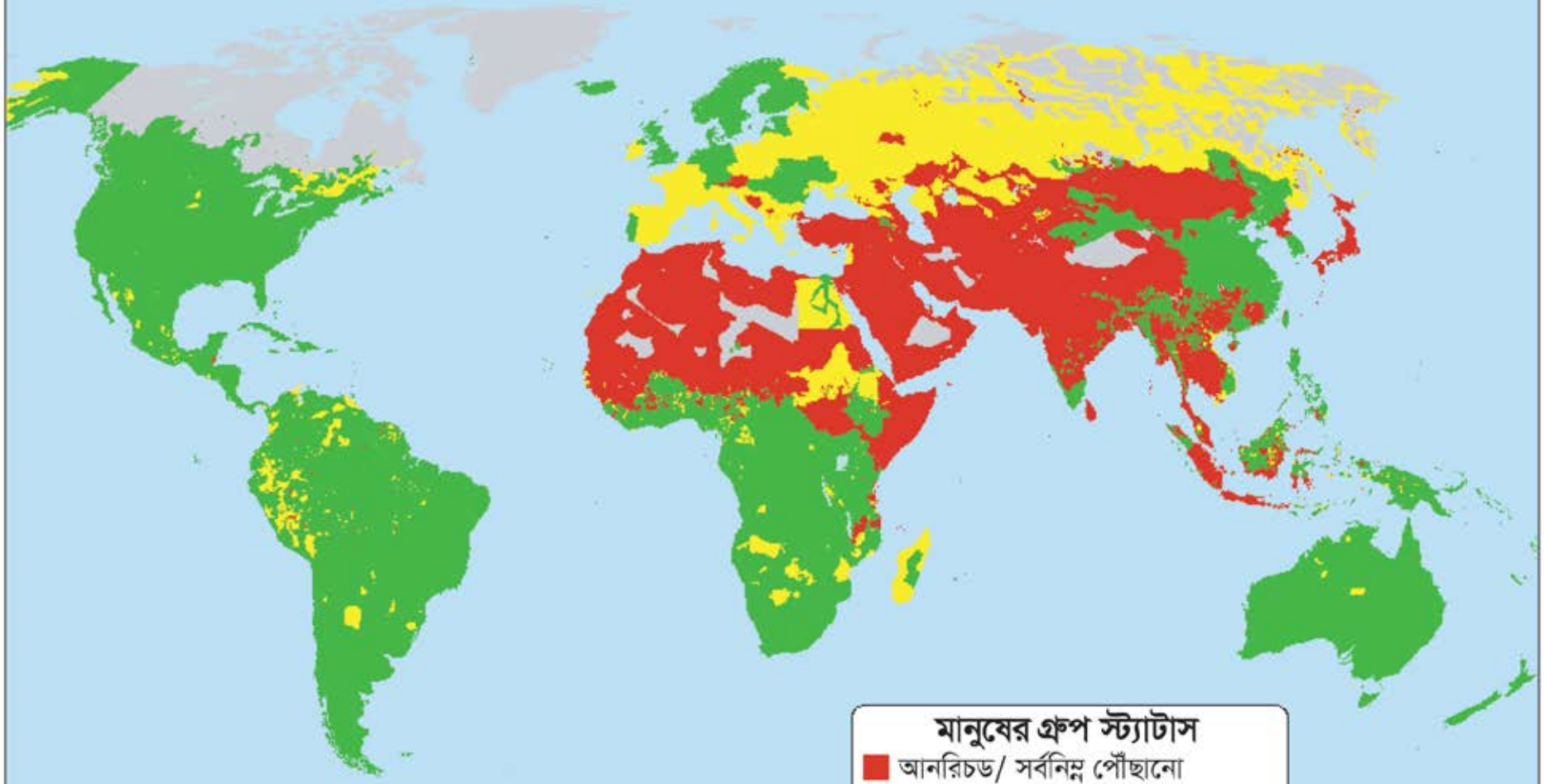

উৎসঃ জোশুয়া প্রজেক্ট (www.joshuaproject.net), আগস্ট ২০১৬
জোশুয়া প্রকল্প এবং বিশ্বব্যাপী ম্যাপিং আন্তর্জাতিক (www.gmi.org) দ্বারা মানচিত্র

যেখানে কোন মন্ডলী সংগঠিত হয়নি সেখানে নতুন মন্ডলী সংগঠন করতে এবং বর্তমান মন্ডলীকে নবায়ন করার জন্য বইবেলীয় কার্যকারী এবং শক্তিশালী নীতিমালা।

যেহেতু আপনি নতুন মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়নের জন্য নিজে থেকে একটি কৌশল তৈরী করতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে এই সহায়ীকাটির ব্যবহারিক শিক্ষা এবং প্রজেক্টগুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে।

"মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সহায়ীকাটি এর শিরোনামের সাথে সত্যিই সামাঞ্জস্যপূর্ণ: এই প্রশিক্ষণ সহায়ীকাটি শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরের বাক্যের নীতিমালা ব্যবহারের মাধ্যমে আবহমান কালের সর্বসংস্কৃতিতে ব্যবহার উপযোগী মন্ডলী সংগঠন এবং মন্ডলী নবায়নের বিষয়ে শিক্ষা দেয়।' মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়নের পরিচর্যা কাজে যারা বিশেষত পৌলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন তাদের জন্য এই সহায়ীকাটি খুব গভীর গিয়ে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলো আলোকপাত করেছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধিয় এই সহায়ীকাটির প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরের বাক্যের কাছে ফিরে যাবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রে প্রকাশিত ঈশ্বরের পরিকল্পনার উন্মোচন বোঝার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়েগুলোতে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত করে ধিরে ধিরে পৌলের শিক্ষা এবং বাইবেলীয় নীতিমালার তত্ত্বাবধানে মন্ডলী সংগঠন/নবায়ন পদ্ধতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চলুন, আমরা একসাথে প্রার্থনা করি। আমাদের প্রার্থানাতেই ঈশ্বরের দূরদর্শিতায় মন্ডলী সংগঠন এবং নবায়নের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সহায়ীকাটি স্থানিয় পর্যায়ে এবং সীমানার বাইরে মন্ডলীর বিস্তৃতির জন্য ফল প্রদান করবে। খ্রীষ্টের প্রভুত্বের অধিনে এই কাজ শুধামাত্র তাঁর নামকেই গৌরবান্বিত করবে না, অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাঁর পতাকা হিসেবে তাঁর গৌরব প্রকাশ করবে।'

ডেভিড জে. হ্যাসেলগ্রেইভ,
পিএইচ.ডি. প্রফেসর এমেরিটাস অব মিশন, ট্রিনিটি ইভাঞ্জেলিকার ডিভাইনিটি স্কুল

"এই পাঠ্যক্রম ভিত্তিক শিক্ষা নূতন নিয়মের মূল বিষয়গুলো ধারন করে- সংগঠিত মন্ডলীগুলোকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে- সংখ্যার ভিত্তিতে নয়-কিন্তু খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার ভিত্তিতে! আমি এটি দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি যে আমার চিন্তা, ধারণা, এবং লেখাগুলো সম্পূর্ণ সহায়ীকাটি জুড়ে-বিশেষত কাঠামো তৈরীতে, মূখ্য ও গৌণ এবং 'আবহমান সংস্কৃতির নীতিমালা' সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে কি সুসংগঠিত ভাবে সমন্বিত করেছে।"

ড. জিন গেট্স
প্রেসিডেন্ট অব সেন্টার চার্চ রিনিউয়াল, প্ল্যানো, টেক্সাস

ISBN 978-0-692-17313-8
90000>
9 780692 173138